উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

COB

সেনসেক্স : ৮৫,০৪১.০০ (-৩৬৭.২৫)

নিফটি : ২৬,০৪২.৩০ (-৯৯.৮০)

ঢাকাকে কড়া বার্তা

'নতুন' বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর ধারাবাহিক হামলা এবং সম্প্রতি দুই হিন্দুকে খুনের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ জানাল ভারত। বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল কড়া বার্তা দিয়েছেন ঢাকাকে। » ৭

'সিঁদুরে ভয়' পাকিস্তানের

'সিঁদুর ২.০'-র আশঙ্কায় কাঁপুনি ধরেছে পাকিস্তানের। ভারতের সম্ভাব্য নতুন সামরিক অভিযানের ভয়ে পাক সেনা নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর বসিয়েছে অ্যান্টি-ড্রোন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
২৫° / ১৩°	২৬° / ১৩°	২৬° / ১৩°	২৩° / ১২°
সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন

'স্মার্ট' রাজনীতির ব্লু-প্রিন্ট অভিষেকের

» ৫

১১ পৌষ ১৪৩২ শনিবার ৫.০০ টাকা 27 December 2025 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 218

সাদা চোখে সাদা কথায়

নেতাদের মুখে ঐক্য, বিভেদ দীর্ণ ২০২৫ সাল

গৌতম সরকার

কীসের ঐক্য! কোথায় ঐক্য! আদৌ ঐক্য আছে কোথাও! প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রিয় বুলি, 'এক হ্যায় তো সেফ হ্যায়' কি নিছক কথার কথা! এক হচ্ছি কোথায় আমরা! বরং চারদিকে বিভাজনের ডঙ্কা বাজে। এই ডিসেম্বরেই কত ঘটনা। অসমের নলবাড়িতে একটি স্কুলে তাণ্ডব। কেন? বড়দিনের জন্য সাজিয়ে তোলা হয়েছিল স্কুলটিকে। ভারতে তা বরদাস্ত করা যাবে না ফতোয়া দিয়ে হামলা হল।

একটি ভাইরাল ভিডিও'য় দেখা যাচ্ছে, পথের ধারে যিশুর পুতুল বিক্রি করার জন্য ওড়িশায় ধমকানো হচ্ছে একদল গরিবকে। বিক্রেতারা সবাই হিন্দু। তাতে কী! যতই হিন্দু হও, জীবিকার তাগিদে যে যিশুর পুতুল বেচে দু'পয়সা রোজগার করার জো নেই। কীসের ঐক্য তাহলে মোদিজি? বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস বলে থাকেন, 'একতাই আমাদের শক্তি। ঐক্যের মাঝে এই সরকারের জন্ম হয়েছে।'

ও মশাই, আপনার দেশে যে অরাজকতা চলছে, তার মূলে যে বিভাজনই। এই ডিসেম্বরে ছায়ানট ভেঙে ফেলল একদল দুর্বৃত্ত। বাঙালি সংস্কৃতির গর্বের প্রতিষ্ঠান। দেশে-বিদেশে যার নাম। আপনার পুলিশ, সেনা উধাও। রবীন্দ্রনাথের ছবি ছেঁড়া হল। মেলবন্ধনের সংস্কৃতির কান্ডারি, বাংলাদেশেরই গর্বের প্রতীক সনজিদা খাতুনের ছবি রেহাই পেল না। তারপর কোন ঐক্যের কথা বলেন ইউনূস সাহেব!

হারমোনিয়াম আছড়ে ভাঙার ছবিটা আমাদের কাঁদায়। ছবিটা যে শুধু হারমোনিয়াম ভাঙার নয়, রবীন্দ্রনাথের 'শক-হুন-দল পাঠান মোগল/ এক দেহে হল লীন'-এর

এরপর বারোর পাতায়

'বোকাবাক্স'-তে বন্দি। বালুরঘাট ব্লকের বানিয়াকুড়িতে। শুক্রবার অভিজিৎ সরকারের তোলা ছবি।

হোটেলে ঠাঁই নেই বাংলাদেশিদের

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২৬ ডিসেম্বর : শিলিগুড়ির পর কোচবিহার। ভারতবিরোধী কার্যকলাপের জেরে বাংলাদেশিদের জন্য কোচবিহারের সমস্ত হোটেলের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হল। এখন থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বাংলাদেশিদের আর হোটেলভাড়া দেবেন না এখানকার ব্যবসায়ীরা। কোচবিহার হোটেল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সংগঠনের সভাপতি ভূষণ সিং বলেছেন, 'শিলিগুড়ি, মালদা আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে তারা হোটেলে বাংলাদেশিদের থাকতে দেবে না। আমরাও সেই একই সিদ্ধান্ত নিলাম। বাংলাদেশে যেভাবে ভারতবিরোধী কার্যকলাপ হচ্ছে তার প্রতিবাদে আমরা হোটেল মালিকরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

বছরখানেক ধরে বাংলাদেশে চূড়ান্ত অরাজকতা চলছে। উসকানিমূলক কার্যকলাপে লিপ্ত হচ্ছে সে দেশের রাজনৈতিক নেতা থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষদের একটি অংশ। সেই ঘটনাগুলি থেকে বারবার ভারতবিরোধী আচরণ করা হচ্ছে। তার আঁচ যাতে ভারতে না আসে সেজন্য সীমান্ত এলাকায় সতর্কতা জারি করা হয়েছে। কোচবিহার জেলা পুলিশের তরফে সীমান্ত এলাকায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। পাশাপাশি বিএসএফও সক্রিয় রয়েছে। প্রায় প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও অনুপ্রবেশকারী ধরা পড়ছে। তবে অশান্তি এড়াতে ভারতের তরফেও বাংলাদেশিদের ভিসা নিয়ে কড়াকড়ি শুরু হয়েছে। এবার বাংলাদেশের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে নেমেছেন উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার হোটেল ব্যবসায়ীরা। কোচবিহারের চ্যাংরাবান্ধা আন্তর্জাতিক সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশিদের যাতায়াতের ব্যবস্থা রয়েছে। ব্যবসা, চিকিৎসা, পর্যটন সহ নানা কাজে প্রতিদিনই বাংলাদেশ থেকে বহু মানুষ ভারতে আসেন। কোচবিহার হোটেল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন সূত্রে খবর, জেলায় তাদের সংগঠনে প্রায় ৭০টি হোটেল রয়েছে। বাংলাদেশিদের হোটেল ভাড়া না দিলে কিছুটা আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কা থাকলেও দেশের স্বার্থে তারা আপস করতে নারাজ। সংগঠনের সহ সভাপতি রাজু ঘোষের কথায়, 'স্বাভাবিক সময়ে মাসে অন্তত ১০০ জন বাংলাদেশি কোচবিহারের বিভিন্ন হোটেলে আসেন।

এরপর বারোর পাতায়

গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি

বড় বিড়ম্বনা বিডিও'র

রিমি শীল ও সুভাষচন্দ্র বসু

কলকাতা ও বেলাকোবা, ২৬ ডিসেম্বর : আরও বিপাকে রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মন। হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে তিনি ৭২ ঘণ্টার মধ্যে আত্মসমর্পণ করেননি। সেই মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পর শুক্রবার পুলিশ তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির আবেদন জানায় আদালতে। বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের গোয়েন্দা বিভাগের সেই আর্জি বিধাননগরের এসিজেএম আদালত প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জুর করেছে।

এতে জলপাইগুড়ির জেলার রাজগঞ্জের ওই বিডিওকে গ্রেপ্তারিতে আর বাধা নেই বটে। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে, তিনি কোথায়? হাইকোর্ট আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিয়েছে শুনে সেই যে তিনি অফিস ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, তারপর আর ফেরেননি। উত্তরবঙ্গে নামে-বেনামে তাঁর অনেক আস্তানা থাকলেও সেসব জায়গায় তিনি আছেন বলে খবর পাওয়া যায়নি।

তবে শুক্রবার বিধাননগর আদালত গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করার পর পুলিশ তাঁকে খুঁজতে তৎপর হয়ে উঠেছে। যে কোনও মুহূর্তে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হতে পারে বলে জল্পনা চলছে। বিধাননগর আদালতের সরকারি আইনজীবী বিভাস চট্টোপাধ্যায় বলেন, '৯ জানুয়ারির মধ্যে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা কার্যকর করতে বলা হয়েছে।' অভিযুক্ত প্রশান্ত অবশ্য গত বুধবার হাইকোর্টের নির্দেশ চ্যালেঞ্জ করে আত্মসমর্পণ থেকে রেহাই দেওয়ার আবেদন জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে স্পেশাল লিভ পিটিশন দাখিল করেছেন।

সেই আবেদনের শুনানি এখনও হয়নি সুপ্রিম কোর্টে। ফলে তাঁকে গ্রেপ্তারে আইনগত কোনও বাধা নেই এই মুহূর্তে। পুলিশ তাঁকে হেপাজতে নিতে চায়। শুক্রবার বিধাননগরের এসিজেএম আদালতে সরকারি আইনজীবী বলেন, 'আমরা তদন্তের মাঝামাঝি পর্যায়ে রয়েছি। এই সময়ে হেপাজতে নিয়ে তাঁকে জেরা করার প্রয়োজন আছে পুলিশের।'

এরপর বারোর পাতায়

উধাও প্রশান্ত

- হাইকোর্টের নির্দেশে আত্মসমর্পণের সময় পেরিয়ে গিয়েছে
- পুলিশের দাবি মেনে শুক্রবার বিডিও'র বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি আদালতের
- বিপদ বুঝে কার্যত উধাও প্রশান্ত বর্মন
- তাঁর একাধিক ঠিকানায় তাঁকে দেখা যাচ্ছে না বলে সূত্রের দাবি
- প্রশান্তকে গ্রেপ্তার করতে মরিয়া বিধাননগর পুলিশ

শুনানিতে ডাক সাবেক ছিটের বিবাহিত তরুণীদের

দিনহাটা, ২৬ ডিসেম্বর : কমিশনের আশ্বাস সত্ত্বেও শুনানির নোটিশ পেলেন সাবেক ছিটমহলের বাসিন্দারা। বিষয়টি নিয়ে জানতে শুক্রবার দুপুর একটা নাগাদ দিনহাটা-২ ব্লকের সাবেক ছিটমহল পোয়াতুরকুঠি, মধ্য মশালডাঙ্গা ও দক্ষিণ মশালডাঙ্গার বাসিন্দারা দিনহাটা মহকুমা প্রশাসনের দ্বারস্থ হন। তবে, প্রশাসনের কর্তারা সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিলেও এতটুকু স্বস্তিতে নেই সাবেক ছিটের বাসিন্দারা।

২৮ ডিসেম্বর শুরু হতে চলা শুনানির জন্য ডাক পেয়েছেন সাবেক ছিটমহলের পরিবারগুলির বিবাহ সূত্রে অন্যত্র থাকা মেয়েরা। তাঁদের মধ্যে অধিকাংশেরই বিয়ে হয়েছে ২০১৫ সালে ছিটমহল বিনিময়ের আগে। তার ফলে যখন শুনানিতে তথ্য যাচাইয়ের জন্য তাঁদের কাছে ২০০২ সালের পরিবারের সদস্যদের ভোটার তালিকায় থাকার প্রমাণ চাওয়া হচ্ছে, তখন সাবেক ছিটের বিয়ে হওয়া মেয়েদের পক্ষে তা দেওয়া কোনওভাবেই সম্ভব হচ্ছে না। আর তার জেরেই চিন্তায় পড়েছেন তাঁদের পরিবারের সদস্যরা।

দিনহাটার মহকুমা শাসক ভারত সিংয়ের কথায়, 'দিনহাটার বেশ কয়েকটি সাবেক ছিটের বাসিন্দারা এদিন দেখা করতে এসেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে কথা হয়েছে। তাঁদের সমস্যা ইতিমধ্যে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। সেখান থেকে উত্তর এলেই পরবর্তী পদক্ষেপের বিষয়টি জানানো যাবে।'

এদিন দিনহাটা মহকুমা শাসকের অফিসে এসেছিলেন পোয়াতুরকুঠির জাকির হোসেন।

এরপর বারোর পাতায়

এলআইসি'র মোবাইল ভ্যান কর্মসূচি

নিউজ ব্যুরো

২৬ ডিসেম্বর : গুয়াহাটিতে এলআইসি-র পক্ষ থেকে ২৬ ডিসেম্বর বিমা সচেতনতা মোবাইল ভ্যান কর্মসূচি পালন করা হয়। এই কর্মসূচির আয়োজন করেছিলেন সেলসের ম্যানেজার মুকুট মালি। কর্মসূচির উদ্বোধন করেন কলকাতার রিজিওনাল ম্যানেজার সৌমিত্রকুমার দে এবং গুয়াহাটির সিনিয়ার ডিভিশনাল ম্যানেজার একে ভুয়ান। 'সবকা বিমা, সবকি রক্ষা, ২০২৫' ভারতের বিমার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। এটি সমগ্র ভারতে পলিসি হোল্ডারদের সুরক্ষাকে আরও জোরদার করে। এই সংস্কার '২০৪৭ সালের মধ্যে সকলের জন্য বিমা'-র দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

স্টোর্স ই-প্রকিওরমেন্ট

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ এস/৩৩/২০২৫-২৬; তারিখঃ ২৩-১২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ-

ক্র.নং. ১। টেন্ডার নং. ৪০/২৫/৫৫০৯/ওটি/২০২৫-২৬, বন্ধ/খোলার তারিখঃ ১৫-০১-২০২৬

সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণঃ আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং. টিআই/এসপিসি/ওএইচই/এমআরআই/০১৪২ বা সর্বশেষ সংস্করণ অনুযায়ী, এআই (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা) ভিত্তিক পরিমাপ ও রেকর্ডিং যন্ত্র (এমআরআই)-এর সরবরাহ স্থাপন, পরীক্ষা এবং কমিশনিং, যার মধ্যে পরিষেবা ও অনুসারে মৌলিক নূন্যতম শর্তাবলী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আরডিএসও-এর সমস্ত শর্ত ও স্পেসিফিকেশন কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। ব্র্যান্ড/নির্মাতা: ক্রিস্টাল বা অনুরূপ। ওয়ারেন্টি সময়ঃ সরবরাহের তারিখ থেকে ৩০ মাস পর্যন্ত। [ওয়ারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস] [পরিদর্শন এজেন্সিঃ টিপিআই, স্টেজ আইএনএসপিঃ না, স্টেজ ঃ ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং] আইটেমের প্রকারঃ পণ্য (সরবরাহ)। (i) পরিমাণ- এসএসই/আইসি/টিআরডি/কাটিহার, এনএফআর (বিহার)-এর জন্য ৩টি। (ii) পরিমাণ- এসএসই/ট্র্যাকশন ডিস্ট্রিবিউশন, নিউ জলপাইগুড়ি, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ)-এর জন্য ৩টি। (iii) পরিমাণ- এসএসই/ট্র্যাকশন ডিস্ট্রিবিউশন/ওভারহেড ইকুইপমেন্ট/নিউ আলিপুরদুয়ার, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ)-এর জন্য ২টি। (iv) পরিমাণ- এসএসই/আইসি/টিআরডি/নিউ বঙ্গাইগাঁও, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ৩টি। (v) পরিমাণ- জেই/টিআরডি/এইচকিউ/লামডিং, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ৬টি। (vi) পরিমাণ- এসএসই/টিআরডি/ডিব্রুগড়, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ৫টি। (vii) পরিমাণ- এসএসই/আইসি/টিআরডি/রঙিয়া, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ৩টি। (viii) পরিমাণ- এসএসই/টিআরডি/আইসি/নিউ কোচবিহার, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ)-এর জন্য ৩টি। পি. এল. নং. - ২০০০২৬৭১০০১০।

ক্র.নং. ২। টেন্ডার নং. ৩০/২৫/১০৯৫বি/ওটি/১৯৫/২০২৫-২৬, বন্ধ/খোলার তারিখঃ ১২-০১-২০২৬

সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণঃ জৈব উপাদান দিয়ে তৈরি ব্রেক প্যাডের অর্ধেক অংশ, যার ক্ষেত্রফল 200cm^2। ম্যাটেরিয়াল স্পেসিফিকেশনঃ আরডিএসও/২০১৩/সিজি-০১ আরইভি. -১ আরডিএসও/২০১৩/সিজি-০১ আরইভি. -১)। [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ২৪ মাস] [পরিদর্শন এজেন্সিঃ টিপিআই, স্টেজ আইএনএসপিঃ না, স্টেজঃ ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং আইটেমঃ ৩১০০৩৩৭, নন-অ্যাসবেস্টস ভিত্তিক জৈব ব্রেক প্যাড, সাব আইটেমঃ ভারতীয় রেলওয়ের ডিস্ক ব্রেক সিস্টেমে সজ্জিত এলএইচবি কোচের জন্য নন-অ্যাসবেস্টস ভিত্তিক অর্গানিক ব্রেক প্যাড।] আইটেমের প্রকারঃ পণ্য (সরবরাহ)। (i) পরিমাণঃ ডিব্রুগড় টাউন ওয়ার্কশপ ডিপো, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ১৪০০৯ জোড়া। (ii) পরিমাণ- পাণ্ডু জিএসডি, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ১৯২০৬ জোড়া। (iii) পরিমাণ - কাটিহার জিএসডি, এনএফআর (বিহার)-এর জন্য ৩৩৫২ জোড়া। (iv) পরিমাণ - নিউ জলপাইগুড়ি জিএসডি, এনএফআর (পশ্চিম বংগ)-এর জন্য ১৩৩৮ জোড়া। (v) পরিমাণ- নিউ বঙ্গাইগাঁও ওয়ার্কশপ ডিপো, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ৬৩৪৭ জোড়া। পি. এল. নং.- ৩৩৫১০৩৫০।

ক্র.নং. ৩। টেন্ডার নং. ৪০/২৫/০৩৮২ই/ওটি/১৯৬/২০২৫-২৬, বন্ধ/খোলার তারিখঃ ২০-০১-২০২৬

সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণঃ সিল্ড মেনটেনেন্স ফ্রি ১১০০ এএইচ ভিআরএলএ টাইপ ব্যাটারি, যার ইন্টার সেল এবং এন্ড সেল কানেক্টর আরডিএসও-এর স্পেসিফিকেশন নং: আরডিএসও/পিই/স্পেক/এসি/০০০৯-২০১৪ (আরইভি-২) অনুযায়ী নির্মিত। [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস[[পরিদর্শন এজেন্সি ঃ টিপিআই, স্টেজ আইএনএসপি ঃ না, স্টেজ ঃ ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং আইটেমঃ ২৩০০১৯৭, ১১০০ এএইচ ভিআরএলএ ব্যাটারি] আইটেমের প্রকার ঃ পণ্য (সরবরাহ)। (i) পরিমাণ- নিউ বঙ্গাইগাঁও ওয়ার্কশপ ডিপো, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ১০ সেট। (ii) পরিমাণঃ ডিব্রুগড় টাউন ওয়ার্কশপ ডিপো, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ১০ সেট। পি. এল. নং.- ৪৫১৭০৩৯৩।

দ্রষ্টব্যঃ-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, টেন্ডারদাতারা (www.ireps.gov.in) ওয়েবসাইটে লগইন করতে পারেন, সম্ভাব্য বিডার যারা উপরের টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী তারা যদি ইতিমধ্যে **আইআরইপিএস**-এ রেজিস্টার করে থাকেন তাহলে তাদের উপরের ওয়েবসাইটে লগইন করতে হবে এবং তাদের প্রস্তাব বৈদ্যুতিকভাবে জমা করতে হবে। যদি তারা **আইআরইপিএস**-এ রেজিস্টার না করে থাকেন তাহলে, তাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে তারা যেন ভারত সরকারের আইটি আইন ২০০০-এর অধীনে সার্টিফাইং এজেন্সিগুলির কাছ থেকে ক্লাশ-III ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রমাণপত্র সংগ্রহ করেন এবং উপরের টেন্ডারে অংশগ্রহণ করেন।

পিসিএমএম/মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

তুলসীহাটা শাখা
জেলা মালদা
পশ্চিমবঙ্গ

ইন্ডিয়ন বেঁক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD
(Erstwhile Allahabad Bank)

আইএফএসসি কোড : আইডিআইবি00S693
ই-মেল : S693@indianbank.co.in

পরিশিষ্ট- IV-এ [রুল ৮ (৬) এর অনুবিধি দেখুন]

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৮(৬) এর অনুবিধি সহ পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনানশিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ এর অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় নোটিশ।

সাধারণভাবে জনসাধারণ এবং নির্দিষ্টভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদাতা (গণ) কে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি বন্ধকী ঋণদাতাকে বন্ধক দেওয়া / চার্জ দেওয়া সম্পত্তির গঠনমূলক (প্রতীকী) দখল ইন্ডিয়ান ব্যাংকের (পূর্বে এলাহাবাদ ব্যাংক নামে পরিচিত), তুলসীহাটা শাখা, জেলা : মালদার অনুমোদিত আধিকারিক বন্ধকী ঋণদাতা নিয়েছেন ১৫.০১.২০২৬ তারিখে "যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা কিছু আছে", "যেখানে যাই থাকুক" ভিত্তিতে টাকা: ৬,০৮,৫৬,৯২২/- (টাকা ছয় কোটি আট লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার নয়শত বাইশ মাত্র) পুনরুদ্ধারের জন্য যা বন্ধকী ঋণদাতা ইন্ডিয়ান ব্যাংকে (পূর্বে এলাহাবাদ ব্যাংক নামে পরিচিত), তুলসীহাটা শাখার কাছে -

১. মেসার্স বাকে বিহারি অ্যাগ্রোটেক প্রোজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড (ঋণগ্রহীতা),
ডিরেক্টর :- সঙ্গীতা আগরওয়াল, কিরণ দেবী আগরওয়াল, এবং শীতল মোদি,
নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা :- গ্রাম- মাশহালদা বাজার, পোস্ট- করিয়ালি, থানা- হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা- মালদা, পিন - ৭৩২১২৫,
নির্মাণ ভূমির ঠিকানা :- গ্রাম - কান্তরিয়া, পোস্ট - তুলসীহাটা, থানা - হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা- মালদা, পিন -৭৩২১৪০
২. সঙ্গীতা আগরওয়াল সুশীল কুমার আগরওয়াল (ডিরেক্টর, বন্ধকদাতা এবং জামিনদাতা)-এর স্ত্রী, ১০৭, মানিকতলা মেইন রোড, কলকাতা (প:ব:), পিন- ৭০০০৫৪, মোবাইল - ৭২৭৮২৭৬৬২৭
৩. শীতল মোদি অজয় মোদির স্ত্রী (ডিরেক্টর, বন্ধকদাতা এবং জামিনদাতা), গ্রাম- মাশহালদা বাজার, পোস্ট : করিয়ালি, থানা- হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা- মালদা (প:ব:), পিন- ৭৩২১২৫, মোবাইল -৯৭৩৩২৩৮৭২৮
৪. কিরণ দেবী আগরওয়াল লীলাধর আগরওয়ালের স্ত্রী (ডিরেক্টর, বন্ধকদাতা এবং জামিনদাতা), গ্রাম-মাশহালদা বাজার, পোস্ট : করিয়ালি, থানা- হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা - মালদা (প:ব:), পিন-৭৩২১২৫, মোবাইল- ৯৭৩৩৪৮২৩১৯
৫. শ্যাম সুন্দর আগরওয়াল লীলাধর আগরওয়াল-এর পুত্র (জামিনদাতা), গ্রাম- মাশহালদা বাজার, পোস্ট : করিয়ালি, থানা- হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা- মালদা (প:ব:), পিন- ৭৩২১২৫
৬. রবি প্রকাশ আগরওয়াল লীলাধর আগরওয়ালের পুত্র (জামিনদাতা), গ্রাম মাশহালদা বাজার, পোস্ট : করিয়ালি, থানা- হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা- মালদা (প: ব:), পিন - ৭৩২১২৫
৭. লীলাধর আগরওয়াল রামস্বরূপ আগরওয়ালের পুত্র (জামিনদাতা), গ্রাম- মাশহালদা বাজার, পোস্ট : করিয়ালি, থানা- হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা- মালদা (প:ব:), পিন- ৭৩২১২৫
৮. বিজয় কুমার মোদি বৈজনাথ মোদির পুত্র (জামিনদাতা), গ্রাম মাশহালদা বাজার, পোস্ট : করিয়ালি, থানা- হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা-মালদা(প:ব:), পিন - ৭৩২১২৫, মোবাইল :- ৯১২৬৫৫৬৩০৫।
৯. অজয় মোদি বৈজনাথ মোদির পুত্র (জামিনদাতা), গ্রাম : মাশহালদা বাজার, পোস্ট : করিয়ালি, থানা- হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা মালদা (প:ব:), পিন - ৭৩২১২৫, মোবাইল :- ৮৯৪৫০৩৭২৫১
১০. বৈজনাথ মোদি বিশ্বনাথ মোদির পুত্র (জামিনদাতা), গ্রাম : মাশহালদা বাজার, পোস্ট : করিয়ালি, থানা- হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা- মালদা (প:ব:), পিন- ৭৩২১২৫
১১. সুশীল কুমার আগরওয়াল মদন আগরওয়ালের পুত্র (জামিনদাতা), ১০৭, মানিকতলা মেইন রোড, কলকাতা (প:ব:), পিন - ৭০০০৫৪, মোবাইল - ৭৯৮০৫৭৬৯৮৩
১২. অমিত কুমার আগরওয়াল কৌশল কিশোর আগরওয়াল-এর পুত্র (বন্ধকদাতা), মেইফেয়ার গার্ডেন ব্লক- পাম ভিউ, ফ্ল্যাট নং-১ বি, দ্বিতীয় তলা, শিবমন্দির রোড, পাঞ্জাবিপাড়া, শিলিগুড়ি, থানা-ভক্তিনগর, জেলা- জলপাইগুড়ি (প: ব:), পিন- ৭৩৪০০১
১৩. মীরা দেবী আগরওয়াল কৌশল কিশোর আগরওয়াল এর স্ত্রী (বন্ধকদাতা), মেইফেয়ার গার্ডেন ব্লক- পাম ভিউ, ফ্ল্যাট নং-১ বি, দ্বিতীয় তলা, শিবমন্দির রোড, পাঞ্জাবিপাড়া, শিলিগুড়ি, থানা- ভক্তিনগর, জেলা-জলপাইগুড়ি (প:ব:), পিন - ৭৩৪০০১
২২.১২.২০২৫ তারিখের হিসেবে বকেয়া রয়েছে। ই-অকশন পদ্ধতিতে বিক্রয়ের জন্য আনীত সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে তালিকাভুক্ত করা হল :

সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ	১১১ ডেসিমেল পরিমাপের জমির সমস্ত অবিভাজ্য অংশ দ্রষ্টব্য দলিল নং:I-৭৮৪৮, I-৭৮৪৯, এবং I-৭৮৫০ -০৬.১২.২০১২ তারিখের হিসেবে মেসার্স বাকে বিহারি অ্যাগ্রোটেক প্রোজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড ডিরেক্টর কিরণ দেবী আগরওয়াল, সঙ্গীতা আগরওয়াল এবং শীতল মোদির প্রতিনিধিত্বে নিবন্ধিত, এবং ২৭ ডেসিমেল পরিমাপের জমির দ্রষ্টব্য দলিল নং: I-৭৮৫১-০৬.১২.২০১২ তারিখের হিসেবে কিরণ দেবী আগরওয়াল, সঙ্গীতা আগরওয়াল এবং শীতল মোদির প্রতিনিধিত্বে (দ্রষ্টব্য :- মোট জমির পরিমাণ ১৩৮ ডেসিমেল, শ্রেণী:- রাইস মিলের অন্তর্গত) সঙ্গে ভবন/ আকার, প্ল্যান্ট, এবং মেশিনারি যেগুলি রাইস মিলে প্রতিস্থাপিত/ অনুবিদ্ধ করা হয়েছে সমস্তটাই মৌজা-কান্তরিয়া, জে.এল নং-১৪, থানা- হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা-মালদা (প:ব:) আসল এল.আর খতিয়ান নম্বর-১২৭৩, ১২৭০, ১২৭১ এবং ১২৭২-এর অন্তর্ভুক্ত, এল.আর প্লট নং - ৬৯৪/১১৫৭। সম্পত্তির সীমানা : ১১১ ডেসিমেল পরিমাপের জমির দলিল নং-I-৭৮৪৮, I-৭৮৪৯ এবং I-৭৮৫০ অনুসারে সীমাবদ্ধ : উত্তর- দেবেন বসাকের জমি, দক্ষিণ- তারু বসাকের জমি এবং কিরণ দেবী আগরওয়াল এবং অন্যদের জমি, পূর্ব- পিডব্লিউডি-এর রাস্তা, পশ্চিম- বিজয় বসাকের জমি। ২৭ ডেসিমেল পরিমাপের জমির দলিল নং I-৭৮৫১ অনুসারে সীমাবদ্ধ : উত্তর-বাকে বিহারি অ্যাগ্রোটেক প্রোজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড, দক্ষিণ- চারু চন্দ্র বসাক (তারু বসাক), পূর্ব- পিডব্লিউডি রোড, পশ্চিম- বাকে বিহারি অ্যাগ্রোটেক প্রোজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড। প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি : নির্মাণ ভূমিতে উপলব্ধ।
সম্পত্তির প্রতি দায়বদ্ধতা	জানা নেই
সংরক্ষিত অর্থমূল্য	টা: ৩,৭২,০০,০০০/- (টা: তিন কোটি বাহাত্তর লক্ষ মাত্র) (জমি এবং ভবন : টা: ৩,৪৬,০০,০০০/- এবং প্ল্যান্ট এবং মেশিনারির ব্যবহারের শেষে বিক্রিত মূল্য- টা: ২৬,০০,০০০/-)
ইএমডি অর্থমূল্য	টা: ৩৭,২০,০০০/- (টা: সাঁইত্রিশ লক্ষ কুড়ি হাজার মাত্র)
দর বৃদ্ধির পরিমাণ	টা: ৩,০০,০০০/- (টা: তিন লক্ষ মাত্র)
ই-অকশনের তারিখ এবং সময়	১৫.০১.২০২৬ তারিখ, সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকেল ০৫:০০ টা।
সম্পত্তির আইডি নং	আইডিআইবি ৫০১৮৭৪২৪২৪২

দরদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, অনলাইনে দর দেওয়ার জন্য ওয়েবসাইট (https://baanknet.com)-এ পরিদর্শন করুন অথবা আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী PSB Alliance Pvt. Ltd. -এ অংশগ্রহণ করুন। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন : ৮২৯১২২০২২০ এতে। রেজিস্ট্রেশন স্থিতি এবং ইএমডি স্থিতির জন্য অনুগ্রহ করে ইমেল করুন support.ebkray@psb alliance.com এ। সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলির জন্য অনুগ্রহ করে পরিদর্শন করুন :- https://www.baanknet.com-এ এবং পোর্টাল সংক্রান্ত স্পষ্টতার জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন PSB Alliance Pvt Ltd এ এবং ফোন করুন- ৮২৯১২২০২২০ তে। দরদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, https://www.baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি খুঁজে পাওয়ার জন্য উপরে উল্লেখিত সম্পত্তি আইডি নংটি ব্যবহার করুন।

তারিখ : ২২.১২.২০২৫, স্থান : তুলসীহাটা

অনুমোদিত আধিকারিক

ব্যাংক ওয়েবসাইট www.indianbank.in	ই-অকশন ওয়েবসাইট	সম্পত্তির অবস্থান	সম্পত্তির ছবি	সম্পত্তির ভিডিও

যোগাযোগের ব্যক্তি ঃ ১. শ্রী পঙ্কজ কুমার- অনুমোদিত আধিকারিক মোবাইল নং- ৮৫২৭৭১৭৭৯৯
২. শ্রী মুন্না রজক - ব্রাঞ্চ ম্যানেজার মোবাইল নং- ৭৭৫৫৮২২২৪৯

রঙ্গিয়া মণ্ডলে বৈদ্যুতিক কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. আরএনওয়াই/ইএল-টিএল-১৮-২০২৫-২৬ তারিখ ২৩-১২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: **কাজের নামঃ** অরুণাচল প্রদেশে নাহারলাগুনের ১২ টি বিভাগীয় প্রতিষ্ঠানে ... বৈদ্যুতিক কাজ। **টেন্ডার রাশি** ৩০,৩১,৯২২.৩০/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ১,২০,৭০০/- টাকা। **টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ১৯-০১-২০২৬ তারিখে ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/রঙ্গিয়া

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

ভবন নির্মাণ, মাটি কাটার অবশিষ্ট কাজ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ঃ সিওএন/২০২৫/ডিইসি/০৯; তারিখ ঃ ১৯-১২-২০২৫। নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং. ঃ সিই/সিওএন/কেকে /এমআইএস/২০২৫/০৮; **কাজের নাম ঃ** উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের (নির্মাণ) কাটিহার-কুমেদপুর ডাবলিং প্রকল্পের সাথে সম্পর্কিত কুরেথা-কুমেদপুর অংশের মাঝে ভবন নির্মাণ, নতুন প্ল্যাটফর্মের জন্য মাটি ভরাটের কাজ, প্ল্যাটফর্ম নং ১ উঁচু করার কাজ এবং ইয়ার্ড তৈরির কাজ, বি-ক্লাস স্টেশন লাভা-তে আচ্ছাদন এবং সুরক্ষা কার্যক্রম -এর বাকি কাজ, সাহজা হাল্ট, প্রাণপুর রোড এবং দিল্লি দেওয়ানগঞ্জে ডি-ক্লাস স্টেশন বিল্ডিং, দিল্লি দেওয়ানগঞ্জে বিদ্যমান প্ল্যাটফর্ম নং ১ উঁচু করা এবং নতুন এইচএল প্ল্যাটফর্ম নির্মাণ সাহজা হাল্টে ০২টি, প্রাণপুর রোডে ০২টি, দিল্লি দেওয়ানগঞ্জে ০১টি, লাভা -তে পিপি শেড, সাহজা হাল্ট, প্রাণপুর রোড, লাভা ও দিল্লি দেওয়ানগঞ্জ স্টেশনে ৩ মিটার চওড়া এফওবি, সাহজা হাল্ট, প্রাণপুর রোড, লাভা ও দিল্লি দেওয়ানগঞ্জে অ্যাপ্রোচ রোড সহ সঞ্চালন এলাকা -এর বাকি কাজ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। **আনুমানিক মূল্যঃ** ৮৩,৮১,৮২,৭১০.৫০/- টাকা; **টেন্ডার বন্ধের** তারিখ ও সময় ২১-০১-২০২৬ তারিখে ১৪:৩০ টায় এবং **টেন্ডার খোলা** ২১-০১-২০২৬ তারিখে ১৫:৩০ টায়। ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য এবং টেন্ডার নথি www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

চিফ ইঞ্জিনিয়ার/সিওএন/কেআইআর ডিএল প্রজেক্ট/মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

নির্মাণ সংস্থা

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

কোচবিহারের অসীমের স্বীকৃতি

বিএসএফ কর্মীকে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ২৬ ডিসেম্বর : ঘরের ছেলের হাতে উঠবে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার। তিনি বিএসএফ কর্মী অসীম দাস। বাড়ি কোচবিহারে। দীর্ঘ বছর ধরে বিএসএফ-এ সুনামের সঙ্গে কাজ করায় এই পুরস্কার পাচ্ছেন কোচবিহার শহরের আশ্রম রোডের এই বাসিন্দা। ৩০ ডিসেম্বর কলকাতার নিউটাউনে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর হাতে এই পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে। নিউ কোচবিহারের রূপনগর ক্যাম্পে তাঁর পোস্টিং রয়েছে। ২০২৭ সালের ৩১ জানুয়ারি চাকরিজীবন থেকে অবসর নেবেন তিনি। এর আগে ৪০টি পুরস্কার পেয়েছেন। তবে এই পুরস্কার তাঁর কাছে নয়া পালক। পুরস্কারের জন্য চিঠি আসায় আপ্লুত তিনি।

শুক্রবার কলকাতা থেকেই অসীম জানালেন, ১৯৮৭ সালের ১ এপ্রিল তিনি বিএসএফ-এ যোগ দেন। প্রথম পোস্টিং হয়েছিল শিলিগুড়ির কদমতলায়। এরপর এক এক করে মালদা, কলকাতা, দু'বার কাশ্মীর, জম্মু, রানিনগর, গুজরাটের ভুজ, শিলিগুড়ি, পঞ্জাব, অসমের পানবাড়ি সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে একাধিকবার ঘুরে জুন মাসে পঞ্জাব থেকে নিউ কোচবিহারের রূপনগর ক্যাম্পে বদলি হয়ে আসেন। অসীম বলেন, 'চাকরিরত অবস্থায় প্রায় ৪০টি পুরস্কার পেয়েছি। এর মধ্যে ডিজি কমেন্ডেশন রোল, অতি উৎকৃষ্ট সেবা মেডেল সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার ও মেডেল রয়েছে। এই অবস্থায় ২০২৪ সালের ১৫ অগাস্ট স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে প্রেসিডেন্ট পুলিশ মেডেল ফর মেরিটোরিয়াস সার্ভিসের জন্য আমাকে সিলেক্ট করা হয়। এই বিষয়ে আমার কাছে রাষ্ট্রপতি পুরস্কারের চিঠি এসেছে। ৩০ ডিসেম্বর কলকাতায় আমার হাতে এই পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে। আমি বিএসএফ ইস্টার্ন জোন থেকে এই পুরস্কার পাচ্ছি। অনুষ্ঠান কলকাতায় সেখানে রাজ্যপাল, ডিজি সহ বিভিন্ন আধিকারিকরা উপস্থিত থাকবেন।'

"আমার কাছে রাষ্ট্রপতি পুরস্কারের চিঠি এসেছে। ৩০ ডিসেম্বর কলকাতায় আমাকে পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে। সেখানে রাজ্যপাল, ডিজি উপস্থিত থাকবেন।"

অসীম দাস *বিএসএফ কর্মী*

২৫ বছর চাকরির পরেও খাতায় যাঁদের কোনও দাগ থাকে না, মূলত তাঁদের থেকেই কাউকে এই পুরস্কারের জন্য বেছে নেওয়া হয়। ২০২৭ সালের ৩১ জানুয়ারি তিনি অবসর নেবেন।

পে অ্যান্ড ইয়ুজ টয়লেটের চুক্তি প্রদানের জন্য ই-নিলাম

কাটিহার ডিভিশনের অধীনে পে অ্যান্ড ইয়ুজ টয়লেটের চুক্তি প্রদানের জন্য ই-নিলাম। বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ। **নিলাম ক্যাটালগ নংঃ** পে-এন-ইয়ুজ-টি২৬, **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (প্রতিটি লট)ঃ** ১২-০১-২০২৬ তারিখের ১০.০০ ঘন্টা, **নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ১২-০১-২০২৬ তারিখের ১০.৪০ ঘন্টা, **রেট ইউনিটঃ** বার্ষিক লাইসেন্স মাসুল,ট্রিপ/দিনঃ ১০৯৬।

এসইকিউ নং.	লট নং./ক্যাটাগরি	বিবরণ
এএ/১	পিএনইউ-কেআইআর-কেআইআর-টিওআই-২১২-২৫-১ (পে অ্যান্ড ইয়ুজ-টয়লেট)	কাটিহার রেলওয়ে স্টেশনে কেবলমাত্র তিন বছর সময়ের জন্য পে অ্যান্ড ইয়ুজ টয়লেটের চুক্তি প্রদান।
এএ/২	পিএনইউ-কেআইআর-বিওই-টিওআই-২১১-২৫-১ (পে অ্যান্ড ইয়ুজ-টয়লেট)	বারসৈ জংশনের কিষাণগঞ্জ প্রান্তে কেবলমাত্র তিন বছর সময়ের জন্য প্ল্যাটফর্ম নং. ২-এ পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেটের চুক্তি প্রদান।

এই প্রেস বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যে ২৩-১২-২০২৫ তারিখে ই-নিলাম পোর্টাল www.ireps.gov.in-এর মাধ্যমে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

পার্সেল স্থানের জন্যে ই-নিলাম লিজিং

লামডিং মণ্ডল থেকে যাত্রা আরম্ভ করা রেলসমূহে ০৩ বৎসরের সময়সীমার জন্যে এসএলআর লিজিং ঠিকার জন্যে ই-নিলাম। **বিবরণঃ** এসএলআর কোচে পার্সেল স্থান (সিঙ্গল কম্পার্টমেন্ট), **শ্রেণীঃ** পার্সেল এসএলআর, **রেট ইউনিটঃ** প্রতি ট্রিপে লাইসেন্স প্রদানের শুল্ক।

অঙ্কন ক্যাটালগ নং. লিজ-এলএমজি-৫৮-২৫

এসইকিউ নং.	এলওটি সংখ্যা.	ট্রিপস
এএ/১	১৫৬৩৬-এসএলআর-এফ১-ডিএইচওয়াই-বিকেএন-২৫-৩	১৫৭
এএ/২	১৫০৭৭-এসএলআর-এফ১-কেওয়াইকিউ-ডিডিএনআর-২৫-১	১৫৭
এএ/৩	১৫৬০৩-এসএলআর-এফ২-ডিএইচওয়াই-লিডু-২৫-২	১০৯৬
এএ/৪	১৫৬০২-এসএলআর-এফ২-ডিএইচওয়াই-ডিবিবি-২৫-২	১০৯৬
এএ/৫	১৫৬৬৯-এসএলআর-এফ২-ডিএইচওয়াই-ডিবিআরজি-২৫-২	১০৯৬
এএ/৬	১৫৬০২-এসএলআর-এফ১-ডিএইচওয়াই-ডিবিবি-২৫-২	১০৯৬
এএ/৭	১৫৬৩২-এসএলআর-এফ১-ডিএইচওয়াই-বিএমই-২৫-২	১৫৭
এএ/৮	১৫৬৫৩-এসএলআর-এফ১-ডিএইচওয়াই-জেএটি-২৫-২	১৫৭
এএ/৯	১৫৬৪৮-এসএলআর-এফ১-ডিএইচওয়াই-এলটিটি-২৫-২	১৫৭
এএ/১০	২২৫১২-এসএলআর-এফ১-কেওয়াইকিউ-এলটিটি-২৫-২	১৫৭
এএ/১১	১৫৮১৫-এসএলআর-এফ১-ডিএইচওয়াই-ডিকেজিএন-২৫-২	১০৯৬
এএ/১২	১৫৬৬৯-এসএলআর-আর১-ডিএইচওয়াই-ডিবিআরজি-২৫-২	১০৯৬
এএ/১৩	১৫৬০২-এসএলআর-আর১-ডিএইচওয়াই-ডিবিবি-২৫-২	১০৯৬
এএ/১৪	১৫৬৪০-এসএলআর-এফ১-কেওয়াইকিউ-পুরী-২৫-১	১৫৭
এএ/১৫	১৫৬৬৬-এসএলআর-এফ১-কেওয়াইকিউ-ডিআইএমবি-২৫-১	১৫৭
এএ/১৬	১৫৬৬২-এসএলআর-এফ১-কেওয়াইকিউ-আরএনসি-২৫-১	১৫৭
এএ/১৭	১১৩০৬-এসএলআর-এফ১-কেওয়াইকিউ-ডিএলিএন-২৫-১	১৫৭
এএ/১৮	১২৫১৮-এসএলআর-এফ১-ডিএইচওয়াই-কেওএএ-২৫-২	১৫৭
এএ/১৯	১৫৬৪৪-এসএলআর-এফ১-কেওয়াইকিউ-পুরী-২৫-২	১৫৭
এএ/২০	১৫৭৫৪-এসএলআর-এফ২-ডিএইচওয়াই-এপিডিজে-২৫-২	১০৯৬
এএ/২১	১৫৬৬৬-এসএলআর-এফ২-ডিএইচওয়াই-এমএজিএন-২৫-৪	১০৯৬
এএ/২২	১৫৬৬৬-এসএলআর-আর১-ডিএইচওয়াই-এমএজিএন-২৫-২	১০৯৬
এএ/২৩	১৫৬৬৯-এসএলআর-এফ১-ডিএইচওয়াই-ডিবিআরজি-২৫-২	১০৯৬
এএ/২৪	১২৫৫২-এসএলআর-এফ১-কেওয়াইকিউ-এসএমভিবি-২৫-১	১৫৭
এএ/২৫	১৫৬৫১-এসএলআর-এফ১-ডিএইচওয়াই-জেএটি-২৫-২	১৫৭
এএ/২৬	১৩২৪৭-এসএলআর-এফ১-কেওয়াইকিউ-এসআরএ-২৫-২	৬২৭
এএ/২৭	১৫৬০৩-এসএলআর-এফ১-ডিএইচওয়াই-লিডু-২৫-২	১০৯৬
এএ/২৮	১৫৮১৫-এসএলআর-এফ২-ডিএইচওয়াই-ডিকেজিএন-২৫-২	১০৯৬
এএ/২৯	১৫৬২০-এসএলআর-এফ১-কেওয়াইকিউ-গয়া-২৫-১	১৫৭
এএ/৩০	১৫৬৩৬-এসএলআর-এফ১-ডিএইচওয়াই-ওখা-২৫-২	১৫৭
এএ/৩১	১২৫১০-এসএলআর-এফ১-ডিএইচওয়াই-এসএমভিবি-২৫-২	৪৭১
এএ/৩২	১৫৭৫৪-এসএলআর-আর১-ডিএইচওয়াই-এপিডিজে-২৫-২	১০৯৬
এএ/৩৩	১৫৮১৫-এসএলআর-আর১-ডিএইচওয়াই-ডিকেজিএন-২৫-২	১০৯৬
এএ/৩৪	১১৬১৬-এসএলআর-এফ১-কেওয়াইকিউ-ইউডিজেড-২৫-১	১৫৭
এএ/৩৫	১২০৬৮-এসএলআর-এফ১-ডিএইচওয়াই-এনইউডিএনএন-২৫-২	৪৬১
এএ/৩৬	১৫৭৫৪-এসএলআর-এফ১-ডিএইচওয়াই-এপিডিজে-২৫-২	১০৯৬
এএ/৩৭	১৫৬৬৬-এসএলআর-এফ১-ডিএইচওয়াই-এমএজিএন-২৫-২	১০৯৬
এএ/৩৮	২২৪৪১-এসএলআর-এফ১-ডিএইচওয়াই-এনডিএলএস-২৫-২	৩১৪

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৮-০১-২০২৬ তারিখে ১১.০০ ঘন্টায় এবং বন্ধ হওয়ার সময়ঃ ১৭.৪০ ঘন্টায়।

অঙ্কন ক্যাটালগ নং. লিজ-এলএমজি-৫৯-২৫

এসইকিউ নং.	এলওটি সংখ্যা.	ট্রিপস
এএ/১	১৫৬৫০-এসএলআর-এফ১-এসএইচটিটি-ডিবিএম-২৫-১	১৫৭
এএ/২	১৫৬০৯-এসএলআর-এফ১-ডিএইচওয়াই-এসএএনজি-২৫-২	১০৯৬
এএ/৩	১২৫০৪-এসএলআর-এফ১-এজিটিএল-এসএমভিবি-২৫-১	৩১৪
এএ/৪	১৫৪১৮-এসএলআর-আর১-এসএইচটিটি-এপিডিজে-২৫-১	৪৭০
এএ/৫	১৩১২৬-এসএলআর-এফ১-এসএএনজি-কেওএএ-২৫-১	৪৭০
এএ/৬	১২৫২০-এসএলআর-এফ১-এজিটিএল-এলটিটি-২৫-১	১৫৭
এএ/৭	১৫৬৪১-এসএলআর-এফ১-এসসিএল-এনজিএসএস-২৫-১	১৫৭
এএ/৮	১৫৬১৮-এসএলআর-এফ১-ডিএলসিআর-ডিএইচওয়াই-২৫-১	৪৭০
এএ/৯	১৫৬৬৫-এসএলআর-এফ১-এজিটিএল-এসসিএল-২৫-৩	১০৯৬
এএ/১০	১৫১৮২-এসএলআর-এফ১-এসএইচটিটি-কেওএএ-২৫-১	১৫৬
এএ/১১	১৫৬২৬-এসএলআর-এফ১-এজিটিএল-ডিডিএইচআর-২৫-১	১৫৭
এএ/১২	২০৫০১-এসএলআর-এফ১-এজিটিএল-এএনভিটি-২৫-১	১৫৭
এএ/১৩	১৫৮১৭-এসএলআর-এফ১-এসকেএইচটি-এনইউএলএন-২৫-১	১০৯৬
এএ/১৪	১৫৬১৬-এসএলআর-আর১-এসসিএল-ডিএইচওয়াই-২৫-১	১০৯৬
এএ/১৫	১৫৬১৮-এসএলআর-আর১-ডিএলসিআর-ডিএইচওয়াই-২৫-১	৪৭০
এএ/১৬	১৫৬১০-এসএলআর-এফ১-এসএএনজি-ডিএইচওয়াই-২৫-১	১০৯৬
এএ/১৭	১৫৬৬৪-এসএলআর-এফ১-এসসিএল-এজিটিএল-২৫-২	১০৯৬
এএ/১৮	১২৫০২-এসএলআর-এফ১-এজিটিএল-কেওএএ-২৫-১	১৫৭
এএ/১৯	১৪৬১১-এসএলআর-এফ১-এজিটিএল-এসভিডিকে-২৫-১	১৫৭
এএ/২০	১২৫১৬-এসএলআর-এফ১-এসসিএল-সিবিই-২৫-১	১৫৭
এএ/২১	১৫৪১৮-এসএলআর-এফ১-এসএইচটিটি-এপিডিজে-২৫-১	৪৭০
এএ/২২	১৫৪১৮-এসএলআর-এফ২-এসএইচটিটি-এপিডিজে-২৫-১	৪৭০
এএ/২৩	১৫৬১৮-এসএলআর-এফ২-ডিএলসিআর-ডিএইচওয়াই-২৫-১	৪৭০
এএ/২৪	১৩১৭৬-এসএলআর-এফ১-এসসিএল-এসডিএএইচ-২৫-৩	৪৭০
এএ/২৫	১৩১৭৪-এসএলআর-এফ১-এসবিআরএম-এসডিএএইচ-২৫-৪	৬২৭
এএ/২৬	১৫৬১৬-এসএলআর-এফ১-এসসিএল-ডিএইচওয়াই-২৫-১	১০৯৬
এএ/২৭	১২৫০৮-এসএলআর-এফ১-এসসিএল-টিভিসি-২৫-১	১৫৭
এএ/২৮	১৫৬১৬-এসএলআর-এফ২-এসসিএল-ডিএইচওয়াই-২৫-১	১০৯৬
এএ/২৯	২০৫০৭-এসএলআর-এফ১-এসএএনজি-এএনভিটি-২৫-১	১৫৭

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৯-০১-২০২৬ তারিখে ১১.০০ ঘন্টায় এবং বন্ধ হওয়ার সময়ঃ ১৬.১০ ঘন্টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। লট অনুযায়ী বন্ধ হওয়ার সময় আইআরইপিএসের ই-নিলাম মডিউলে অবলোকন করতে পারবেন।

টোকাঃ বিস্তৃত তথ্যের জন্যে প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), লামডিং

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

যোগাসনে সাফল্য মালদার

মালদা, ২৬ ডিসেম্বর : কোচবিহারে উত্তরবঙ্গ জোন 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ওপেন যোগাসন স্পোর্টস চ্যাম্পিয়নশিপ'-এ বাজিমাত করল মালদার দুই খুদে। শূন্য থেকে ৭ বছর বয়সিদের বিভাগে ছেলেদের মধ্যে প্রথম হয়েছে ঈশান সাহা এবং মেয়েদের বিভাগে দ্বিতীয় স্থান দখল করেছে অনিশা দাস। সেই সুবাদেই তারা জায়গা করে নিয়েছে রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতায়। সেখানে ভালো ফল করলেই জাতীয় স্তরের খেলো ইন্ডিয়ায় খেলার সুযোগ মিলবে। সেই লক্ষ্যেই এগোচ্ছে মালদার ওই দুই খুদে। তাদের সাফল্যে খুশি প্রশিক্ষক বিকাশ ঠাকুর। মালদার ফুলবাড়ির বাসিন্দা ঈশান সাহা। সে অক্সফোর্ড করেশন ইনস্টিটিউটের প্রাথমিকের প্রথম শ্রেণির ছাত্র। দেড় বছর ধরে যোগাসনের প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। পুরাতন মালদার সাহাপুর মালোপাড়ায় থাকে অনিশা দাস। বেসরকারি নার্সারি স্কুলে জুনিয়ার কেজিতে পড়ছে। সে প্রায় ১০ মাস ধরে যোগাসনের প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। আগেও রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতায় সে তৃতীয় হয়েছে।

জলদাপাড়ায় ট্র্যাপ ক্যামেরা

মাদারিহাট, ২৬ ডিসেম্বর : জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের বন্যপ্রাণীদের সংখ্যা নিখুঁতভাবে জানতে ট্র্যাপ ক্যামেরা বসানো হচ্ছে। ইতিমধ্যে, এই কর্মসূচির আওতায় দুই ধরনের ক্যামেরা বসানো হয়েছে। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের বিভাগীয় বনাধিকারিক পারভিন কাশোয়ান বলেন, 'এই ক্যামেরার সাহায্যে আমরা বন্যপ্রাণীদের বিভিন্ন প্রজাতি ও তাদের সংখ্যা সম্পর্কে জানতে পারব। প্রাণীরা অসুস্থ হলে তাদের দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যাবে।'

e-Tender Notice

Block Development Officer Alipurduar - I Development Block invites e-tender from the bonafied Contractors for various development works vide e-N.I.eT. No. **WB/APD/APD-I/BDO-ET/07/2025-2026(2nd Call)**. Details may be obtained from website **www.wbtenders.gov.in.** and from office of the undersigned on any working days. Any corrigendum or addendum may be looked at the corresponding notices at the office of the undersigned or website (for E-tender). No notices regarding these will be published in the news paper.

SD/-
Block Development Officer
Alipurduar-I Development Block

কর্মখালি

সিকিউরিটি গার্ডের জন্য অভিজ্ঞ লোক চাই। থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ। M :- 7863977242. (C/119734)

•

Requirement of Teachers (PGT, TGT, PRT) in all subject along with music & dance. Salary : In commensurate with efficiency and performance. Security Guard, Cook and gardener. Interview Venue :- Santa Uma School (H.S.) Chitrakut Ashram, P.O- Salugara, Ward No. 42, Siliguri, Pin- 734008 Interview to be held on 18 & 19 Jan 2026. Note :- Please send your CV before 15th January. Contact 9470869900, 9204478905, 7352184133, 7367901432 for details. (C/119733)

অ্যাফিডেভিট

আমি Rejaul Karim, পিতা - Khobiruddin Ahmed, গ্রাম - পিছলা পুকুর, পোস্ট+ থানা- কুশমণ্ডি, পিন - 733132, গত 26/12/25 তারিখে গঙ্গারামপুর অ্যাট বুনিয়াদপুর দক্ষিণ দিনাজপুর নোটারী পাবলিক কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমার বাবার নাম Khabiruddin Ahamed নামে পরিচিত হইল। যাহা পুরনো নাম Khobiruddin Ahmed ও নতুন নাম Khabiruddin Ahamed একই ব্যক্তি। (C/119862)

•

আমি Taifaddin Ahammed, গ্রাম সদুকুড়া, পোস্ট কুশমন্ডি, থানা কুশমন্ডি। ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে, ক্রমিক নং ২৭৩, পার্ট নং ১৬০, কুশমন্ডি বিধানসভা (S.C - 33), আমার নাম Mohammad Tufanu হয়ে যায়। ২৪/১২/২৫ তারিখে জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (ফার্স্ট ক্লাস) গঙ্গারামপুর থেকে অ্যাফিডেভিটের দ্বারা আমি Mohammad Tufanu ও Taifaddin Ahammed একই ব্যক্তি হলাম। (C/119863)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩৮১০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩৮৮০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩১৯৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২২৯২০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২২৯৩০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

আজ টিভিতে

ধড়ক-টু (ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার) রাত ৯.০০ জি সিনেমা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ ভিলেন, দুপুর ১২.৪৫ অমানুষ, বিকেল ৩.৪৫ আমার মায়ের শপথ, সন্ধে ৭.০০ পাগলু-টু, রাত ১০.১৫ রাম লক্ষ্মণ

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ চিরদিনই তুমি যে আমার, দুপুর ১২.৪৫ যুদ্ধ, বিকেল ৪.০০ খোকা ৪২০, সন্ধে ৭.৩০ এমএলএ ফাটাকেষ্ট, রাত ১০.১৫ প্রতিকার

জি বাংলা সোনার : সকাল ৮.৩০ শপথ নিলাম, ১০.৩০ মাটির মানুষ, রাত ১০.৩০ অভিমন্যু

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ সুয়োরানি দুয়োরানি, সন্ধে ৭.৩০ প্রতীক

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ লভ ম্যারেজ

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ পথ

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : দুপুর ১২.১০ গর্ব : প্রাইড অ্যান্ড অনার, বিকেল ৩.১০ হম তুমহারে হ্যায় সনম, সন্ধে ৬.৫৫ জিৎ, রাত ১০.৩০ জুড়ওয়া

সোনি ম্যাক্স টু : সকাল ১০.৫৮ আতিশ, দুপুর ১.৫৬ মেহরবাঁ, বিকেল ৪.৫০ অন্দাজ অপনা অপনা, সন্ধে ৭.৫০ শোলা অওর শবনম, রাত ১০.৪৫ বীরগতি

অশুভের বিনাশে কি নতুন রূপে ফিরে এল রাঙামতি? **রাঙামতি তীরন্দাজ** সন্ধে ৭.৩০ **স্টার জলসা**

খোকা ৪২০ বিকেল ৪.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

জি অ্যাকশন : বেলা ১১.১৮ ম্যায় হুঁ রাখওয়ালা, দুপুর ২.০২ খিলাড়িয়োঁ কা খিলাড়ি, বিকেল ৪.৪৫ কার্তিকেয়-টু

রমেডি নাউ : বিকেল ৩.৫৭ পেনেলোপ, ৫.২৮ লভ অ্যাকচুয়ালি, সন্ধে ৭.৩৭ ব্রেকিং আপ

আর্থ'স গ্রেট রিভার্স রাত ৯.৪২ সোনি বিবিসি আর্থ এইচডি

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাবার পরামর্শে ব্যবসার সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারবেন। ব্যবসায় মন্দাভাব থাকবে। বৃষ : নতুন বন্ধু পেয়ে খুশি। নতুন বাড়ির স্বপ্ন সফল হবে। মিথুন : দাম্পত্যের সমস্যা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। অধ্যাপক ও শিক্ষকদের শুভ। কর্কট : বাইরে ঘুরতে গিয়ে আর্থিক সমস্যায় পড়তে হতে পারে। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন। সিংহ : দূরের প্রিয়জনের কাছ থেকে উপহারপ্রাপ্তির যোগ। পুরোনো কোনও সম্পর্কে ফের জোড়া লাগবে। কন্যা : নতুন ব্যবসা আজ শুরু করতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি এবং বদলির সম্ভাবনা। তুলা : সামান্যে সন্তুষ্ট থাকুন। মাত্রাতিরিক্ত খেয়ে শরীর খারাপ হতে পারে। বৃশ্চিক : কর্মক্ষেত্র বদলের সিদ্ধান্ত এখনই নেবেন না। দাঁতের যন্ত্রণায় ভোগান্তি। ধনু : পথে তর্কবিতর্ক থেকে দূরে থাকুন। মায়ের পরামর্শে সংসারের সমস্যা কাটবে। মকর : ব্যবসার কারণে বিদেশে যাওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। গাড়ি কেনার বড় সুযোগ আসবে। কুম্ভ : দাম্পত্যের সমস্যা নিজেই সমাধান করতে পারবেন। নতুন বাড়ি, গাড়ি কেনার সুযোগ পাবেন। মীন : বাবার শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা কেটে যাবে। কর্মক্ষেত্রে বাকবিতণ্ডা এড়িয়ে চলুন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১১ পৌষ, ১৪৩২, ভাঃ ৬ পৌষ, ২৭ ডিসেম্বর ২০২৫, ১১ পুহ, সংবৎ ৭ পৌষ সুদি, ৬ রজব। সূঃ উঃ ৬।২২, অঃ ৪।৫৫। শনিবার, সপ্তমী দিবা ৮।৫৯। উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্র শেষরাত্রি ৫।১২। ব্যতীপাতযোগ দিবা ৯।৫৫। বণিজকরণ দিবা ৮।৫৯ গতে বিষ্টিকরণ রাত্রি ৮।১৪ গতে ববকরণ। জন্মে- মীনরাশি বিপ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী শনির দশা, শেষরাত্রি ৫।১২ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী বুধের দশা। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, দিবা ৮।৫৯ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- বায়ুকোণে, দিবা ৮।৫৯ গতে ঈশানে। কালবেলাদি ৭।৩৩ মধ্যে ও ১২।৫৮ গতে ২।১৭ মধ্যে ও ৩।৩৬ গতে ৪।৫৫ মধ্যে। কালরাত্রি ৬।৩৬ মধ্যে ও ৪।৪১ গতে ৬।২২ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- অষ্টমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৬ মধ্যে ও ৭।৫০ গতে ৯।৫০ মধ্যে ও ১২।৬ গতে ২।৫৮ মধ্যে ও ৩।৩৯ গতে ৪।৫৫ মধ্যে এবং রাত্রি ১।৫ গতে ২।৫২ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ২।৫২ গতে ৩।৪৬ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ সুদীপ সাহা ঃ শুভ জন্মদিনের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই। পিসো-পিসি, দাদা-বৌদি ও সোনা মা। জল।

পিলারে মরচে, গাড়ি উঠলেই কাঁপছে সেতু

শীতলকুচি, ২৬ ডিসেম্বর : লোহার সেতু। মরচে ধরেছে বেশ কয়েকটি পিলারে। পিলার ক্ষয়ে যাওয়ার ফলে শীতলকুচি ব্লকে রত্নাই নদীর উপর মাদুরঘাটের সেতুটির অনেকদিন ধরেই নড়বড়ে অবস্থা। ভারী যানবাহন উঠলেই কেঁপে কেঁপে ওঠে। দুর্ঘটনার আশঙ্কায় ভুগছেন নিত্যযাত্রী ও স্থানীয়রা। একাধিকবার স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনকে সেতুর বেহাল অবস্থার কথা জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি বলে অভিযোগ। তবে এখন তাঁরা সেতুটি দ্রুত সংস্কারের দাবি তুলেছেন।

শীতলকুচি পঞ্চায়েত সমিতির প্রাণী ও মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ সাজ্জাদুর রহমান (বুলন) সেতু সংস্কার প্রসঙ্গে বলেছেন, 'আমাদের নজরে রয়েছে। কিন্তু সেতুটি সংস্কার করে কোনও লাভ হবে না। নতুন সেতু তৈরি করার জন্য উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে।' শীতলকুচির বিডিও অনিন্দিতা সিনহা ব্রহ্ম সেতুটির বর্তমান অবস্থার বিষয়ে খোঁজ নিয়ে পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন।

প্রায় ২৫ বছর আগে রত্নাই নদীর উপর কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয়ে ওই সেতুটি তৈরি করা হয়। দীর্ঘদিন জলের সংস্পর্শে থেকে লোহার সেতুটির পিলার মরচে ধরে ক্ষয় হয়ে গিয়েছে। ফলে পিলারগুলো এখন দুর্বল। যানবাহন উঠলেই সেতু দুলে ওঠে। ভারী যানবাহন উঠলে তো কথাই

শীতলকুচিতে মাদুরঘাটে আতঙ্ক

নেই। পুরো সেতু কাঁপতে থাকে। স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রশাসনের তরফে সেতুর কোনও প্রান্তেই সতর্কীকরণ বোর্ড লাগানো হয়নি।

শীতলকুচি ব্লকে সেতুটির গুরুত্ব কম নয়। সিতাই ব্লকের কয়েক হাজার মানুষ শীতলকুচির সঙ্গে যোগাযোগ করেন এই সেতু পারাপারের মাধ্যমে। এলাকার পড়ুয়ারাও ওই সেতু দিয়ে রোজ শীতলকুচি কলেজ ও স্কুলগুলোয় আসে। শীতলকুচি কলেজের পড়ুয়া নিভা খাতুন বলেন, 'সেতুর যা অবস্থা তাতে যে কোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা।'

বিজেপির শীতলকুচি ৬ নম্বর মণ্ডলের সম্পাদক দেবাশিস বর্মনের কটাক্ষ, 'সেতু ভেঙে না পড়লে তৃণমূল সরকারের নজর পড়ে না। শীতলকুচি ব্লকে দুটি সেতু ভেঙে পড়েছে। তারপর নতুন সেতু বরাদ্দ হয়েছে। কিন্তু এই লোহার সেতুটির পিলার মরচে ধরে নষ্ট হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও প্রশাসনের হেলদোল নেই।'

পলিতে ঢাকা পড়েছে ঘাসজমি

জলদাপাড়ায় খাদ্যসংকট

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ২৬ ডিসেম্বর : গত ৫ অক্টোবর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর চরম খাদ্যসংকটে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের বন্যপ্রাণীরা। বিশেষ করে, তৃণভোজী প্রাণী গন্ডার, হাতি, বাইসন, হরিণের খাবারের আকাল হতে পারে- এমনটাই আশঙ্কা করছে বনকর্মীদের একাংশ। ওই বিপর্যয়ে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তোর্ষা নদীর দুই ধারে প্রায় ২০ কিলোমিটার বিস্তীর্ণ তৃণভূমি। এছাড়াও জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে যে ৩০০ হেক্টর ঘাসের প্ল্যান্টেশন করা হয়েছিল তারও মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বৃষ্টির জল না পেলে এই পলিমাটি ভেদ করে ঘাস গজানো অসম্ভব। এমন খাদ্যসংকটে বন্যপ্রাণীদের জঙ্গলের ভেতর খাবারের সংস্থান করে দেওয়া বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে বনকর্তাদের।

জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে প্রায় ৩৫০ গন্ডার, কয়েক হাজার বাইসন, হরিণ, হাতি রয়েছে। এছাড়াও ৮৫টি কুনকি হাতি এই জলদাপাড়ার তৃণভূমির উপর নির্ভরশীল। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের সহকারী বন্যপ্রাণ সংরক্ষক নবিকান্ত ঝা জানিয়েছেন, তোর্ষা নদীর দুই ধারে প্রায় ৫০০ মিটার চওড়া ও ২০ কিলোমিটার দীর্ঘ

তোর্ষা নদীর দুই ধার যেন মরুভূমি।

অঞ্চলে প্রাকৃতিক নিয়মেই হয়েছিল প্রচুর প্রজাতির ঘাস। এই তৃণভূমির সম্পূর্ণ অংশ পলিমাটির নীচে চাপা পড়েছে। বৃষ্টির জল না পাওয়ায় সেখানে একটি ঘাসও গজায়নি। আর বন দপ্তরের পক্ষ থেকে প্রায় ৩০০ হেক্টর ঘাসের প্ল্যান্টেশন করা হয়েছিল। এই প্ল্যান্টেশনের প্রায় ৪০ শতাংশ পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। আগামী বছর বর্ষার আগে সেখানে ঘাস গজানো অসম্ভব। তোর্ষার দুই ধারের অবস্থা আরও ভয়ংকর। তবে বন্যপ্রাণীরা এমনিতেই এই শীতে নিজেদের প্রাকৃতিক নিয়মেই রক্ষা করে। প্রতিবছর এইসময় এমনিতেই একটু খাদ্যসংকট থাকে। তবে তাঁরা নজর রাখেন। সম্প্রতি বনাঞ্চল সংলগ্ন এলাকায় হাতির তাণ্ডব বাড়ার পিছনে এই খাদ্যসংকট অন্যতম কারণ বলেই মনে করছে বনকর্তাদের একাংশ।

জলদাপাড়ার রেঞ্জ অফিসার জানালেন, প্রায় তিন ফুট গভীরে পলিমাটির নীচে চাপা পড়ে গিয়েছে ঘাস। বৃষ্টির জল না পেলে ওই জমিতে ঘাস গজানো অসম্ভব। আর বর্ষাকাল আসতে এখনও ৬ মাস বাকি। ততদিনে মরুভূমির চেহারা নিয়ে নেবে এই বিস্তীর্ণ তৃণভূমি। সেখানে নতুন প্ল্যান্টেশন করলেও কতটা সফল হবে বলা কঠিন। ফলে বন্যপ্রাণীদের মধ্যে অবশিষ্ট ঘাসজমির দখল নিয়ে ধুন্ধুমার লড়াই বাধাও স্বাভাবিক।

ওই রেঞ্জ অফিসার জানালেন, আমরা চিন্তায় আছি, লোকালয়ে বন্যপ্রাণীদের তাণ্ডব নিয়ে। বিশেষ করে বাইসন, গন্ডারের সংখ্যা যেভাবে বেড়েছে তাতে খাদ্যসংকট দেখা দেওয়া শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা।

বুনোদের ভয়

- গত ৫ অক্টোবরের বিপর্যয়ে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তোর্ষা নদীর দুই ধারে প্রায় ২০ কিলোমিটার বিস্তীর্ণ তৃণভূমি
- জাতীয় উদ্যানে যে ৩০০ হেক্টর ঘাসের প্ল্যান্টেশন করা হয়েছিল তারও মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে
- বৃষ্টির জল না পেলে এই বিস্তীর্ণ ঘাসজমিতে পড়া পলিমাটির স্তর ভেদ করে ঘাস গজানো অসম্ভব
- ফলে শীতে খাদ্যসংকটে লোকালয়ে হানা দিতে পারে বুনোরা
- বেঁচে থাকা সামান্য ঘাসজমির দখল নিয়েও বুনোদের মধ্যে লড়াই বাধতে পারে

পুলিশ হেপাজত

শীতলকুচি, ২৬ ডিসেম্বর : কাফ সিরাপ পাচারে অভিযুক্ত দুই তৃণমূল নেতাকে পাঁচদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিল আদালত। বৃহস্পতিবার বিপুল পরিমাণ কাফ সিরাপ পাচারের সময় প্রদীপ বর্মন এবং রাহুল পাল নামে দুই নেতাকে মাথাভাঙ্গা-শীতলকুচি রাজ্য সড়কের উপেন বর্মন সেতুতে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। সেই পুলিশি অভিযানে ই-রিকশা থেকে প্রায় এক হাজার বোতল কাফ সিরাপ উদ্ধার হয়। দুজনই আইএনটিটিইউসি'র ই-রিকশা ইউনিয়নের মাথাভাঙ্গা কমিটির সম্পাদক ও সভাপতি পদে রয়েছেন। ঘটনার পর এলাকায় ব্যাপক চর্চা শুরু হয়েছে।

শুক্রবার ধৃতদের মাথাভাঙ্গা মহকুমা আদালতে তোলা হলে পুলিশ ৭ দিনের হেপাজতের আবেদন জানায়। শুনানি শেষে আদালত ৫ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেয়। পুরো ঘটনার সঙ্গে আর কারা জড়িত, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

টাকা ফেরত

কোচবিহার, ২৬ ডিসেম্বর : সাইবার জালিয়াতির ফাঁদে পড়ে খোয়া যাওয়া টাকা উদ্ধার করে মাঝেমধ্যেই শিবির করে তা ফিরিয়ে দেয় পুলিশ। শুক্রবার কোচবিহারে এমনই এক শিবিরের মাধ্যমে ১ লক্ষ ৭৭ হাজার ৪৭০ টাকা ফিরিয়ে দেওয়া হল। পুলিশ জানিয়েছে, নভেম্বর এবং ডিসেম্বর মাসে সাইবার ক্রাইম থানার মাধ্যমে টাকা এদিন ফেরত দেওয়া হয়েছে।

পুণ্যার্থীদের জন্য নয়া পরিকল্পনা

হলদিবাড়ি, ২৬ ডিসেম্বর : এই বছর প্রায় এক মাস আগে ১৫ এবং ১৬ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হতে চলেছে হলদিবাড়িতে হুজুর সাহেবের মেলা। মেলার দিনগুলোতে দেশ-বিদেশে থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগম ঘটে হলদিবাড়িতে। মেলা প্রাঙ্গণে বসবে কয়েক হাজার রকমারি দোকান। এমন গুরুত্বপূর্ণ মেলা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে শুক্রবার অনুষ্ঠিত হল প্রশাসনিক বৈঠক।

হলদিবাড়ি বিডিও অফিসের কমিউনিটি হলে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন হলদিবাড়ির বিডিও রেনজি লামো শেরপা, হলদিবাড়ি থানার আইসি কাশ্যপ রাই, বিএমওএইচ ডাঃ সত্যেন্দ্র কুমার, পুরসভা, বিদ্যুৎ, দমকল সহ অন্যান্য দপ্তরের আধিকারিকরা এবং হুজুরের ওয়ারিশ ও ইসালে সওয়াব কমিটির সদস্যরা।

বিডিও জানান, হুজুরের মাজার চত্বরে পুণ্যার্থীদের জন্য রাতে থাকার ঘর ও কমিউনিটি টয়লেট ব্লক তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

হুজুরের মেলা

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দপ্তর থেকে এমনই একটি চিঠি এসেছে। যুগ্ম সম্পাদক দিদারুল আলম সরকার জানিয়েছেন, বৈঠকে মেলার নিরাপত্তা, পরিবহণ, স্বাস্থ্য, ২৪ ঘণ্টা বিদ্যুৎ ও পানীয় জল সরবরাহ সহ বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ইণ্ডিয়ন ওভরসীজ বঁক
আপকী প্রগতি কা সচ্চা সাথী
Indian Overseas Bank
Good people to grow with

শাখার প্রেমিসিস স্থানান্তরের জন্য জন বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, আমাদের কানকি শাখা যেটি বর্তমানে নিউ মার্কেট, কানকি, পোস্ট-কানকি, পিন-৭৩৩২০৯ পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত, সেটিকে আগামী ২৯.১২.২০২৫ তারিখ থেকে নিম্নলিখিত নূতন প্রেমিসিসে স্থানান্তরিত করা হবে। নূতন ঠিকানাঃ-
নিউ মার্কেট, দ্বিতীয় তলা, কানকি ধাম মন্দিরের বিপরীতে, গ্রাম-কানকি, পোস্ট-কানকি, থানা-চাকুলিয়া, জেলা-উত্তর দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৩২০৯
তারিখঃ ২৭.১২.২০২৫ সিনিয়ার রিজিওনাল ম্যানেজার (শিলিগুড়ি)

নিম্নমানের কাজ, বিক্ষোভ মহিষকুচিতে

বক্সিরহাট, ২৬ ডিসেম্বর : রাস্তার কাজের মান নিয়ে প্রশ্ন তুলে শুক্রবার বিক্ষোভ দেখালেন তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের মহিষকুচির বাসিন্দারা। অভিযোগ, পিচ বিছানোর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সেটি উঠে যাচ্ছে। রাস্তার পাথর বেরিয়ে আসছে।

২০১৯ সালে প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনা প্রকল্পের অধীনে মহিষকুচি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ফেরশাবাড়ি থেকে মহিষকুচি বাজার হয়ে বাঘা যতীন পর্যন্ত আড়াই কিমি রাস্তা তৈরি হয়। কিন্তু এই কয়েক বছরে সেই রাস্তার আর সংস্কার হয়নি। সম্প্রতি এই রাস্তা সংস্কার শুরু হয়। কিন্তু কাজের মান নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এদিন সকাল ১০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত বিক্ষোভ চলে। স্বপন দাস নামে এক স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, 'রাস্তা সংস্কারের কাজ এত নিম্নমানের হবে ভাবতে পারিনি। বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদার শিডিউল মেনে কাজ করছেন না। সরকারি টাকা অপচয় হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে ব্লক প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ করা হবে।'

গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সুশান্ত বর্মন বলেন, ঘটনাস্থলে ইঞ্জিনিয়ার পাঠিয়ে গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে। বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদারি সংস্থার

> রাস্তার সংস্কার শুরু হওয়ায় খুশি হয়েছিলাম। এখন একেবারে দায়সারাভাবে কাজ হচ্ছে। তাই আমরা রাস্তার কাজ আটকে বিক্ষোভ দেখালাম।
>
> **উজ্জ্বল দাস**
> *বিক্ষোভকারী*

সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও উত্তর মেলেনি।

স্থানীয়রা বলেন, সংস্কারের অভাবে রাস্তাজুড়ে খানাখন্দ তৈরি হয়েছে। এখন সংস্কারের নামে খানাখন্দে পিচ ছিটিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বিক্ষোভকারী উজ্জ্বল দাস বলেন, 'রাস্তার সংস্কার শুরু হওয়ায় খুশি হয়েছিলাম। এখন একেবারে দায়সারাভাবে কাজ হচ্ছে। তাই আমরা রাস্তার কাজ আটকে বিক্ষোভ দেখালাম।'

তৃণমূল পরিচালিত মহিষকুচি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতে রাস্তার কাজের ইস্যু নিয়ে ঘাসফুল শিবিরকে খোঁচা দেওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করেনি পদ্ম শিবির। বিজেপির তুফানগঞ্জের বিধায়ক মালতী রাভার অভিযোগ, পঞ্চায়েতের তৃণমূল নেতারা ঠিকাদারের থেকে কাটমানি নিয়েছেন। এই অভিযোগ উড়িয়ে তুফানগঞ্জ-২ ব্লক তৃণমূল সভাপতি নিরঞ্জন সরকার বলেছেন, কাটমানির অভিযোগ ভিত্তিহীন। গ্রামবাসীর অভিযোগ মতো ঠিকাদারকে সরকারি শিডিউল মেনেই রাস্তা সংস্কার করতে বলা হয়েছে।

সুখ-দুঃখের কথা।। *শীতের বিকেলে কোচবিহারে সিলভার জুবিলি রোডে। অপর্ণা গুহ রায়ের ক্যামেরায়।*

দুর্ঘটনায় মৃত্যু

শালকুমারহাট, ২৬ ডিসেম্বর : ঘাটপাড় থেকে নতুনপাড়াগামী সুরিপাড়ায় শুক্রবার সন্ধ্যায় পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। জানা গিয়েছে, ঘাটপাড় থেকে কয়েকজন যাত্রীকে নিয়ে টোটো দ্রুতগতিতে নতুনপাড়ার দিকে যাচ্ছিল। সুরিপাড়ায় গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা একটি স্কুটারে ধাক্কা মারে। তারপর ধাক্কা মারে এক সাইকেল আরোহীকে। প্রথমে টোটোর যাত্রী প্রসেনজিৎ রায় (২৫) গুরুতর জখম হন। এছাড়াও জখম হন সাইকেল আরোহী দ্বিজেন বালা এবং টোটোর আরেক যাত্রী পবিত্র বর্মন। স্থানীয়রা তিনজনকে পাঁচকোলগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক প্রসেনজিৎকে মৃত ঘোষণা করেন।

পূর্ব বালাসি কাণ্ডে ধৃত তিন

রাজেশ দাশ

গোপালপুর, ২৬ ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবারের পর শুক্রবারও থমথমে গোটা পূর্ব বালাসি গ্রাম। প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে বিরোধের জেরে বৃহস্পতিবার মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের পূর্ব বালাসি গ্রামে দুই পরিবারের সংঘর্ষে মৃত্যু হয় কাকা এবং ভাইপোর। আহত হন আরও চারজন। সেই ঘটনার তদন্তে নেমে শুক্রবার পুলিশ কানাই শিকদার, সুধীর শিকদার এবং চঞ্চলা সরকারকে গ্রেপ্তার করে। আরও দুই অভিযুক্ত ফালান সরকার এবং পিন্টু শিকদার গা-ঢাকা দিয়েছেন। তাঁদের খোঁজ চলছে। ধৃতদের এদিন মাথাভাঙ্গা আদালতে তোলা হলে বিচারক তিনজনকে ১৪ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

এদিন কোচবিহারে নিজের দপ্তরে এই ঘটনা নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন কোচবিহার জেলা পুলিশ সুপার সন্দীপ কাররা। সেখানে উপস্থিত ছিলেন মাথাভাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার তন্ময় মুখোপাধ্যায়, মাথাভাঙ্গা থানার আইসি হেমন্ত শর্মাও। পুলিশ সুপার জানান, ফালান সরকারের মেয়ের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক ছিল যাদব সরকারের। বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ ফালান কথা বলতে গিয়েছিলেন যাদবের সঙ্গে। সেই থেকে ঝামেলার সূত্রপাত। দুজনের মধ্যে প্রথমে বাকবিতণ্ডা শুরু হয় এবং পরবর্তীতে যাদব এবং ফালানের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। যাদবকে বাঁচতে গিয়ে আক্রান্ত হন তাঁর কাকা মানব সরকারও। এদিকে, বিশৃঙ্খলা এড়াতে এলাকায় বসেছে পুলিশ পিকেটিং। এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল পুলিশবাহিনী। গ্রামে টহল দিচ্ছে মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ। এই ঘটনায় নাম উঠে এসেছে তৃণমূল কংগ্রেসের বুথ সভাপতি সুধীর শিকদারের। বৃহস্পতিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে

তদন্ত চলছে

- বৃহস্পতিবার দুই পরিবারের সংঘর্ষে মৃত্যু হয় কাকা-ভাইপোর
- শুক্রবার সেই ঘটনায় অভিযুক্ত তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ
- আরও দুই অভিযুক্ত পলাতক, তাঁদের খোঁজ চালানো হচ্ছে
- এলাকায় অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশবাহিনী

বুথ সভাপতি সুধীর শিকদারকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বহিষ্কার করেন কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক।

মাথাভাঙ্গার বিজেপি বিধায়ক সুশীল বর্মনের কথায়, 'প্রশাসন নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে পারিবারিক বিবাদ বলছে। মানব বিজেপির একজন সক্রিয় নেতা ছিলেন। পারিবারিক বিবাদের নাম করে মানবকে চক্রান্ত করে সরিয়ে দেওয়াই ছিল উদ্দেশ্য।' যদিও তৃণমূলের কোচবিহার জেলা চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন এই অভিযোগ মানতে নারাজ। তাঁর দাবি, 'বিজেপি এভাবে প্রচারের আলোয় আসতে চাইছে।'

Estd : 2000
www.gctsindia.in
Most renowned Pharmacy College in West Bengal
GUPTA COLLEGE OF TECHNOLOGICAL SCIENCES
(Fully Dedicated College of Pharmacy)
Approved by AICTE, PCI & UGC2(F), Affiliated to MAKAUT
Ashram More,G .T. Road, Asansol, Dist : Paschim Bardhaman, Asansol- 713301 W.B.
26th Year A Hallmark of Academic Excellence
POSITION VACANT
Gupta College of Technological Sciences is one of the best Pharmacy college in India (NIRF) ranking 2023 Pharmacy Rank Band 102-125). Excellent GPAT qualified students in 2024, best AIR rank in 2024.
We require teachers for the following faculty positions.
1. Assistant Professor in Pharmaceutical Chemistry
2. Assistant Professor in Pharmacy Practice
3. Assistant Professor in Pharmacology
4. System Administrator having MCA degree
Qualification & Salary as per AICTE & PCI Norms
Apply within 7 days with CV & recent passport size photo & contact number and photocopy of all relevant certificates.
Candidates may send their resume to :- gctsasansol@gmail.com

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১কোটির বিজয়ী হলেন
পুরুলিয়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, পুরুলিয়া - এর একজন বাসিন্দা যুগান্তর বাউরি - কে 24.09.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার

সাপ্তাহিক লটারির 74J 64355 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি এর আগে কখনও এত আনন্দ পাইনি এবং এর জন্য আমি সম্পূর্ণরূপে ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির কাছে ঋণী। একজন সাধারণ মানুষ হয়ে এক কোটি টাকা জেতা অবিশ্বাস্য মনে হয়। এদের প্রতি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ এবং আমি সকলকে নিজেদের ভাগ্য পরীক্ষা করার জন্য উৎসাহিত করছি।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

কোন্দল রুখতে কনভেনার

দুটি অঞ্চল কমিটি নিয়ে তৃণমূলের সাবধানি পদক্ষেপ

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ২৬ ডিসেম্বর : সভাপতি পদ নিয়ে মন কষাকষি। তা থেকেই যত কোন্দল। আর এসবের জেরে ক্ষতি দলেরই। বিধানসভা নির্বাচনের আগে দলের অন্দরে কোন্দল বাড়ুক, কোনওভাবেই চায় না তৃণমূল। তাই নেতাদের সভাপতির বদলে কনভেনার পদে রেখে কোন্দল সামাল দিতে চাইছে রাজ্যের শাসকদল। কোচবিহার-২ ব্লকের মরিচবাড়ি খোল্টা এবং পাতলাখাওয়া অঞ্চলের জন্য এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেস। ব্লকের বাকি ১১টি অঞ্চলে অঞ্চল সভাপতি রয়েছেন। তবে এই দুটি অঞ্চলে সভাপতির পরিবর্তে কনভেনার ঘোষণা করেছে দল। মরিচবাড়ি খোল্টা গ্রাম পঞ্চায়েতে তুলসী সরকার এবং শ্যামরঞ্জন দাস নামে দুজনকে যুগ্ম কনভেনার করা হয়েছে।

অপরদিকে, পাতলাখাওয়া অঞ্চলে আমজাদ আলি, আবুল হোসেন এবং গৌতম রায়, তিনজনকে কনভেনার ঘোষণা করা হয়েছে। ২৪ ডিসেম্বর তৃণমূলের জেলা নেতৃত্ব অঞ্চল দুটিতে এই কমিটি ঘোষণা করেছে। তাতে জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিকের পাশাপাশি জেলা চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন, ব্লক সভাপতি শুভঙ্কর দে, তিনজনের স্বাক্ষর রয়েছে।

কোচবিহার-২ ব্লক তথা কোচবিহার উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রটি বিজেপির দখলে। সেখানে বিজেপি যথেষ্ট শক্তিশালী। এই অবস্থায় ব্লকটিতে বিজেপির সঙ্গে লড়াই করে নির্বাচনে ভালো ফলাফল করা তো দূরের কথা, এতদিন তৃণমূলের নিজেদের মধ্যে কোন্দলেই জর্জরিত ছিল। ব্লকের প্রাক্তন সভাপতির সঙ্গে দলের জেলা সভাপতির গোষ্ঠীকোন্দলের কারণে তৃণমূল একপ্রকার ভালো ফলাফলের আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিল। এই অবস্থায় দলের প্রাক্তন ব্লক সভাপতি খুনের অভিযোগে জেলে যাওয়ার পর দল তাঁকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বহিষ্কার করে। এরপর থেকেই কেন্দ্রটিতে ঘর গোছাতে শুরু করেছে জেলা নেতৃত্ব।

উদ্যোগ

- কোচবিহার উত্তর বিধানসভায় বিজেপি শক্তিশালী অবস্থায়
- সেখানে অঞ্চল কমিটির কোন্দল তৃণমূলের মাথাব্যথার কারণ
- ১১টি অঞ্চলে সভাপতি থাকলেও দুটিতে যুগ্ম কনভেনার পদে নেতাদের বসিয়েছে তৃণমূল
- কোন্দল রুখতেই এই পদক্ষেপ, তাতে সন্তুষ্ট নেতারা

সম্প্রতি ব্লকের প্রতিটি অঞ্চলকে নিয়ে আলাদাভাবে বৈঠক করে তৃণমূলের জেলা নেতৃত্ব। মরিচবাড়ি খোল্টায় তুলসী সরকার প্রাক্তন ব্লক সভাপতি সজলের অনুগামী হিসাবে পরিচিত। অপরদিকে, শ্যামরঞ্জন ঘোষ অপর গোষ্ঠীর অনুগামী। অঞ্চলে দুজনের যথেষ্ট পরিচিতি ও শক্তি রয়েছে। এই অবস্থায় কোনও একজনকে অঞ্চল সভাপতি ঘোষণা করা হলে, কোন্দল মিটবে না। যে কারণে দল দুজনকেই গুরুত্ব দিতে চেয়েছে। শেষপর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে দুজনকে যুগ্ম কনভেনার ঘোষণা করেছে।

অপরদিকে, পাতলাখাওয়া অঞ্চলেও তিনজন অঞ্চল সভাপতির নাম উঠে এসেছিল। এর মধ্যে আমজাদ আলিকে দলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক এবং বহিষ্কৃত প্রাক্তন ব্লক সভাপতি সজল সরকার, দুজনই অঞ্চল সভাপতি করেছিলেন। তবে নতুন বৈঠকে দলের প্রাক্তন প্রধান গৌতম রায় এবং চেয়ারম্যান আবুল হোসেন মিয়াঁর নামও অঞ্চল সভাপতি হিসাবে উঠে এসেছিল। ২১ ডিসেম্বর পাতলাখাওয়া হাইস্কুলে তৃণমূলের সভা হয়। তাতে এদের একসঙ্গে বসে থাকতেও দেখা গিয়েছে। মরিচবাড়ি খোল্টাতেও ২০ ডিসেম্বর জনসভায় তুলসী সরকার ও শ্যামরঞ্জন দাসকে একসঙ্গে উপস্থিত থাকতে দেখা গিয়েছে। ফলে মন কষাকষি যে কিছুটা কমেছে, তা অনুমেয়। সেই অবস্থায় ২৪ ডিসেম্বর অঞ্চল দুটিতে তৃণমূল নতুন করে কনভেনার পদে ঠাঁই দিয়ে কমিটি ঘোষণা করে। এতে সব পক্ষই সন্তুষ্ট।

তৃণমূলের কোচবিহার-২ ব্লক সভাপতি শুভঙ্কর দে বলেন, 'ব্লকে দলকে আরও সংগঠিত করতে অঞ্চল দুটিতে কনভেনার করা হয়েছে।'

বিএলও'কে হুমকির অভিযোগ

শীতলকুচি, ২৬ ডিসেম্বর : পরিবারকে রক্ষার জেরে হুমকির শিকার বিএলও। শীতলকুচি ব্লকের পেটলানেপরা গ্রামের বাসিন্দা আহমেদা খাতুনের অভিযোগ, তিনি ছোট শালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৭০ নম্বর বুথের বিএলও। বুধবার জমিতে কাজ করার সময় গ্রামেরই কয়েকজন তাঁর স্বামীর ওপর চড়াও হয়ে তাঁকে মারধর করেন। তিনি স্বামীকে বাঁচাতে গেলে তাঁকেও মারধরের পাশাপাশি প্রাণে মারার হুমকি দেওয়া হয়। এই পরিস্থিতিতে তিনি সঠিকভাবে বিএলও'র কাজ করতে পারছেন না। বিষয়টি নিয়ে সুব্যবস্থার দাবিতে এদিন তিনি বিডিওকে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন।

যদিও অভিযুক্তদের মধ্যে এশরাফুল মিয়াঁ বলেন, 'অভিযোগ ভিত্তিহীন। কোনওরকম হুমকি ও মারধর করা হয়নি। তিনি বিএলও হওয়ায় প্রশাসনিক ক্ষমতা খাটানোর চেষ্টা করছেন।'

বিডিও অনিন্দিতা সিনহা ব্রহ্মা জানান, বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।

শীতের মজা।। ফালাকাটায় ছবিটি তুলেছেন সুবল আচার্য্য।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

দুর্ঘটনায় ভাঙল বিদ্যুতের খুঁটি

সিতাই, ২৬ ডিসেম্বর : শুক্রবার সকালে একটি পাথরবোঝাই পিকআপের ধাক্কায় ভেঙে পড়ল বিদ্যুতের খুঁটি। ঘটনাটি ঘটে বালাপুকুরি জোড়াম এলাকায়। প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, পাথরবোঝাই পিকআপটি সিতাই থেকে গিরিধারী বাজার অভিমুখে যাওয়ার পথে বালাপুকুরি জোড়াম এলাকায় পৌঁছালে হঠাৎ গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন চালক। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি রাস্তার পাশে থাকা একটি বিদ্যুতের খুঁটিতে সজোরে ধাক্কা মারলে সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের খুঁটিটি ভেঙে রাস্তায় পড়ে যায়। সৌভাগ্যবশত, বিদ্যুতের তারগুলি কেবলযুক্ত হওয়ায় এই ঘটনায় কেউ আহত হননি বলে জানা গিয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সিতাই থানার পুলিশ এবং বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা। বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা প্রাথমিকভাবে রাস্তায় পড়ে থাকা তারগুলি পাশের সুপারির গাছে বেঁধে নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিশ্চিত করেন। পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটি থানায় নিয়ে যায়।

চুরির সামগ্রী মালিকের হাতে

বক্সিরহাট, ২৬ ডিসেম্বর : শুক্রবার বক্সিরহাট থানা পরিদর্শনে এসে জেলা পুলিশ সুপার সন্দীপ কাররা চুরি যাওয়া সম্পত্তি প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দেন। অসম থেকে চুরি যাওয়া পাঁচটি মোটরবাইক ও বিভিন্ন সময়ে হারিয়ে যাওয়া ১২টি মোবাইল উদ্ধার করে ফেরত দেয় পুলিশ। পাশাপাশি ২০০ জন দুঃস্থ মানুষের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। এদিন পুলিশ সুপার বলেন, 'সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা ও হারানো সম্পত্তি উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।'

গোরু সহ ধৃত

তুফানগঞ্জ, ২৬ ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবার রাতে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে গোরু পাচারের চেষ্টার অভিযোগে এক পাচারকারীকে আটক করল বিএসএফ। উদ্ধার হয় তিনটি গোরু।

শীতের কুয়াশার আড়ালে তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের বালাভূত গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্য বালাভূত সীমান্ত দিয়ে সক্রিয় হয়ে উঠেছে গোরু পাচারচক্র। রাতে টহলরত বিএসএফ জওয়ানরা অভিযানে নেমে তিনটি গোরু সহ ইয়াসিন আলি নামে অসমের কালাপানির এক বাসিন্দাকে আটক করে শুক্রবার তুফানগঞ্জ থানার পুলিশের হাতে তুলে দেন।

বালাঘাটে ভোট বয়কটের ডাকে পোস্টার

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

তুফানগঞ্জ, ২৬ ডিসেম্বর : দেখতে দেখতে চার দশক পার। পাকা তো দূরের কথা, এখনও গ্রাভেল রাস্তা তৈরি হয়নি দেওচড়াই গ্রাম পঞ্চায়েতের বালাঘাট এলাকায়। তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের ওই গ্রামটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো। তাই গ্রামটির নাম হয়েছে বালাঘাট। তুফানগঞ্জ শহর থেকে তিন কিলোমিটার দূরেই রয়েছে এই গ্রামটি। শহর ঘেঁষা হলেও কেন এখনও তৈরি হয়নি গ্রাভেল বা পাকা রাস্তা। খানাখন্দ ভরা রাস্তায় মাঝেমধ্যেই দুর্ঘটনা ঘটছে। পানীয় জলের অবস্থাও শোচনীয়। স্থানীয় প্রশাসন থেকে শুরু করে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত অভিযোগ জানানো হলেও স্থায়ী সমাধান মেলেনি বলে অভিযোগ। তাই আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ভোট বয়কটের ডাক দিয়ে শুক্রবার গ্রামজুড়ে পোস্টার পড়েছে।

ষাটোর্ধ্ব আইজুদ্দিন হক বলছেন, 'ধুলোমাখা রাস্তাই একমাত্র ভরসা এলাকার। ছোটবেলা থেকে গ্রামের কোনও উন্নয়ন দেখছি না। এখনও পর্যন্ত রাস্তায় কোনও পাথর পড়েনি। পাকা হওয়া তো দূর অস্ত।'

দেওচড়াই পঞ্চায়েতের ৮/২৫৫ নম্বর বুথের এই এলাকাটি অন্য অঞ্চল থেকে অনেকটাই আলাদা। প্রায় সাতশো জনসংখ্যার বালাঘাট গ্রামে নতুন মসজিদ থেকে গদাধর নদীর গরেরপাড় পর্যন্ত প্রায় দুই কিলোমিটার রাস্তা আজও মাটির। শুকনো মরশুমে ধুলোয় ঢেকে যায় রাস্তা, স্কুলে যাওয়ার পথে পড়ুয়াদের জামাকাপড় ধুলোয় ভরে যায়। সাইকেলের চাকা ধুলোয় বসে গেলে এগোনোই দায়। বর্ষায় জলকাদায় পিছলে পড়া নিত্যদিনের ঘটনা।

এই রাস্তা দিয়ে টোটো বা ছোট গাড়ি যেতে চায় না। গেলেও যাত্রীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করা হয়। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র ও প্রাথমিক স্কুলের পড়ুয়া থেকে শুরু করে অসুস্থ রোগী—সবাই এই বেহাল রাস্তায় চরম দুর্ভোগের শিকার। ফসল ঘরে তোলার সময়ও সমস্যায় পড়তে হয় চাষিদের।

শুধু রাস্তা নয়, পানীয় জলের সংকটও প্রকট। দু'বছর আগে পাইপলাইন বসানো হলেও আজও একবিন্দু জল আসেনি। পাশেই গদাধর নদী। বাঁধ না থাকায় জল বাড়লেই গ্রাম প্লাবিত হয়। পাকা রাস্তার দাবিতে বিভিন্ন সময় পথ অবরোধ থেকে শুরু করে, জনপ্রতিনিধি এমনকি সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীকে অভিযোগ জানানো হলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি।

স্থানীয় রেজাউল রহমানের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, 'ভোটের আগে নেতা-মন্ত্রীরা এসে শুধুমাত্র প্রতিশ্রুতি দিয়ে যান। ভোট পেরোলে কেউ আর খোঁজ রাখে না। ঠিক করেছি, রাস্তা সংস্কার না হলে ভোট দেব না।' একই বক্তব্য স্থানীয় ঈমান আলিরও। দেওচড়াই পঞ্চায়েত প্রধান প্রমীলা বিশ্বাস দাস বলেছেন, 'আমরা রাস্তার প্ল্যান এস্টিমেট তৈরি করে ওপরমহলে পাঠিয়েছি। আবারও জানানো হবে।' বিষয়টি নিয়ে তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি ফারুক মণ্ডলের বক্তব্য, 'কে বা কারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে তা জানা নেই। তৃণমূল আমলে দেওচড়াই গ্রাম পঞ্চায়েতে সবচেয়ে বেশি উন্নয়ন হয়েছে। বালাঘাটের রাস্তাটি পথশ্রী প্রকল্পের আওতায় আনা হবে।'

উন্নয়নের দাবিতে ভোট বয়কটের পোস্টার। শুক্রবার।

টুকরো খবর

শহিদ দিবস

দিনহাটা, ২৬ ডিসেম্বর : দিনহাটা-১ ব্লকের গোসানিমারি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতে শহিদ দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ কর্মসূচি পালন করল কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড কাউন্সিল। শুক্রবার গোসানিমারি রাজপাটের কাছে এক মিনিট নীরবতা পালনের পাশাপাশি শহিদদের ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়। পাশাপাশি কোচবিহার রাজ্যের দাবিতে কামতেশ্বরী মন্দিরে পুজো হয়। সাতদিনের আলোচনায় সমাধান না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন ব্লক সভাপতি গৌতম রায়।

পথসভা

চ্যাংরাবান্ধা, ২৬ ডিসেম্বর : চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের খেতাবেচা এলাকায় মাধব মন্দির প্রাঙ্গণে শুক্রবার তৃণমূল কংগ্রেসের পথসভা হল। এদিন পথসভায় মেখলিগঞ্জ ব্লক তৃণমূল সভাপতি কেশবচন্দ্র বর্মন, চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ইলিয়াস রহমান সহ অন্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিল।

হেপাজত

চ্যাংরাবান্ধা, ২৬ ডিসেম্বর : গত শনিবার মধ্যরাতে চ্যাংরাবান্ধার একটি লজ থেকে গ্রেপ্তার হওয়া বাংলাদেশি নাগরিক শামিম আল মামুনকে পাঁচদিনের পুলিশি হেপাজত শেষে বৃহস্পতিবার মেখলিগঞ্জ কোর্টে তোলা হয়েছিল। মেখলিগঞ্জ পুলিশ সূত্রে খবর, বিচারক তাঁকে বিচার বিভাগীয় হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। শামিমের ভারতে আসার উদ্দেশ্য সহ বিভিন্ন বিষয়ে পুলিশের তদন্ত জারি আছে।

দুর্ঘটনায় মৃত

পুণ্ডিবাড়ি, ২৬ ডিসেম্বর : লরির ধাক্কায় মৃত্যু হল বাইকচালকের। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে পুণ্ডিবাড়ি থানার মধুপুর মোড় সংলগ্ন এলাকায় বাইককে ধাক্কা মারে লরি। স্থানীয়রা ওই বাইকচালককে উদ্ধার করে কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃত বাইকচালক গফু দে (৩৫)-র বাড়ি রসেরকুঠিতে।

ধান ক্রয়কেন্দ্রে অনিয়ম

চাঞ্চল্য দিনহাটায়, পাইকারদের দাপটে বঞ্চিত কৃষকরা

দিনহাটা, ২৬ ডিসেম্বর : সরকারি মূল্যে ধান কেনা নিয়ে তুমুল হুলুস্থুল দিনহাটায়। গিতালদহ লাইব্রেরি মাঠে সরকারি সহায়কমূল্যে ধান ক্রয়কেন্দ্রে চূড়ান্ত অনিয়মের অভিযোগ। কৃষকরা সেখানে ধান বিক্রি করতে পারছেন না বলে অভিযোগ তুলেছেন। সেখানে ফড়েরা সরকার নির্ধারিত দামের থেকে আরও কম দাম দিয়ে কৃষকদের থেকে ধান কিনে সেই ধান ক্রয়কেন্দ্রে পৌঁছে দিচ্ছে। যা নিয়ে ঝামেলা। শুক্রবার ধান ক্রয়কেন্দ্রে এই নিয়ে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়।

গিতালদহের এই ধান ক্রয়কেন্দ্র ঘিরেই যত অভিযোগ।

উত্তেজনা

- পাইকাররা অল্প দামে কৃষকদের থেকে ধান কিনছে
- কেন্দ্রে এসে সেই ধান সহায়কমূল্যে বিক্রি করে দিচ্ছে
- পাইকারদের দাপটে নাজেহাল কৃষকরা
- এ নিয়ে শুক্রবার উত্তেজনা ছড়ায় ধান ক্রয়কেন্দ্রে

স্থানীয় ওকরাবাড়ির বাসিন্দা আবদুল আজিজ হকের কথায়, সরকারি সহায়কমূল্যে কৃষকদের কাছ থেকে ধন ক্রয় করার কথা। কিন্তু কৃষকদের কাছ থেকে অল্প দামে ধান কিনে পাইকাররা তা সহায়কমূল্যে বিক্রি করছে। এরফলে ন্যায্য দাম থেকে কৃষকরা বঞ্চিত হচ্ছেন। এদিন গিতালদহ লাইব্রেরি মাঠে ধান ক্রয়কেন্দ্রে গিয়ে দেখা গেল, প্রায় ৪৫ কুইন্টাল ধানের বস্তা সারি সারি করে রাখা হয়েছে। কিন্তু কে এই ধান বিক্রি করছেন, সেটা নিয়ে কেউ মুখ খোলেননি। আরেক বাসিন্দা জাহাঙ্গির আলম বলেন, এখানে কৃষকদের অলিখিতভাবে প্রবেশ নিষেধ। পাইকাররাই রাজত্ব করছে। এই দুর্নীতিতে ওপর থেকে নীচে পর্যন্ত আধিকারিকরা জড়িত। এর ফলে কৃষকরা বঞ্চিত হচ্ছেন।

কৃষকদের সরকারি সহায়কমূল্যে ধান বিক্রির জন্য কার্ড রয়েছে। যে কার্ড দিয়ে অনলাইনে স্লট বুক করতে হয়। স্লট বুক হলে একজন কৃষক সারাবছরে ৯০ কুইন্টাল ধান বিক্রি করতে পারেন। কিন্তু অভিযোগ, অনেক ক্ষেত্রে কৃষকরা এই ঝামেলা পোহাতে না চাওয়ায় অল্প টাকার বিনিময়ে এই কার্ড পাইকারদের কাছে বিক্রি করে দেন। তারাই কৃষকদের হয়ে স্লট বুকিং করে কম দাম দিয়ে ধান কিনে নেয়। যা পরবর্তীতে পাইকাররা সরকারি ধান ক্রয়কেন্দ্রে বিক্রি করছে।

যদিও পারচেজ অফিসার মৃন্ময় সরকারের কথায়, এই অভিযোগ ভিত্তিহীন। একজন কৃষকের কার্ড থাকার পাশাপাশি তাঁরা যখন ধান ক্রয়কেন্দ্রে আসেন, তখন প্রত্যেকে বায়োমেট্রিক দিয়ে ধান বিক্রি করতে পারবেন। তাই সেখানে পাইকারদের দাপটের মানেই হয় না। এদিন ধানের কতগুলি বস্তাকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায়, আসলে যাঁদের ধান ছিল তাঁরা কাজে গিয়েছিলেন। পরবর্তীতে তাঁরা কেন্দ্রে এলে সমস্যা মিটে যায়।

স্মারকলিপি দিতে এসে বাকবিতণ্ডা

কোচবিহার, ২৬ ডিসেম্বর : জেলা শাসকের দপ্তরের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ করল উত্তরবঙ্গ প্রতিবন্ধী সংগ্রামী সমিতি। নিজেদের দাবিদাওয়া নিয়ে জেলা শাসকের সঙ্গে দেখা করে স্মারকলিপি জমা দিতে চাইলে সংগঠনের সদস্যদের বাধা দেওয়া হয়। দপ্তরের ভেতরে ঢুকতে দেওয়া তো দূরের কথা, গেট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তাঁরা। তবে শুধুমাত্র জেলা শাসকের সঙ্গে দেখা করার দাবিতে তাঁরা অনড় থাকেন। এই নিয়ে পুলিশের সঙ্গে তাঁদের একপ্রস্থ বাকবিতণ্ডা হয়। এরপর তাঁরা রাস্তায় বসে পড়েন।

সমিতির সদস্য হায়াতুন্নেসা বিবি বলেন, 'প্রতিবন্ধীরা কোনওরকম সরকারি সুযোগসুবিধা পাচ্ছেন না। এমনকি, র‍্যাশন কার্ডেও তাঁদের সুবিধা দেওয়া হচ্ছে না।' পাশাপাশি সংগঠনের দাবি, ভাতা বাড়িয়ে অন্তত ৭ হাজার টাকা করতে হবে। উত্তরবঙ্গে দ্রুত একটি ব্রেইল প্রেস তৈরি, বিশেষভাবে সক্ষমদের কর্মসংস্থান সহ একাধিক দাবি জানানো হয়।

অস্বাভাবিক মৃত্যু

ঘোকসাডাঙ্গা, ২৬ ডিসেম্বর : মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের রুইডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার হরিশ বর্মন (৩৫) নামে এক তরুণের অস্বাভাবিক মৃত্যু হল। তিনি ঘোকসাডাঙ্গা থানায় সিভিক ভলান্টিয়ার হিসাবে কর্মরত ছিলেন। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার কীটনাশক খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন ওই তরুণ। তাঁকে ওই অবস্থায় কোচবিহার এমজেএন সরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শুক্রবার সকালে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। কী কারণে এই ঘটনা ঘটল খতিয়ে দেখছে ঘোকসাডাঙ্গা থানার পুলিশ।

এই স্থানে শ্মশান তৈরির দাবি উঠেছে। পুঁটিমারিতে।

শ্মশান তৈরির দাবি পুঁটিমারির বাসিন্দাদের

বুল নমদাস

নয়ারহাট, ২৬ ডিসেম্বর : মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের নয়ারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের পুঁটিমারি এলাকার বাসিন্দারা বহুদিন ধরে এলাকায় শ্মশান তৈরির দাবি করেছেন। শ্মশান না থাকায় সুটুঙ্গা নদীর পাড়ে খোলা আকাশের নীচে দেহ সৎকার করা হয়। দীর্ঘদিন ধরে উন্মুক্ত স্থানে শবদাহের জেরে দূষণ ঘটছে, শ্মশানযাত্রীদেরও ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। বছরখানেক আগে এই এলাকার এক তরুণ তাপস বর্মন 'দিদিকে বলো' কর্মসূচির মাধ্যমে এই বিষয়টি রাজ্য সরকারের নজরে আনেন। স্থানীয় প্রশাসনের তরফে তাপসকে ফোন করে এই বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যও চাওয়া হয়। তারপর পেরিয়ে গিয়েছে গোটা একটা বছর। শ্মশান নির্মাণ তো দূর অস্ত, গ্রাম পঞ্চায়েতের তফে এখনও পর্যন্ত শ্মশান তৈরির কোনও উদ্যোগ পর্যন্ত নেওয়া হয়নি।

এই বিষয়ে নয়ারহাট গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মাম্পি বর্মন বলেন, 'বিষয়টি আমাদের নজরে আছে। অর্থের ব্যবস্থা হলেই শ্মশান নির্মাণ করা হবে।' এখনও কাজ শুরু না হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করে তাপস বলেন, 'শ্মশান এবং নদীর পাড়ে ছাউনি না থাকায় মানুষকে ভোগান্তি পোহাতে হয়। রাতে সমস্যা আরও বাড়ে। নদীর পাড়ে আলোর ব্যবস্থা না থাকায় মৃতের পরিজনদের অন্ধকারেই শবদাহ এবং আনুষঙ্গিক রীতিনীতি সম্পন্ন করতে হয়। এই কারণে আমি এই বিষয়টি সরকারের নজরে এনেছিলাম। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি।' স্থানীয় বাসিন্দা দীপক বর্মন বলেন, 'সুটুঙ্গার পাড়ে শ্মশান তৈরি হলে শুধু পুঁটিমারি নয়, গেন্দুগুড়ি, দেবোত্তর পানিগ্রামের একাংশের মানুষেরও শবদাহ করার ক্ষেত্রে ভোগান্তি কমবে।' স্থানীয়দের সঙ্গে একমত হয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য সঞ্জয়কুমার বর্মন বলেন, 'শ্মশানের বিষয়ে একাধিকবার বোর্ড মিটিংয়ে আলোচনা হয়েছে। আশা করছি দ্রুত কাজ শুরু হবে।'

> সুটুঙ্গার পাড়ে শ্মশান তৈরি হলে শুধু পুঁটিমারি নয়, গেন্দুগুড়ি, দেবোত্তর পানিগ্রামের একাংশের মানুষেরও শবদাহ করার ক্ষেত্রে ভোগান্তি কমবে।
>
> **দীপক বর্মন** *স্থানীয় বাসিন্দা*

মোবাইলমুখী প্রজন্মের ভরসা কমছে ছাপা অক্ষরে

অমৃতা দে

দিনহাটা, ২৬ ডিসেম্বর : ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে কোচবিহার জেলা বইমেলা। প্রশ্ন উঠছে, প্রতিবছর সেখানে বইপ্রেমী ক্রেতার সংখ্যা বাড়লেও আদতে পাঠক সংখ্যা বলা ভালো গ্রন্থাগারমুখী পাঠক বাড়ছে কি? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে দিন-দিন থমকে যেতে হচ্ছে নবীন থেকে প্রবীণ প্রজন্মকে। সেই থমকে যাওয়ার প্রথম ছেদের রেশটা বোধ হয় পড়তে শুরু করেছে দিনহাটা শহর ও শহর সংলগ্ন এলাকার গ্রন্থাগারগুলিতেও। সারি সারি তাকজুড়ে সাজানো অগণিত বই থাকলেও সেদিকে নজর ফিরছে না আর পাঠকের। প্রশ্ন উঠছে, হাতেগোনা কয়েকজন ছাড়া কেন এরকম লাইব্রেরিবিমুখ সকলে?

এক সময় পড়াশোনার বিষয় থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের জ্ঞান আহরণ হোক কী সাহিত্যচর্চা মধ্যবিত্ত বাঙালির অন্যতম ভরসা ছিল গ্রন্থাগার। দিনহাটা মহকুমার বিভিন্ন গ্রন্থাগারে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পড়ুয়াদের আনাগোনা ছিল চোখে পড়ার মতো। কিন্তু আজ সেই মধ্যবিত্ত বাঙালির হাতের অনায়াস মুঠোয় স্মার্টফোন। তাতে ধরা দিচ্ছে ইন্টারনেটের বিভিন্ন তথ্য আর একটু ঘাঁটাঘাঁটি করতেই সেখানে সহজলভ্য বিভিন্ন দুষ্প্রাপ্য বইয়ের ই-বুক, পিডিএফ। এছাড়া বইমেলা হোক কী বই বাজার- সব জায়গাতেই উপস্থিত বিভিন্ন নামী বই থেকে শুরু করে হাজারো রেফারেন্স বই। 'এই বইটা বাড়িতে ইস্যু করা যাবে না' বা 'সাতদিনের মধ্যে এই বইটা শেষ করে ওই বইটা নিতে হবে' বই পড়ার ক্ষেত্রে এই গোগ্রাসমুখী পাঠক আজ থেকে প্রায় এক দশক আগেই আস্তে আস্তে লাইব্রেরির থেকে মুখ ফেরাতে শুরু করেছেন। পিডিএফ বা সহজেই বাড়িতে বই কিনে আনা বেশিরভাগ পাঠক এখন বই পড়ার ওই তাড়া থেকে মুক্তি পেয়ে আরাম বোধ করছেন 'বাড়িতেই তো রয়েছে, থাক পরে পড়ব'তে। খুদে থেকে শুরু করে তরুণ প্রজন্মের বেশিরভাগ পড়ুয়াই এখন লাইব্রেরিতে বসে এক মনে পড়ার আরামের স্বাদই জানে না।

দিনহাটা শহরে পাইওনিয়ার ক্লাবে একটি গ্রন্থাগার রয়েছে। পাশাপাশি রয়েছে বয়েজ ক্রিয়েশন ক্লাবের প্রাইমারি ইউনিট লাইব্রেরি। ভেটাগুড়ির বাণীবিতান লাইব্রেরি, সাহেবগঞ্জে বিবেকানন্দ ক্লাবের তত্ত্বাবধানে চলা সাহেবগঞ্জ লাইব্রেরি, গোসানিমারি লাইব্রেরি, সব জায়গাতেই কোনওরকমে 'ধুকধুক' করে এই গ্রন্থাগারগুলি চললেও আগের তুলনায় পাঠকের সংখ্যা অনেকটাই কমে গিয়েছে। পাঠকক্ষ অনেক সময় ফাঁকা পড়ে থাকায় বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি কমে যাওয়ায় চিন্তায় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ।

পাঠকহীন গ্রন্থাগার। দিনহাটায়।

এই প্রসঙ্গে জেলা গ্রন্থাগারিক শিবনাথ দে বলেন, 'যাঁরা কেরিয়ার নিয়ে সচেতন, যাঁরা উপন্যাস বা তথ্যনির্ভর বই পড়তে ভালোবাসেন, তাঁরাই মূলত গ্রন্থাগারের পাঠক।' তবে তিনি স্বীকার করেন, এখনও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে সেই আধুনিক স্তরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। তাঁর কথায়, 'আজকের প্রযুক্তিনির্ভর যুগে যেদিন আমরা বাস্তবে সেই পরিষেবা দিতে পারব, সেদিন মানুষ যেমন চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে যায়, তেমনই পড়ুয়ারাও ভিড় করবে গ্রন্থাগারে।'

অভিভাবকদের মধ্যেও এই নিয়ে বাড়ছে উদ্বেগ। দিনহাটা শহরের এক অভিভাবক মিনতি রায় বলছেন, 'আমাদের সময়ে লাইব্রেরি ছাড়া পড়াশোনা কল্পনাই করা যেত না। এখন ছেলেমেয়েরা সারাদিন মোবাইলেই পড়াশোনার কথা বলছে। কিন্তু লাইব্রেরির পরিবেশে যে মনোযোগ তৈরি হয়, সেটা বাড়িতে সম্ভব নয়।' গোসানিমারি এলাকার আরেক অভিভাবক বাবলা সেন জানান, গ্রন্থাগারে গেলে শিশুদের বইয়ের প্রতি আগ্রহ বাড়ে, যা এখন ক্রমশ কমে যাচ্ছে।

পড়ুয়াদের বক্তব্যেও উঠে এসেছে বাস্তবতা। ভেটাগুড়ির এক কলেজ পড়ুয়া স্বপ্নিল রায় জানান, অনলাইনে নোটস ও পিডিএফ সহজে পাওয়া যায়। তবে সাহেবগঞ্জ এলাকার এক ছাত্রী নীলাখী ব্যাধ জানান, লাইব্রেরিতে পড়লে মনোযোগ বেশি থাকে ঠিকই, কিন্তু সময়ের অভাব আর মোবাইলের সহজলভ্যতার কারণে অনেকেই আর আসে না।

তবে এই হারিয়ে যেতে বসা লাইব্রেরির যুগেও অনেকেরই ধারণা, প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে গ্রন্থাগারগুলিকেও আধুনিক করার পাশাপাশি পাঠচক্র, বই নিয়ে আলোচনা ও সচেতনতা কর্মসূচির মাধ্যমে পড়ুয়াদের আবার গ্রন্থাগারমুখী করা গেলে দিনহাটার এই ঐতিহ্যবাহী জ্ঞানকেন্দ্রগুলিতে বইয়ের তাকে ধুলোর আস্তরণ অনেকটাই কমবে।

উদ্বিগ্ন বিপ্লব

রাজ্যে নারী নির্যাতন নিয়ে প্রকাশ্যে উদ্বেগ প্রকাশ করায় বিতর্ক শুরু হয়েছে মৎস্যমন্ত্রী বিপ্লব রায়চৌধুরীকে নিয়ে। বিজেপির কটাক্ষ, রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার পরিস্থিতি যে শোচনীয়, তা মন্ত্রীর কথাতেই স্পষ্ট।

মেট্রোয় ঝাঁপ

শুক্রবার বিকেলে নেতাজি ভবন মেট্রো স্টেশনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করলেন এক যাত্রী। এর ফলে প্রায় ১ ঘণ্টা মেট্রো চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রীরা।

মেলায় আগুন

শান্তিনিকেতনের পৌষমেলার একটি স্টলে শুক্রবার আগুন লাগে। দমকলের দুটি ইঞ্জিন গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এর ফলে মেলায় আসা দর্শকদের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

হেনস্তায় তদন্ত

পরীক্ষার সময় হিজাব পরা এক ছাত্রীকে হেনস্তার অভিযোগের ভিত্তিতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপিকার বিরুদ্ধে তদন্ত কমিটি গঠন করল কর্তৃপক্ষ। তাঁকে বিভাগীয় প্রধানের পদ থেকে সরানোর দাবি তুলেছেন পড়ুয়ারা।

২৫-এর শীতে ২৬-এর তাপ

‘স্মার্ট’ রাজনীতির ব্লু-প্রিন্ট দিলেন অভিষেক

কলকাতা, ২৬ ডিসেম্বর : ২০২৫-এর শেষলগ্ন। কিন্তু রাজনৈতিক আবহাওয়া দেখে মনে হচ্ছে, ক্যালেন্ডারের পাতা উলটে আমরা যেন ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের দোরগোড়ায়। রাজ্য রাজনীতির অলিন্দে এখন একটাই চর্চা- তৃণমূলের নতুন রণকৌশল। শুক্রবারের ভার্চুয়াল বৈঠকে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যে ঝাঁঝালো বার্তা দিলেন, তা আগামী যুদ্ধের পরিপূর্ণ ব্লু-প্রিন্ট।

রাজনীতিতে শব্দের খেলা বড় মারাত্মক। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কিছুদিন আগে রাজ্যে এসে স্লোগান তুলেছিলেন, ‘বাঁচতে চাই, বিজেপি তাই’। রাজনীতির কারবারিরা জানতেন, এর পালটা আসবেই। এল, এবং এল বেশ নাটকীয় ভাবেই। অভিষেকের তোপ, ‘বাঁচতে চাই, তাই বিজেপি বাই’।

তাঁর ব্যাখ্যা, প্রধানমন্ত্রীর ওই স্লোগানে প্রচ্ছন্ন হুমকি রয়েছে- আত্মসমর্পণ না করলে রেহাই নেই। তাই বাংলার মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে বিজেপিকে বিদায় জানানো জরুরি।

আর দলের মূল মন্ত্র? ‘মানবে না হার, আবার তৃণমূল সরকার’- এই স্লোগানেই স্পষ্ট, শাসকদল আত্মতুষ্টিতে ভুগছে না, বরং জানে

সাংবাদিক বৈঠকে অভিষেক।

কঠিন লড়াইয়ে পিছু হটা মানেই অস্তিত্ব সংকট।

বিরোধীরা যখন দুর্নীতির অভিযোগে সরকারকে বিঁধতে ব্যস্ত, অভিষেক তখন হাঁটলেন উলটো পথে। হাতিয়ার করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘উন্নয়নের পাঁচালি’কে। ১ জানুয়ারি, দলের প্রতিষ্ঠা দিবসে শুরু হচ্ছে ‘উন্নয়নের সংলাপ’। এবারের প্রচার গতানুগতিক মিছিল-মিটিং নয়, বরং টার্গেটেড। কর্মসূচি হবে দুটি নির্দিষ্ট ধাপে।

প্রথম ধাপে টার্গেট ‘ওপিনিয়ন মেকার’রা। প্রতিটি বিধানসভায় চিহ্নিত করা হয়েছে ১৮০০ জন ‘ইনফ্লুয়েন্সার’ বা প্রভাবশালী ব্যক্তিকে। শিক্ষক, চিকিৎসক, আইনজীবী, সমাজসেবী- এমন বিশিষ্ট নাগরিকদের কাছে ৩১ জানুয়ারির মধ্যে পৌঁছে যাবেন মন্ত্রী, সাংসদ ও বিধায়করা। তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হবে বিশেষ ‘কিট’।

তাতে থাকবে মুখ্যমন্ত্রীর সই করা চিঠি, ১৫ বছরের উন্নয়নের খতিয়ান এবং রাজ্য সরকারের ৯০টিরও বেশি প্রকল্পের গ্রাফিকস সহ বিস্তারিত তথ্য। বার্তা স্পষ্ট- দিল্লি ২ লক্ষ কোটি টাকা আটকে রাখলেও বাংলা থামেনি। দ্বিতীয় ধাপ শুরু হবে ১ ফেব্রুয়ারি। চলবে ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। এই পর্যায়ে ‘উন্নয়নের পাঁচালি’ নিয়ে নেতারা পৌঁছে যাবেন, আমজনতার দুয়ারে। ভিডিও প্রদর্শনী এবং ছোট ছোট সভার মাধ্যমে তুলে ধরা হবে সরকারের সাফল্যের খতিয়ান।

বৈঠকে দলের নেতাদের অভিষেক সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, মানুষের কাছে যেতে হবে ‘দিদির দূত’ হয়ে, কোনও দাদাগিরি বা ঔদ্ধত্য নিয়ে নয়। রাজনীতির ময়দানে এই ‘ম্যাচিউরিটি’ তৃণমূলের ইউএসপি হতে চাইছে।

সংগঠনের রাশ কষতে তৈরি হয়েছে ‘সাংগঠনিক সিসিটিভি’। প্রতিটি বিধানসভায় তিনটি করে বিশেষ দল গঠন করা হয়েছে, যেখানে স্থানীয় নেতার পাশাপাশি থাকবেন আইপ্যাক-এর প্রতিনিধিরা। কাজে গাফিলতি হলে নজর এড়ানোর উপায় নেই। প্রতিদিনের কাজের রিপোর্ট জমা পড়বে সোজা অভিষেকের দপ্তরে।

তৃণমূলের এই ‘স্মার্ট’ ও ‘কর্পোরেট স্টাইল’ বিরোধীদের কতটা চাপে ফেলবে, তা সময়ই বলবে। তবে এটুকু নিশ্চিত, ‘মানবে না হার’ বলে অভিষেক সুর বেঁধে দিলেন।

সাধুদের সঙ্গে ডেপুটি হাইকমিশনে শুভেন্দু

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৬ ডিসেম্বর : বাংলাদেশে দীপু দাস হত্যাকাণ্ডের বিচার এবং হিন্দুদের ওপর নির্যাতন কবে বন্ধ হবে, তা নিয়ে সেদেশের সরকারের থেকে কোনও আশ্বাস পেলেন না বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুক্রবার বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশনারের সঙ্গে সাক্ষাতের পর এমনটাই দাবি তাঁর। শুভেন্দু বলেছেন, ‘নতুন বছর শুরুর আগে বাংলাদেশে শান্তি না ফিরলে লাখো সাধুসন্তদের নিয়ে ফের ডেপুটি হাইকমিশন অভিযান করব। সেদিন পুলিশের ব্যারিকেড উপড়ে ফেলবেন সাধুসন্তরা। দেখি মমতার পুলিশ কী করে?’

দীপু দাসের হত্যা সহ বাংলাদেশে হিন্দু নিগ্রহের ঘটনার প্রতিবাদে কলকাতার বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশনারের সঙ্গে বারবার দেখা করতে চেয়েও সময় না পাওয়ায় ক্ষুব্ধ শুভেন্দু। কয়েকদিন আগেই হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছিলেন, ‘ফের সময় চেয়েছি। যদি এবার দেখা করতে না চায়, তাহলে উচিত শিক্ষা দেব।’ শুক্রবার বিকাল ৪টের সময় সাক্ষাতের জন্য শুভেন্দুকে সময় দেয় ডেপুটি হাইকমিশন। বুকে দীপু দাসের ছবি ঝুলিয়ে সাধুসন্তদের সঙ্গে মিছিল করে কমিশনে যান তিনি। রীতিমতো ডমরু, ড্রাম, শঙ্খ, কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়ে মিছিল করেন সাধুসন্তরা। বেকবাগানে হাইকমিশনের অদূরে পুলিশের ব্যারিকেডের সামনে মিছিল বাধা পাওয়ার পর সেখানে রাস্তায় বসে পড়েন সাধুসন্তরা। ৫ জন সাধুসন্তকে নিয়ে কমিশনে গিয়ে স্মারকলিপি দেন শুভেন্দু।

পরে তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশে কবে হিন্দুদের ওপর নির্যাতন বন্ধ হবে, কোন অপরাধে চিন্ময় প্রভুকে আটকে রাখা হয়েছে, এসব কোনও প্রশ্নেরই জবাব দিতে পারেননি ওঁরা। আমি সাফ জানিয়ে দিয়েছি, সীমানার ওপারে ২ কোটি হিন্দুর ওপর নির্যাতন চলবে, আর এপারে ১০০ কোটি হিন্দু চুপ করে বসে তা দেখবে না।’ পুলিশের ভূমিকার কড়া সমালোচনা করে শুভেন্দু বলেন, ‘ওপারের ইউনূস আর এপারের মমতার পুলিশ একই। রাজ্যের সরকার হিন্দুবিরোধী। সেই কারণেই সনাতনী হিন্দুদের রক্ষায় ও তাঁদের ওপর নির্যাতনের প্রতিবাদে মিছিলকে স্তব্ধ করতে নির্মমভাবে পুলিশ লাঠিপেটা করে।’ গত মঙ্গলবার হিন্দু জাগরণ মঞ্চের মিছিলে ১৯ জনকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। তাঁদের কয়েকজনের বিরুদ্ধে খুনেরা চেষ্টার ধারাও দিয়েছিল। যদিও আদালতে সেদিনেই জামিনে মুক্তি পেয়েছিলেন ৭ জন। এদিন বাকি ১২ জনকেও ৩ হাজার টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে জামিন দিয়েছে আলিপুর আদালত। একে আন্দোলনের নৈতিক জয় বলে দাবি করে শুভেন্দু বলেছেন, ‘এটা ধর্মরক্ষার লড়াইয়ে নৈতিক জয়। এরপর মমতার পুলিশকে উচিত শিক্ষা দিতে গঙ্গাসাগর ফেরত সাধুসন্তদের নিয়ে এই পুলিশ কমিশনারকে যোগ্য জবাব দেব।’ দীপু দাস ইস্যুতে শুধু কলকাতাই নয়, দিঘা সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় এদিন বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ মিছিল করেছে নানা হিন্দুত্ববাদী সংগঠন।

শুক্রবার কলকাতায় বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশনের পথে শুভেন্দুরা। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়।

কমিশন সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ায় জটিলতা

বিপাকে ওয়েটিং লিস্টের প্রার্থীরা

কলকাতা, ২৬ ডিসেম্বর : নিয়োগের জট খোলার বদলে তাকে আরও পাকিয়ে তোলাই যেন দস্তুর হয়ে দাঁড়িয়েছে স্কুল সার্ভিস কমিশনের। ২০১৬-র প্যানেল নিয়ে ‘যোগ্য-অযোগ্য’ টানাপড়েনের মাঝেই এবার ওয়েটিং লিস্টের প্রার্থীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে শুরু হলো নতুন আইনি চাপানউতোর। হাইকোর্টের স্বচ্ছতা বজায় রাখার নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে কমিশন সোজা সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হওয়ায় ফের প্রশ্নের মুখে তাদের সদিচ্ছা।

ঘটনার সূত্রপাত কলকাতা হাইকোর্টের দুটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশকে কেন্দ্র করে। এক, ২০১৬-র ওয়েটিং লিস্টে থাকা প্রার্থীদের ইন্টারভিউ ও লেকচার ডেমনস্ট্রেশনে সুযোগ দেওয়া এবং দুই, স্বচ্ছতার স্বার্থে গোটা প্রক্রিয়ার ভিডিওগ্রাফি করা। মামলাকারীদের যুক্তি ছিল, দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত প্যানেলের প্রার্থীরা যদি বয়সের ছাড়ের সুবিধা পান, তবে দাগি না হয়েও ওয়েটিং লিস্টের প্রার্থীরা কেন বঞ্চিত হবেন? হাইকোর্ট সেই যুক্তিতে মান্যতা দিলেও, কমিশন তা মানতে নারাজ। তাদের পাল্টা যুক্তি, যে মূল মামলার রায়ের ভিত্তিতে হাইকোর্ট এই নির্দেশ দিয়েছিল, তার ওপর শীর্ষ আদালতের অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ রয়েছে। তাই এই নির্দেশের বিরুদ্ধে তারা সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছে।

কমিশনের এই পদক্ষেপে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন চাকরিপ্রার্থীরা। আইনজীবী গোপা বিশ্বাসের মতে, ‘ইন্টারভিউ প্রক্রিয়ার ভিডিওগ্রাফি আটকাতে কমিশনের এই অতিসক্রিয়তাই প্রমাণ করে, তারা আদৌ স্বচ্ছতার পক্ষপাতী নয়।’

অন্যদিকে, আইনজীবী ফিরদৌস শামিম সাফ জানাচ্ছেন, আইনি লড়াই চলবে, কিন্তু কমিশন অকারণে প্রক্রিয়াটি দীর্ঘায়িত করে নতুন জটিলতা তৈরি করল। সব মিলিয়ে, হাইকোর্টের নির্দেশে যেটুকু আশার আলো দেখা গিয়েছিল, কমিশনের সুপ্রিম-যাত্রায় তা ফের আইনি প্যাঁচে আটকে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হল।

নাম, পদবি বিভ্রাট মেটাবেন বিএলও-রা

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৬ ডিসেম্বর : আদালতে বাতিল হওয়া ওবিসি শংসাপত্র এসআইআর-এর নথি হিসাবে গ্রহণযোগ্য হবে কি না সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে ২৯ ডিসেম্বর রাজ্যের সঙ্গে বৈঠক করবে কমিশন। শনিবার থেকে শুরু হচ্ছে ভোটার তালিকার শুনানি। এদিকে শুনানির ভার লাঘব করতে বাবার নামের গণ্ডগোলের মতো নাম-পদবিতে গণ্ডগোলে আনম্যাপড হয়ে যাওয়া প্রায় ২৫ লক্ষ ভোটারের নথি গ্রাউন্ড লেভেলে খতিয়ে দেখে তা মিটিয়ে ফেলার জন্য বিএলওদের নির্দেশ দিয়েছে কমিশন।

শনিবার রাজ্যের ২৯৪টি বিধানসভার প্রতিটিতে শুনানি শুরু হচ্ছে। তার জন্য সমস্ত রকমের প্রস্তুতি চূড়ান্ত হয়েছে বলে এদিন জানিয়েছেন সিইও মনোজ আগরওয়াল। শুনানিতে যাঁরা ডাক পাবেন, তাঁদের কমিশন নির্দিষ্ট ১১টি শংসাপত্রের কোনও একটি পেশ করতে হবে। এর মধ্যে অন্যতম জাতিগত শংসাপত্র। ওবিসি শংসাপত্র সেক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ নথি। কিন্তু গত ২০১০-এর পর থেকে ২০২৪ পর্যন্ত রাজ্য সরকারের দেওয়া ওবিসি শংসাপত্র হাইকোর্ট বাতিল করে দেওয়ায় তা মান্যতা পাবে কি না সে বিষয়ে কমিশনকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে বলে জানিয়ে দেয় আদালত। তার প্রেক্ষিতে রাজ্যের ওবিসি দপ্তরের কাছে এই সময়কালে ইস্যু হওয়া শংসাপত্রের সংখ্যা ও বিস্তারিত তথ্য চেয়ে পাঠিয়েছিল সিইও দপ্তর। সিইও জানিয়েছেন, শংসাপত্র ইস্যু সংক্রান্ত সরকারি আদেশনামা খতিয়ে দেখে বিষয়টি নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। সেই লক্ষ্যে ২৯ ডিসেম্বর রাজ্যে ওবিসি দপ্তরের সঙ্গে বৈঠকে বসতে চলেছে সিইও দপ্তর।

অন্যদিকে, মাইক্রোঅবজার্ভাররা নিয়েই সমস্যায় পড়েছে সিইও দপ্তর। দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চেয়ে আবেদনের লাইন পড়ে গিয়েছে মাইক্রোঅবজার্ভারদের। অন্তত ২০০-র বেশি আবেদন জমা পড়েছে। সিইও সাফ জানিয়েছেন, উপযুক্ত প্রমাণ ছাড়া কাউকে অব্যাহতি দেওয়া যাবে না। তারপরেও অনুপস্থিত বা গাফিলতি হলে শোকজ করা হবে।

প্রতিটি শুনানিকেন্দ্রে কম-বেশি ৫ থেকে ১১ জন হিসাবে তিন হাজারের বেশি মাইক্রোঅবজার্ভার থাকবেন।

মন্ত্রীদের সঙ্গে বসবেন মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ২৬ ডিসেম্বর : সরকারের গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরগুলির কাজ জানুয়ারির মধ্যেই শেষ করাতে চান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। খুব প্রয়োজন হলে সময়সীমা ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি গড়াতে পারে। এই মুহূর্তে রাজ্যের মন্ত্রীরা নিজের এলাকায় এসআইআর-এর কাজে ব্যস্ত। তাই দপ্তর-সচিবদের বেশি সক্রিয় হতে হয়েছে। মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ সচিবদের কাজে মনিটরিং করছেন। তবু উন্নয়নমূলক কাজের ব্যাপারে ততটা সন্তুষ্ট হতে পারছেন না মুখ্যমন্ত্রী।

সেই পরিপ্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রী জানুয়ারির শুরুতেই তাঁর সতীর্থ গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের মন্ত্রীদের মুখোমুখি হতে চাইছেন। সেইসঙ্গে জানুয়ারির শুরুতে মন্ত্রীসভার বৈঠক তো আছেই। এসআইআর-এর কাজ সামলে দপ্তরের কাজে মন্ত্রীদের নজর দিতে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

সকল পক্ষী, মৎস্যভক্ষী... *বর্ধমানে। ছবি-পিটিআই।*

নিয়োগে ফের দেরি

কলকাতা, ২৬ ডিসেম্বর : কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে ফের ভেরিফিকেশন করতে ও ইন্টারভিউ নিতে হবে স্কুল সার্ভিস কমিশনকে। ফলে নিয়োগ প্রক্রিয়া ফের বিলম্ব হতে পারে। সুপ্রিম কোর্টে এসএসসি বলেছিল, ৭ জানুয়ারি একাদশ-দ্বাদশ স্তরের চূড়ান্ত মেধাতালিকা প্রকাশ করা হবে। কিন্তু নতুন করে ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া আয়োজনের ফলে এই হলফনামা মানা সম্ভব হবে না বলে আশঙ্কা করছেন এসএসসির আধিকারিকরা। ২৯ ডিসেম্বর নবম-দশমের তথ্য যাচাই প্রক্রিয়াও শুরু করা সম্ভব নয়। নিয়োগ প্রক্রিয়ায় এই বিলম্বের খবরে ফের দুশ্চিন্তায় চাকরিহারারা। তাঁদের বক্তব্য, পড়াশোনা করার জন্য যখন এসএসসির কাছে সময় চাওয়া হয়েছিল, তখন তড়িঘড়ি এসএসসি পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল কেন?

১৬ ডিসেম্বর হাইকোর্ট নির্দেশ দেয়, যাঁরা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ক্যাটিগোরি আপডেট করতে পারেননি, তাঁদের আবার সুযোগ দিতে হবে। এই নির্দেশ মেনে এসএসসি একাদশ-দ্বাদশ স্তরের চাকরিপ্রার্থীদের জন্য ক্যাটিগোরি আপডেটের সুযোগ দিয়েছিল। কমিশন সূত্রে খবর, সেখানে ১৫০ জন প্রার্থী আবেদন করেছেন। নতুন করে আবেদন করা এই প্রার্থীদের ফের তথ্য যাচাই করে ইন্টারভিউ নিতে অতিরিক্ত সময়ের প্রয়োজন। এই কারণে পূর্ব ঘোষিত সময়ের মধ্যে একাদশ-দ্বাদশ স্তরের মেধাতালিকা প্রকাশ ও নবম-দশম স্তরের ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া শুরু করা সম্ভব নয় বলেই মনে করছেন এসএসসির আধিকারিকরা। তবে এই সময়সীমা মেনে কাজ শেষ করার চেষ্টা চালাচ্ছে এসএসসি। তবে কমিশনের ওপর ভরসা রাখতে পারছেন না ‘যোগ্য’ চাকরিহারারা। তাঁদের প্রশ্ন, নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করতে যখন এসএসসি বিলম্ব করবেই, তখন অতিরিক্ত সময় ‘যোগ্য’ চাকরিহারাদের প্রস্তুতির জন্য দেওয়া হল না কেন? বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও পরীক্ষা পিছোনো হল না কেন?

বঞ্চনার অভিযোগে সরব হয়ে চাকরিহারা শিক্ষক রাকেশ আলম বলেন, ‘নিয়োগ প্রক্রিয়া দ্রুত শেষ না হলে যোগ্যরা আরও বেশি শারীরিক ও মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়বেন। আদালতে হলফনামা দেওয়ার পরও একাধিক অজুহাতে এসএসসি নিয়োগ পিছোচ্ছে। আদৌ কমিশন স্বচ্ছ নিয়োগ করতে পারবে কি না, সেই নিয়ে আমাদের আশঙ্কা বাড়ছে।’

জনসভা নয়, বৈঠকে জোর শা’র

কলকাতা, ২৬ ডিসেম্বর : আসন্ন তিন দিনের রাজ্য সফরে ‘শাহ-ই’ গর্জন থাকছে না, বরং প্রকাশ্য সভার বদলে তিনি বেছে নিচ্ছেন রুদ্ধদ্বার বৈঠকের ‘নিঃশব্দ কূটনীতি। রাজনৈতিক মহলের মতে, ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে বঙ্গ বিজেপির ছন্নছাড়া সংগঠনকে ট্র্যাকে ফেরানোই এখন চাণক্যর ‘প্রাইম টার্গেট’। ২৯ ডিসেম্বর রাতে কলকাতায় পা রাখছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তবে এবার ব্রিগেড বা ধর্মতলা নয়, তাঁর গন্তব্য সায়েন্স সিটি অডিটোরিয়াম এবং দলীয় কার্যালয়। সূত্রের খবর, ৩০ ডিসেম্বর সাংবাদিক বৈঠক ও কোর কমিটির সঙ্গে ম্যারাথন বৈঠকে বসবেন তিনি। দলে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব আর সমন্বয়ের অভাব যেখানে নিত্যদিনের ঘটনা, সেখানে শাহের এই ‘ক্লাস’ বঙ্গ নেতাদের জন্য যথেষ্ট অস্বস্তির কারণ হতে পারে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে, ওইদিন রাতেই আরএসএস-এর পূর্বাঞ্চলীয় নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর একান্ত বৈঠক বুঝিয়ে দিচ্ছে, সংঘ পরিবারের সঙ্গে দলের ফাটল বোজাতে আসরে নামছেন খোদ শাহ।

জনসংযোগের কৌশল হিসেবে ৩১ ডিসেম্বর উত্তর কলকাতায় গিরীশ ঘোষের মূর্তি থেকে ভগিনী নিবেদিতার বাড়ি পর্যন্ত পদযাত্রা করবেন তিনি। তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের নজর ১৪১টি ওয়ার্ডের বুথকর্মীদের সঙ্গে সায়েন্স সিটির বৈঠকের দিকে। শহুরে ভোটব্যাংকে ধস নেমেছে, তা বিলক্ষণ জানেন শাহ। তাই ওপরতলার নেতাদের ভাষণের চেয়ে নিচুতলার কর্মীদের সঙ্গে সরাসরি সংবাদেই ভরসা রাখছেন তিনি। মোদি আসার আগে জমি শক্ত করাই এখন শাহের ‘মিশন’।

ফুলবদল পার্নোর

কলকাতা, ২৬ ডিসেম্বর : রাজনীতিতে সব সম্ভব, তার প্রমাণ মিলল আরও একবার। একুশের নির্বাচনে যা ছিল সংঘাত, চব্বিশের শেষে এসে তা মিউজিক্যাল চেয়ারে পরিণত হলো! শুক্রবার গেরুয়া শিবির ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিলেন অভিনেত্রী পার্নো মিত্র। আর এই দলবদল উস্কে দিল এক চরম রাজনৈতিক আয়রনি বা বিড়ম্বনা।

২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে বরানগর কেন্দ্রে বিজেপির টিকিটে লড়ে তৃণমূলের তাপস রায়ের কাছে পরাস্ত হয়েছিলেন পার্নো। ভাগ্যের পরিহাসে সেই তাপস রায় এখন

কটাক্ষের শিকার

বিজেপির ‘সম্পদ’, আর তাঁর কাছে হেরে যাওয়া পার্নো আজ ‘ভুল শুধরে’ জোড়াফুলের আশ্রয়ে। এই ঘটনায় তাপস বলেন, ‘তৃণমূল দলটা এখন অভিনেতা-অভিনেত্রীতে ভরা। কয়েকদিন পরে ওটা আর রাজনৈতিক দল থাকবে না।’ এদিন তৃণমূল ভবনে মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও জয়প্রকাশ মজুমদারের হাত ধরে দলবদলের পর অভিনেত্রীর স্বীকারোক্তি, ‘মানুষ মাত্রই ভুল করে। বিজেপিতে গিয়ে ভেবেছিলাম বাংলার বদল হবে, কিন্তু মোহভঙ্গ হয়েছে।’

তবে রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন উঠছে অন্য জায়গায়। গত বিধানসভা নির্বাচনে হারের পর রাজনীতির ময়দানে কার্যত অদৃশ্য ছিলেন পার্নো। মাঝেমধ্যে মদন মিত্রের সঙ্গে ‘নৌকাবিহার’ বা পার্টিতে দেখা যাওয়া ছাড়া রাজনৈতিক কোনও কর্মসূচিতে তাঁকে দেখা যায়নি।

ভোটের মুখে গ্ল্যামার বাড়াতে সেলিব্রিটিদের দলবদল নতুন নয়, কিন্তু সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্কহীন, জনবিচ্ছিন্ন একজন অভিনেত্রীকে দলে নিয়ে তৃণমূলের আদৌ কোনো লাভ হবে কি? নাকি তাপস রায় বিজেপিতে যাওয়ায় বরানগরে নতুন মুখের সন্ধানেই এই চাল শাসকদলের? পার্নো আদতে রাজনীতির মাঠে কতটা প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠতে পারবেন, নাকি নিছকই ‘তারকা কোটা’য় থেকে যাবেন— উত্তর মিলবে কয়েক মাসের মধ্যেই।

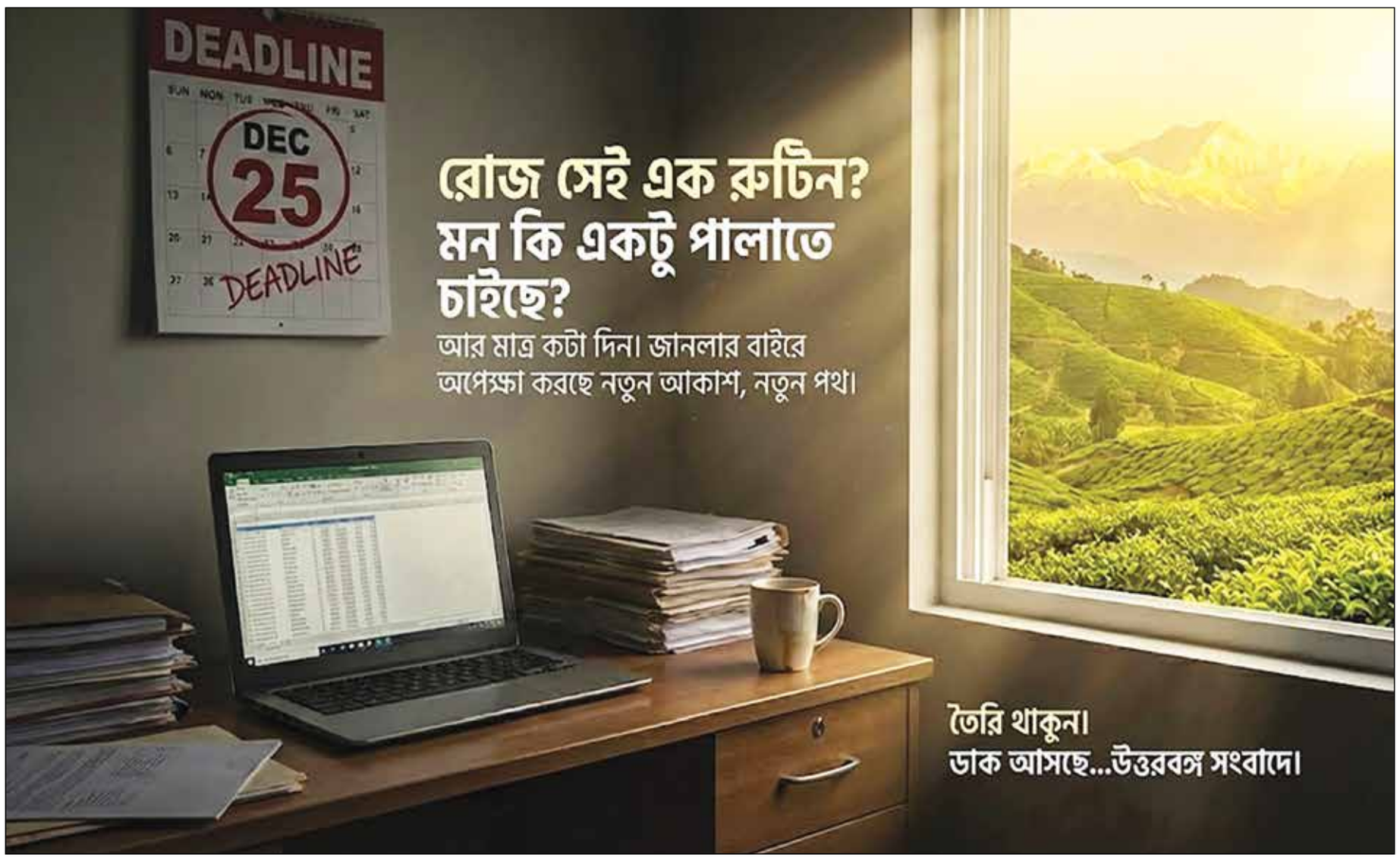

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২১৮ সংখ্যা, শনিবার, ১১ পৌষ ১৪৩২

শাসকের সাময়িক স্বস্তি

আদালতের জোড়া নির্দেশে স্বস্তি শাসকের। রাজ্য ও জিটিএ'র শাসকদলের আপাতত দুশ্চিন্তা ঘুচল। তাছাড়া জিটিএ'র সিদ্ধান্তে পর্যটকদের যাতায়াতের জটিলতা কাটল। এতে যেমন অচলাবস্থার অবসান হল, তেমনই ক্ষোভ থেকে রেহাই মিলল শাসকদলের। পাহাড়ে নতুন করে অচলাবস্থা তৈরির আশঙ্কায় অসন্তোষ বাড়ছিল রাজ্য সরকার ও জিটিএ'র ওপর। শাসকদল হিসাবে তৃণমূল ও ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক পার্টি এতে বেকায়দায় পড়েছিল।

তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করে পাহাড়ে অচলাবস্থার আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল। প্রথমত, হাইকোর্ট ৩১৩ জন শিক্ষকের নিয়োগ বাতিল করে দেওয়ায় পাহাড়ে মাধ্যমিক স্তরের পঠনপাঠন বিঘ্নিত হতে পারত। ওই শিক্ষকরা অনির্দিষ্টকালের স্কুল ধর্মঘটের ডাক দেওয়ায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, আবগারি দপ্তর দার্জিলিংয়ের ঐতিহ্যবাহী রেস্তোরাঁ গ্লেনারিজের পানশালা বন্ধ করে দেওয়ায় বড়দিন ও নববর্ষের মরশুমে পর্যটকদের বিরক্তির কারণ হয়ে উঠেছিল। যার প্রভাব পর্যটনের ওপর পড়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল।

আরেকটি অচলাবস্থা তৈরি হয়েছিল পাহাড় ও সমতলের গাড়িচালকদের বিরোধে। সমতলের গাড়ি পাহাড়ে স্বাভাবিক যাতায়াতে বাধা পাচ্ছিল। আবার পাহাড়ের গাড়িচালকরা সমতলে এসে বিড়ম্বনায় পড়ছিলেন। পর্যটনের মরশুমে এতে পাহাড়ের অর্থনীতি ক্ষতির মুখে দাঁড়িয়েছিল। এই তিন বিড়ম্বনাতেই আপাতত ইতি পড়েছে। প্রথম দুটি সমস্যার সমাধান হয়েছে আদালতের সৌজন্যে। হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ অন্তত আপাতত শিক্ষকদের চাকরি বাতিলের ভয়ংকর সমস্যা থেকে মুক্তি দিয়েছে।

ওই বেঞ্চের রায়ে ১২ সপ্তাহ চাকরি বাতিলের নির্দেশটি কার্যকর হবে না। শিক্ষকদের ধর্মঘট আগেই স্থগিত হয়েছিল জিটিএ'র পরামর্শে। এখন হাইকোর্টের সিদ্ধান্তে শিক্ষকরা স্বস্তি পাওয়ায় পাহাড়ের স্কুলগুলিতে পঠনপাঠন বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকল না। কয়েক মাসের মধ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা থাকায় যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছিল, তাতে জল ফেলল হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের রায়। গ্লেনারিজের পানশালাও আপাতত খোলা রাখতে নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট।

ওই রায়ে পানশালাটি খোলা রাখার ওপর নিষেধাজ্ঞা ১২ জানুয়ারি পর্যন্ত স্থগিত রাখা হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত যত না রেস্তোরাঁ মালিকের জন্য স্বস্তি, তার চেয়েও বেশি উচ্ছ্বাসের পর্যটকদের জন্য। দার্জিলিং বেড়াতে গেলে গ্লেনারিজে ঢুঁ মারা পর্যটকদের কাছে প্রায় রীতি হয়ে আছে। তাঁদের অনেকে পছন্দের পানশালাটিতেও সময় কাটান। আকর্ষণের কেন্দ্র সেই পানশালায় সরকারি নিষেধাজ্ঞা পর্যটন ব্যবসার ওপর আঘাতের শামিল বলে মনে করা হচ্ছিল।

আদালতের নির্দেশে দুই বিড়ম্বনায় তীব্র সমালোচিত হচ্ছিল রাজ্য প্রশাসন ও জিটিএ। দুই সিদ্ধান্তে মুখ পুড়েছিল তৃণমূল ও ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক পার্টির। পাহাড়-সমতলের পর্যটকবাহী গাড়ি চলাচলকে কেন্দ্র করে বিরোধে সেই সমালোচনা আরও বাড়ে। পাহাড় ও রাজ্যের প্রশাসন ভোটের অঙ্কে চুপ করে আছে বলে অভিযোগ ওঠে। তাছাড়া বেড়ানোর মরশুমে গাড়ি চলাচলে এমন সমস্যায় পর্যটকদের হয়রানি বাড়ে। পর্যটন ব্যবসায় ক্ষতির আশঙ্কায় ক্ষুব্ধ হন পাহাড়বাসী। তাঁদের সারা বছরের রোজগারের অনেকটা এই সময়ে হয়ে থাকে।

শেষপর্যন্ত অবশ্য জিটিএ'র হস্তক্ষেপে সেই বিরোধ মিটিছে। জিটিএ'র পরামর্শে পাহাড়ের চালকরা সমতলের গাড়ি চলাচলে আর বাধা না দিতে সম্মত হয়েছেন। পাহাড়ের গাড়িও এখন সমতলে স্বাভাবিক যাতায়াত করবে। এতে পর্যটন ব্যবসার বাধা কেটেছে। জিটিএ এই সমস্যা মেটাতে সক্রিয় হওয়ায় ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক পার্টির ওপর ক্ষোভ প্রশমিত হয়েছে। সমতলেও বিরোধ মিটে যাওয়ায় রাজ্য প্রশাসন ও তৃণমূল অনেকটা স্বস্তি পেয়েছে।

আদালত ও জিটিএ এই তিন পদক্ষেপ না করলে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে পাহাড় ও সমতল- দুই জায়গাতেই ক্ষোভের মুখে পড়ত শাসকদল। ভোটে তার প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা থাকত। যদিও শিক্ষকদের চাকরি বাতিলের নির্দেশ খারিজ হলেও জট এখনও কাটেনি। ১২ সপ্তাহ পর স্থগিতাদেশ উঠে গেলে ফের বিড়ম্বনায় পড়বেন পাহাড়ের শিক্ষকরা। সেক্ষেত্রে আবার চাপে পড়বে শাসকদল।

অমৃতধারা

একাগ্রতা সাধনে প্রথম করণীয় কাজ হল চঞ্চল মনকে সর্বদা শিক্ষা দেওয়া যেন সে কোনও একটিমাত্র প্রসঙ্গ সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট মননের একটি মাত্র ধারা স্থির ও অচঞ্চলভাবে অনুসরণ করায় অভ্যস্ত হয়, আর এ তার করা চাইই এমনভাবে, যাতে তার মনোযোগ বিচ্যুত করার সকল প্রলোভন ও প্রতিকূল আহ্বান অগ্রাহ্য করে অবিক্ষিপ্ত থাকে। আমাদের সাধারণ জীবনে এরকম একাগ্রতা প্রায়ই আসে, কিন্তু মনকে নিযুক্ত রাখার জন্য যখন কোনও বাহ্য বস্তু বা ক্রিয়া থাকে না তখন আন্তরভাবে এই একাগ্রতা সাধন আরও দুরূহ হয়ে ওঠে, অথচ এই আন্তর একাগ্রতাই জ্ঞানসাধকের অবশ্য সাধ্য। যার একমাত্র উদ্দেশ্য হল অবধারণ করা ও প্রত্যয়গুলোকে বুদ্ধিগতভাবে যুক্ত করা।

- শ্রীঅরবিন্দ

দেবের হেনস্তা, টালিগঞ্জ ও তৃণমূল

বাংলার এক নম্বর নায়ক ও সাংসদের হতাশার বিস্ফোরণ বোঝাচ্ছে, তৃণমূলের দাদাগিরিতে বাংলা সিনেমার কী দুর্দশা।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

গতবারই তিনি ভোটে দাঁড়াতে চাইছিলেন না আর। শেষপর্যন্ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চাপে এবং অনুরোধে আবার তাঁকে লোকসভা নির্বাচনে দাঁড়াতে হয়েছিল। এবং তিনি জিতেছিলেন।

মমতার খুব কাছের মানুষ বলে পরিচিত সেই দেবকে টালিগঞ্জে তৃণমূল লবির হাতেই কি হেনস্তা হতে হচ্ছে বারবার? তাঁর সাম্প্রতিকতম ছবি প্রজাপতি টু মুক্তির প্রেক্ষিতে আলাদা করে কিছু ইন্টারভিউ দিয়েছেন সাংসদ অভিনেতা। যা খুব স্বাভাবিক। প্রত্যেক ছবির ক্ষেত্রেই নায়ক-নায়িকারা করে থাকেন।

সেখানে বাংলার এক নম্বর নায়ক যে কথাগুলো বলেছেন তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যার মধ্যে লেগে রয়েছে চরম বিরক্তি ও বিদ্রোহের ইঙ্গিত। সেখানে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে আরেকবার, টালিগঞ্জ ইন্ডাস্ট্রির কী করুণতম অবস্থা। কতটা খেয়োখেয়ি এই ছোট্ট ইন্ডাস্ট্রিতে। হলে সিনেমা মুক্তির ব্যাপারে কত নোংরামো চলে।

মাঝে আড়ালে চলে যাচ্ছিলেন। পরে টিপিকাল নায়কের বদলে বেশ কিছু অন্য ধরনের চরিত্রে অভিনয় করতে গিয়ে দেবের বাজার ফিরে আসে আবার। এখন আবার তিনি পরিচিত নায়কের ভূমিকায় ফিরে এসেছেন এবং আবার তাঁর রমরমা। তাঁর ধারেকাছে এখন কোনও নায়ক নেই। যিনি ছিলেন, সেই জিতের পরপর বেশ কিছু সিনেমা বাজারে লাগেনি। অথচ সেই দেবের নতুন ছবি সিনেমা হলে নিতে অনেক জায়গায় সমস্যা তৈরি হচ্ছে এখন। অথচ ইন্ডাস্ট্রি তৃণমূলময়।

দেব সেখানে কী কী কথা বলেছেন তা জানানোটা খুব জরুরি।

১) কেউ ইন্ডাস্ট্রির স্বার্থে লড়ছে না, সকলে দেবের বিরুদ্ধে লড়ছে।

২) স্ক্রিনিং কমিটি প্রথমেই চেয়েছে, ২০২৬ পুজোয় যেন দেবের ছবি না আসে। আমার সামনেই বলা হয়েছে এটা।

৩) যার ছবি একমাত্র ধারাবাহিকভাবে ব্যবসা দিয়ে যাচ্ছে, তাকেই আটকে দেওয়া হচ্ছে।

৪) একটা সিনেমা হলে আমার ছবি নিয়ে বাদ দেওয়া হল। কার ওপর আঙুল তুলব জানি না, সবই তো আমাদের লোক। মনে হচ্ছে দেব বনাম ইন্ডাস্ট্রি হয়ে যাচ্ছে।

৫) পলিটিকাল পার্টিকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। নিজেদের কাছের লোকের সঙ্গে লড়াই হচ্ছে।

৪) স্ক্রিনিং কমিটির প্লাস পয়েন্ট যত, মাইনাস পয়েন্ট তার দশগুণ। কেউ বেঁধে দিতে পারে না, কে কখন ছবি রিলিজ করবে।

৫) হিংসে, রাগ, অভিমান রোগটা ক্যানসারের থেকেও ভয়ংকর। এ সব নিয়ে ভাবলে আর জীবনে এগোনো যাবে না। যারা আমায় রাজনীতি নিয়ে জ্ঞান দিত, তাদের সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছি।

৬) ২০ বছর ইন্ডাস্ট্রিতে কাটিয়ে এখনও আমায় বলতে হচ্ছে, আমায় শো দিন।

৭) যেদিন আমি স্বপ্ন দেখা বন্ধ করে দেব, যেদিন বাংলা ছবি নিয়ে ভাবা বন্ধ করে দেব, ভাবব, যা আছে, ঠিক আছে, সেদিন কারও সঙ্গে লড়াই হবে না। নিজের বন্ধুদের সঙ্গেই এখন ভালোবাসা চলছে!

দুই বিশ্বাস ভাইয়ের হাতে নিয়ন্ত্রিত টলিউডে এখন অন্য পার্টির লোকজনদের অভিনয় পাওয়ার সম্ভাবনাই নেই। দাদাগিরি করে যাঁরা অন্য পার্টির অভিনেতাদের অভিনয় করতে দেন না, তাঁরা অনেকে অধিকাংশ সময়ই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম করে দেন। মমতার নাকি এখানে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এইভাবে ফিল্ম ফেস্টিভাল থেকে শুরু করে টিভির অনুষ্ঠান, গানের অনুষ্ঠানে ছড়ি ঘোরান অনেকে। বাস্তবে হয়তো মমতা এসব জানেনই না। আর জানার কথা নয়।

এই রাজনীতি আসলে আসল রাজনীতির থেকেও খারাপ। গত কয়েক বছর ধরে দেবের ছবি সরকারি প্রেক্ষাগৃহে দেখানো হয় না।

এখানে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, বাংলা ছবির এক নম্বর নায়ককেই যদি এমন হতাশায় ভুগে এরকম কথা বলতে হয়, তা হলে বাকি অভিনেতাদের কী দুরবস্থা হবে? এখানে ভালো ছবি পাবেনই বা কী করে?

বাংলার অভিনেতারা এত প্রচার পান কিছু ওয়েব বা পত্রিকায়, অথচ আইএমডিবির বিচারে নতুন শতাব্দীর ২৫ বছরে সেরা ১০০ ছবির মধ্যে একটা বাংলা ছবি নেই।

দেবের বিরুদ্ধে তৃণমূলের কিছু নেতা বাজার তাতান তাঁর ছবিতে মিঠুন চক্রবর্তী থাকেন বলে। মিঠুনের সঙ্গে দেবের সম্পর্ক ভালো। তৃণমূলের কিছু নেতা প্রশ্ন তোলেন, মিঠুন যখন মমতার নামে যা-তা বলে বেড়ান, তখন কেন সাংসদ হয়ে তাঁর প্রতিবাদ করেন না দেব? কেন মিঠুনের সঙ্গে তাঁর অতিরিক্ত দহরম-মহরম।

এই প্রশ্নটা উড়িয়ে দেওয়া যায় না মোটেই। দেবের এখানে যুক্তি, সিনেমা এবং রাজনীতিকে তিনি আলাদা রাখতে চান। বিজেপি নেত্রী রূপা গঙ্গোপাধ্যায়কেও তিনি তাঁর ছবিতে রেখেছিলেন। দেবের যুক্তি প্রশংসনীয়। রাজনীতির বাংলা বাজারে যেখানে সৌজন্যই চলে যাচ্ছে, সেখানে দেব অন্তত স্রোতের বিরুদ্ধে হাঁটছেন। তৃণমূলের মেজো, সেজো কর্তারা এ নিয়ে কথা বলছেন। কিন্তু এক নম্বর বা দু'নম্বর, মানে মমতা বা অভিষেক এই প্রসঙ্গে নিজেরা কোনও কথা বলেননি। তৃণমূলের প্রতিবাদীদের সঙ্গে মমতা-অভিষেক কি একমত নন, না, মমতা-অভিষেকরা নিজে কিছু বলতে না পেরে মেজো, সেজোদের এগিয়ে দিয়েছেন?

আবার এর উলটোদিকও রয়েছে। তৃণমূলের কিছু নেতা অন্য পার্টির অভিনেতা-অভিনেত্রীদের বাজারই বন্ধ করে দিতে চাইছেন নিজেরা দাদাগিরি দেখিয়ে। এটা অত্যন্ত অন্যায়। আবার এটাও ঠিক, মিঠুন যেভাবে মমতাকে আক্রমণ করেছেন, যেভাবে অনেক সুযোগসুবিধা নিয়েও পালটি খেয়েছেন, তাঁর সঙ্গে দহরম-মহরম করা তৃণমূলের কোনও সাংসদের সাজে না। সে মিঠুন যত বড়ই অভিনেতা হোন না কেন। দেবের পাশাপাশি রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ও মিঠুন সংকীর্তনে নেমেছেন। তাঁকে কিন্তু মেজদা, সেজদারা কিছু বলেননি।

নতুন ছবিকে কেন্দ্র করে দেবের সঙ্গে আবার যা হচ্ছে, সেটা অত্যন্ত অন্যায়। আসলে একেবারে ছোট্ট টালিগঞ্জে যে ভেতরে কী খেলা চলছে, তা কেউ জানে না। খেলা মাঝে মাঝেই পালটে যায়। এই যে স্বরূপ বিশ্বাসের একনায়কতন্ত্র নিয়ে একদল পরিচালক প্রযোজক মাঝে সোচ্চার হলেন। মাসখানেকের মধ্যেই দেখা গেল, তাঁদের অনেকে টালিগঞ্জে ফেডারেশনের অফিসে স্বরূপকে ঘিরে বসে।

পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়ের মতো তথাকথিত বুদ্ধিজীবী অভিনেতা প্রথমে বিদ্রোহ করলেন। পরে আচমকা বিবৃতি দিয়ে বললেন, তিনি বিপ্লবে নেই। ভুল বোঝাবুঝি নাকি মিটিয়ে নিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর কথাবার্তার সময় বোঝা গেল, মমতা এসব খবর জানতেনই না। তাঁকে ভুল বুঝিয়ে চলেছেন টালিগঞ্জের স্বঘোষিত কর্তারা।

ফিল্ম ফেস্টিভালে পরমব্রতকে দেখা গেল সংযোজকের ভূমিকায়। এসব দেখে টালিগঞ্জ ফেডারেশনের মাথারা কার্যত বয়কট করলেন ফিল্ম ফেস্টিভাল। এঁদের এখন বাড়তে বাড়তে এত সাহস, মুখ্যমন্ত্রী অসন্তুষ্ট হবেন জেনেও পাত্তা দেন না। মুখ্যমন্ত্রী নিজেই দেখেছেন ব্যাপারটা। এবং তিনি ফেডারেশনের মাথাদের ওপর ক্ষিপ্ত। মন্ত্রীরাই এসব বুঝতে পারছেন। নবান্নের যে মন্ত্রীরা বিশ্বাস ভাইদের টালিগঞ্জীয় দাপট দেখে ক্ষুব্ধ, তাঁরা বেশ খুশি। এরপরে টিভির অনুষ্ঠানেও স্বরূপের সঙ্গে কথা বলেননি মমতা। তবে প্রশ্ন হল, আবার তিনি ইউ টার্ন নিয়ে বিশ্বাসদের ওপরই বিশ্বাস করবেন কি না। যা অতীতে অনেকবার হয়েছে।

দেব নিজেও ক'দিন আগে ফেডারেশনের সভায় গিয়েছেন। সেখানে দেব এবং জিতের আলিঙ্গনও দেখা গিয়েছে।

পুজোর সময় দেবের সঙ্গে যে পরিচালকদের ছবি মুক্তি পেয়েছিল, তাঁদের বেশ তোল্লাই দিয়েছিলেন তৃণমূলের কিছু নেতা। বিনে পয়সায় প্রচার দিয়ে। তাঁদের একমাত্র কাজ তখন ছিল, দেবের রঘু ডাকাতের তুলনায় অন্যদের ছবি কত ভালো হয়েছে, এটা প্রচারের দায়িত্ব নেওয়া। সেখানে লাভের গুড় খেয়ে গিয়েছেন অন্য প্রোডাকশন হাউস বা পরিচালকরা। দেবের ছবি দেখতে নাকি দর্শক হচ্ছে না, এমনও প্রচার করতেন তাঁরা। ফেডারেশনের সভায় তাঁদের সঙ্গেও দেবের হাত মেলানো দেখে অনেকে মুখ টিপে হাসলেন। এই দুনিয়ায় ভাই সবই হয়!

ওই সময় দেবের সঙ্গে ছবিতে মিঠুন ছিলেন না। তবু কী অঙ্কে দেবের প্রতিপক্ষ পরিচালকদের ছবিকে তৃণমূল নেতারা তোল্লাই দিলেন, তা নিয়ে টালিগঞ্জে জল্পনা চলে আজও।

বাস্তব হল, ওই ঘটনাতে তৃণমূলেরই ক্ষতি হয়েছে। সাংসদ দেবের আচরণ নিয়ে প্রশ্ন থাকলে তা আলোচনা করা উচিত ছিল তৃণমূলেরই অন্দরে। সাংবাদিকদের চোখের আড়ালে। সেটা করা হয়নি। এবং হাত মেলানোর পরও দেব কয়েকজনের টার্গেটেই থেকে গিয়েছেন। প্রকাশ্যে কটাক্ষ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, দেব নাকি ভাবমূর্তি ভালো করতেই মিঠুন-রূপাদের নিচ্ছেন ছবিতে। অন্যদের ভাবমূর্তি খারাপ হচ্ছে মিঠুনকে আক্রমণ করায়।

মাঝে একটা সময় রাজ চক্রবর্তীর পিছনেও লেগেছিল টালিগঞ্জের দাদারা। তাঁর সম্পর্কে ভুল রটিয়ে। তিনি নাকি বিজেপির সঙ্গে সম্পর্ক রাখছেন!

টালিগঞ্জের দাদারা এই কাজটা দক্ষতার সঙ্গে করেন। দাদাদের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ উঠলেই তাঁরা অভিযোগকারী সম্পর্কে পালটা বলে দেন, দিদি, ও তো এখন বিজেপির। দিদি খোঁজ নেন না ভালো করে। অপরাধ না করেই অনেকে শাস্তি পেয়ে যান।

মমতা-অভিষেক এসব কুনাট্য দেখেও কেন হস্তক্ষেপ করেননি, তা নিয়ে দলেই অনেকের প্রশ্ন। বিশেষ করে যখন অনিচ্ছুক দেব শেষপর্যন্ত মমতার কথাতেই ভোটে দাঁড়িয়েছিলেন। নিজের অভিনয় জীবনের ক্ষতি করে। পরমব্রতর মতো অভিনেতার সঙ্গে সরকারের ঝামেলা মিটেছে। অথচ অনির্বাণ ভট্টাচার্যের সঙ্গে ফেডারেশনের ঝামেলা না মেটায় তিনি কাজ পাচ্ছেন না। কোনও সভ্য শহরে এমন হয় নাকি!

টালিগঞ্জ এত ছোট ইন্ডাস্ট্রি। সেখানে প্রচারের মধু খেতে এত নেতার ভিড়! মুখ্যমন্ত্রীকে কারণে অকারণে জড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এতে তৃণমূল পার্টিরই বড় ক্ষতি! ক্ষতি হচ্ছে প্রযোজক, পরিচালকদেরও- যাঁরা কথায় কথায় ডিগবাজি খাচ্ছেন। কিছুদিন অন্তর।

আজ

১৯৯২

আজকের দিনে প্রয়াত হন সংগীতশিল্পী ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য।

২০০২

গায়িকা প্রতিমা বড়ুয়া পান্ডের জীবনাবসান হয় আজকের দিনে।

আলোচিত

বাংলাদেশে যাঁরা ক্ষমতা দখল করে রয়েছেন, তাঁরা যেভাবে মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করছেন, সেটা বেদনাদায়ক। দেশে অমুসলিমদের অকথ্য নির্যাতনের শিকার হতে হচ্ছে। বাংলাদেশের মানুষ এসব সহ্য করবে না। শীঘ্রই এই অন্ধকার কেটে আলোর দিশা মিলবে।

- শেখ হাসিনা

ভাইরাল/১

লখনউয়ে 'রাষ্ট্র অনুপ্রেরণা স্থল' উদ্বোধনে প্রধানমন্ত্রী। 'অনুপ্রাণিত' দর্শকরা অনুষ্ঠান শেষে মোদি ও যোগী আদিত্যনাথের কাটআউট বগলদাবা করে নিয়ে গেলেন। ফুলের টবও বাদ গেল না। 'গণলুটের' ভিডিওয় নিন্দার ঝড়।

ভাইরাল/২

রোবটের জলওয়া! আইআইটি বোম্বের 'টেকফেস্ট ২০২৫'-এ নেচে তাক লাগাল রোবট। বিট শুরু হতেই গানের তালে হাত-পা নাড়িয়ে, কোমর দুলিয়ে মানুষের মতো সাবলীল ছন্দে ঠুমকা লাগাল রোবটটি। হাততালি দিয়ে তাকে উৎসাহ দিলেন দর্শকরা।

জনমন
জনমত

উদ্ভাবন এবং ব্যবসায়িক নৈতিকতার সংকট প্রসঙ্গে

আজকাল আমরা প্রায়শই 'উদ্ভাবন' বা 'ইনোভেশন' শব্দটিকে উন্নয়নের সমার্থক হিসেবে ব্যবহার করি। কিন্তু একটু গভীরভাবে লক্ষ করলে দেখা যায়, এই প্রগতির আড়ালে অনেক ক্ষেত্রেই লুকিয়ে আছে ধ্বংসের বীজ। আমরা এমন সব কোম্পানিকে ব্যবসা করার অবাধ অনুমতি দিচ্ছি, যারা নিজেদের লাভের জন্য নদীকে বিষাক্ত করছে, প্রযুক্তির মোড়কে শিশুদের নেশাগ্রস্ত করছে এবং সুস্থ সামাজিক কাঠামোকে ভেতর থেকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। অথচ এইসব ক্ষতিকর কর্মকাণ্ডকেই আমরা আধুনিকতার দোহাই দিয়ে সগৌরবে 'উদ্ভাবন' বলে চালিয়ে দিচ্ছি।

এখানেই আমার একটি বিনীত প্রস্তাব- চিকিৎসা বা আইন পেশার মতো ব্যবসাতেও কি একটি নির্দিষ্ট নৈতিক শপথ থাকা উচিত নয়? একজন চিকিৎসক যেমন শপথ নেন যে, তিনি জেনেশুনে কারও ক্ষতি করবেন না, তেমনই একজন উদ্যোক্তাও কি ব্যবসা শুরুর আগে এই শপথ নিতে পারেন না যে, 'আমি মুনাফার লোভে জেনেশুনে এই পৃথিবীর বা মানুষের কোনও ক্ষতি করব না?'

হয়তো এই শপথ রাতারাতি সবকিছু বদলে দেবে না, কিন্তু এটি পুঁজির অবাধ এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন প্রবাহের ওপর নৈতিক লাগাম টেনে ধরবে। পুঁজি বা বিনিয়োগ কেন কোনও মানবিক অঙ্গীকার ছাড়াই শুধু লাভের অঙ্কে পরিচালিত হবে? ডাক্তার ও আইনজীবীরা যদি শপথের মর্যাদা রক্ষা করতে পারেন, তাহলে ব্যবসায়ীরা কেন নন?

এখন সময় এসেছে প্রগতি আর নৈতিকতার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করার। ছোট ছোট এইসব পরিবর্তনই দীর্ঘমেয়াদে একটি সুস্থ ও সুন্দর পৃথিবী উপহার দিতে পারে। আশা করি, বিষয়টি নিয়ে আপনার সংবাদপত্রের পাতায় বৃহত্তর বিতর্ক ও আলোচনার সুযোগ দেবেন।

নীলাচল রায়, মাটিগাড়া, শিলিগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

দুঃখের মধ্যেও হাসিতে মুঠোয় জগৎ

সম্প্রতি চার্লি চ্যাপলিনের প্রয়াণ দিবস পেরিয়ে গেল। দিনটি অনেক কিছুই মনে করিয়ে গেল।

সাধন দাস

১৯৭৭ সালের ২৫ ডিসেম্বর। যেদিন পৃথিবী বড়দিনের আনন্দে মুখর, সেদিনই নীরবে থেমে গিয়েছিল এক মহান শিল্পীর হৃৎস্পন্দন। চার্লি চ্যাপলিন সেদিন চলে গেলেও রেখে গিয়েছিলেন হাসির আড়ালে মানবতার এক অমর দর্শন। তাঁর মৃত্যুদিন কেবল এক কমেডিয়ানের প্রয়াণের দিন নয়- এ এক যুগের অবসান, আবার একই সঙ্গে এক চেতনার চিরস্থায়ী সূচনা। চার্লি চ্যাপলিন ছিলেন এমন এক শিল্পী, যিনি হাসিকে বানিয়েছিলেন ভাষা, আর নীরবতাকে রূপ দিয়েছিলেন প্রতিবাদের শক্তিতে। তিনি প্রমাণ করেছিলেন, কমেডি শুধু বিনোদন নয়, তা হতে পারে সমাজের দর্পণ, মানুষের যন্ত্রণা প্রকাশের সবচেয়ে সংবেদনশীল মাধ্যম।

চ্যাপলিনের গল্প শুরু হয় দারিদ্র্যের আঁধার থেকে। ১৮৮৯ সালে লন্ডনের এক দরিদ্র পরিবারে জন্ম নেওয়া সেই শিশুটি খুব অল্প বয়সেই জীবনের কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হয়। বাবা ছিলেন মদ্যপ, মা মানসিক অসুস্থতায় ভুগতেন। অনাথ আশ্রম, অনাহার, অবহেলা- এসবই ছিল তাঁর শৈশবের সঙ্গী। কিন্তু এই দুঃখই তাঁকে ভেঙে দেয়নি; বরং গড়ে তুলেছিল এমন এক চেতনা, যা আজও মানবজাতিকে পথ দেখায়।

চ্যাপলিনের সৃষ্ট 'দ্য ট্র্যাম্প' চরিত্রটি আসলে তাঁর জীবনেরই প্রতিচ্ছবি। ছেঁড়া জামা, ছোট টুপি, বাঁকা লাঠি আর অদ্ভুত হাঁটা- এই বাহ্যিক হাস্যরসের আড়ালে লুকিয়ে ছিল এক গভীর আত্মসম্মানবোধ। সমাজ তাঁকে বারবার অপমান করেছে, তাড়িয়ে দিয়েছে, ক্ষুধার্ত রেখেছে- তবু তিনি মাথা নত করেননি। এই ট্র্যাম্প চরিত্রের মধ্য দিয়েই চ্যাপলিন বলেছিলেন, মানুষ যত দরিদ্রই হোক, তার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকা উচিত। চ্যাপলিনের কমেডির মূল শক্তি ছিল নীরবতা। যখন সিনেমা কথা বলতে শেখেনি, তখন তিনি নীরব ছবিতেই মানুষের অন্তরের সব কথা বলে দিয়েছিলেন। 'দ্য কিড' ছবিতে এক অনাথ শিশুর প্রতি নিঃস্ব এক মানুষের ভালোবাসা আমাদের শেখায়- রক্তের সম্পর্ক নয়, মানবিক টানই আসল পরিবার। 'সিটি লাইটস'-এ অন্ধ ফুলওয়ালার মেয়ের চোখে আলো ফেরাতে ট্র্যাম্পের নিঃস্বার্থ ত্যাগ মানবপ্রেমের এক অনন্য উদাহরণ। চ্যাপলিন ছিলেন যান্ত্রিক সভ্যতার এক তীক্ষ্ণ সমালোচক। 'মডার্ন টাইমস' ছবিতে তিনি দেখিয়েছেন, শিল্পায়নের অন্ধ গতিতে মানুষ কীভাবে যন্ত্রে পরিণত হচ্ছে। এখানে হাসির দৃশ্যগুলোর আড়ালে লুকিয়ে আছে গভীর আর্তনাদ- মানুষ কি কেবল উৎপাদনের উপকরণ? এই প্রশ্ন আজও আমাদের বিবেককে নাড়া দেয়।

'সিটি লাইটস' সিনেমার একটি দৃশ্য।

তাঁর চেতনার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। 'দ্য গ্রেট ডিক্টেটর' ছবিতে চ্যাপলিন সরাসরি ফ্যাসিবাদের মুখোশ খুলে দেন। একজন কমেডিয়ান হয়েও তিনি সাহস করে বলেছিলেন, 'ঘৃণার রাজনীতি মানুষকে ধ্বংস করে।' ছবির শেষ ভাষণে তিনি মানবতার পক্ষে দাঁড়িয়ে বলেন, 'মানুষকে ঘৃণা নয়, ভালোবাসতে শিখতে হবে।' এই ভাষণ আজও বিশ্বের সবচেয়ে মানবিক ভাষণগুলোর একটি। চ্যাপলিনের জীবন সহজ ছিল না। রাজনৈতিক মতাদর্শের কারণে তাঁকে সন্দেহের চোখে দেখা হয়েছে, বিতর্কে জড়ানো হয়েছে, এমনকি আমেরিকা ছাড়তে বাধ্য করা হয়। তবুও তিনি কখনও প্রতিহিংসাপরায়ণ হননি। তাঁর শিল্পে ঘৃণা নেই, আছে করুণা; প্রতিশোধ নেই, আছে ক্ষমা। এখানেই চ্যাপলিনের চেতনা অন্যদের থেকে আলাদা।

চার্লি চ্যাপলিন বিশ্বাস করতেন, মানুষের সবচেয়ে বড় শক্তি তার মানবিকতা। তিনি দেখিয়েছেন, হাসি কেবল আনন্দের বহিঃপ্রকাশ নয়; এটি হতে পারে বেঁচে থাকার অস্ত্র। দুঃখের মধ্যেও হাসার সাহস মানুষকে অমানবিক পরিস্থিতিতেও মানুষ করে রাখে।

(লেখক মাথাভাঙ্গার বাসিন্দা।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩২৯

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	★	৫			৬	
৭	৮		★	★	★		★
★		★	★	★	৯		১০
১১		১২		১৩	★	★	
	★		★		★	★	
১৪			★	১৫			

পাশাপাশি : ১। হিন্দু ধর্মমতে কুবেরের আটটি ধনভাণ্ডার ৩। গৃহস্থের নয়, সন্ন্যাসীর বাসস্থান ৫। সাদামাঠা বিষয় নয়, এতে রীতিমতো রহস্য আছে ৭। রান্নার কাজে লাগে যে কন্দ ৯। মৌর্য সম্রাট অশোকের ছেলে ১১। ঘরের লাগোয়া বড় পাকা বারান্দা ১৪। প্রতিভাবান, খুবই দক্ষ এবং উপযুক্ত ১৫। দুহাত জোড় করে অভিবাদন।

উপর-নীচ : ১। এই বৃত্তি মানে আলস্য ২। কারও ব্যবহারে অসন্তোষ প্রকাশ ৩। কায়িক পরিশ্রম করতে অনীহা ৪। নোংরা বা অপরিচ্ছন্ন ৬। যা ঘটতে পারে ৮। চমৎকার ১০। শুঁড়ওয়ালা দেবতা ১১। হঠাৎ হাওয়ার বেগ ১২। কেনা-বেচায় মধ্যস্থতাকারী ১৩। অন্তর্দৃষ্টি এবং প্রজ্ঞার প্রতীক।

সমাধান ■ ৪৩২৮

পাশাপাশি : ১। চটকা ৩। মাছি ৫। পাই ৬। মামদো ৮। কাম্যক ১০। অঙ্কুশ ১২। পালকি ১৪। পরি ১৫। রিক্ত ১৬। নফর।

উপর-নীচ : ১। চঞ্চরিকা ২। কাপালিক ৪। ছিলিম ৭। দোনা ৯। টোপা ১০। অন্তরিন ১১। শরাধার ১৩। লটারি।

বিন্দুবিসর্গ

ঢাকাকে কড়া বার্তা দিল্লির • ইউনূসকে তোপ হাসিনার

হিন্দুদের হত্যা শুধুই রটনা নয়

নয়াদিল্লি ও ঢাকা, ২৬ ডিসেম্বর : 'নতুন' বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর ধারাবাহিক হামলা এবং সম্প্রতি দুই হিন্দুকে খুনের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ জানাল ভারত। শুক্রবার বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল প্রতিবেশী দেশে সংখ্যালঘুদের প্রতি 'বিরামহীন শত্রুতা' বা বাড়তে থাকা বিদ্বেষ নিয়ে কড়া বার্তা দিয়েছেন। তিনি সাফ জানান, এই ধরণের নৃশংসতা কোনওভাবেই এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। অপরাধীদের অবশ্যই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আওতায় আনতে হবে ইউনূস প্রশাসনকে।

বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন সেদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও। ভারতে আশ্রয় নেওয়া হাসিনা বলেন, 'অ-মুসলিমদের ওপর অবর্ণনীয় অত্যাচার করা হচ্ছে। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের পুড়িয়ে হত্যার মতো ভয়াবহ নজির তৈরি হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি, বাংলাদেশের মানুষ এই অন্ধকার সময় খুব বেশি দিন চলতে দেবেন না।' তিনি আরও বলেন, 'বাংলাদেশ একসময় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দৃষ্টান্ত ছিল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদহীন দেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন। তা বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশের আওয়ামি লিগ সব ধর্মের মানুষের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য উদ্যোগ নিয়েছিল।'

ভারতীয় বিদেশমন্ত্রক 'বাংলাদেশে হিন্দু, খ্রিস্টান ও বৌদ্ধ সংখ্যালঘুদের ওপর চরমপন্থীদের এই বিরামহীন শত্রুতা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। আমরা ময়মনসিংহ ও রাজবাড়িতে হিন্দু তরুণদের হত্যার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। এই ঘটনাগুলিকে শুধু সংবাদমাধ্যমের

> আমরা ময়মনসিংহ ও রাজবাড়িতে হিন্দু তরুণদের হত্যার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। এই ঘটনাগুলিকে রাজনৈতিক হিংসা বলে লঘু করা যায় না। ভারত সরকার বাংলাদেশের তরফে দেওয়া মিথ্যা বয়ান খারিজ করে প্রকৃত দোষীদের চিহ্নিত করার দাবি করছে।
>
> **রণধীর জয়সওয়াল**
>
>
>
>
>
> অ-মুসলিমদের ওপর অবর্ণনীয় অত্যাচার করা হচ্ছে। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের পুড়িয়ে হত্যার মতো ভয়াবহ নজির তৈরি হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি, বাংলাদেশের মানুষ এই অন্ধকার সময় খুব বেশি দিন চলতে দেবেন না।
>
> **শেখ হাসিনা**

জানিয়েছে, বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে সংখ্যালঘুদের ওপর অন্তত ২,৯০০টি হামলার ঘটনা ঘটেছে। জয়সওয়াল বলেন, অতিরঞ্জন বা রাজনৈতিক হিংসা বলে লঘু করা যায় না। ভারত সরকার বাংলাদেশের তরফে দেওয়া মিথ্যা বয়ান খারিজ করে প্রকৃত দোষীদের চিহ্নিত করার দাবি করছে।'

চলতি মাসে বাংলাদেশে দুটি পিটিয়ে খুনের ঘটনা আলোড়ন ফেলেছে। ময়মনসিংহে দীপু চন্দ্র দাস নামে এক পোশাক শ্রমিককে ধর্ম অবমাননার অভিযোগে পিটিয়ে হত্যার পর গাছে ঝুলিয়ে আগুনে দেহটি পুড়িয়ে দেওয়া হয়। অন্যদিকে, রাজবাড়ির পাংশায় অমৃত মণ্ডল ওরফে সম্রাট নামে এক ব্যক্তিকে তোলাবাজির অভিযোগে পিটিয়ে খুন করা হয়েছে। যদিও বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার রাজবাড়ির ঘটনাকে সাম্প্রদায়িক নয় বলে দাবি করেছে। তবে ভারত এই সামগ্রিক পরিস্থিতিকে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার জন্য বড় হুমকি হিসেবে দেখছে।

এদিকে ১৭ বছরের নির্বাসন কাটিয়ে বাংলাদেশে ফিরেছেন বিএনপি নেতা তারেক রহমান। তাঁর দেশে ফেরায় জামায়াতে ইসলামির মতো উগ্রপন্থী দলগুলির মধ্যে অস্বস্তি তৈরি হয়েছে। জামায়াতপন্থী আইনজীবী শাহরিয়ার কবীর তারেক রহমানকে 'ভারতের শর্ত মেনে দেশে ফেরার' অভিযোগে সরাসরি প্রাণনাশের হুমকি দিয়েছেন। তারেক রহমান তাঁর ভাষণে বলেছেন, 'দিল্লি বা পিন্ডি নয়, আমাদের কাছে বাংলাদেশ সবার আগে। আমরা এমন এক নিরাপদ বাংলাদেশ গড়তে চাই যেখানে মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান—সবাই মিলেমিশে থাকতে পারে।' তবে তারেক রহমানের এই গণতান্ত্রিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অবস্থান জামায়াতের মৌলবাদী অবস্থানের পরিপন্থী হওয়ায় বাংলাদেশে রাজনৈতিক সংঘাতের আশঙ্কা আরও বেড়েছে।

গঙ্গার বুকে ভোরের কুয়াশা... *শুক্রবার বারাণসীতে।*

শক্তিশালী ভারতের রূপকার : কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ২৬ ডিসেম্বর : গত বছর ২৬ ডিসেম্বর ৯২ বছর বয়সে জীবনাবসান হয়েছিল মনমোহন সিংয়ের। শুক্রবার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানালেন কংগ্রেসের শীর্ষনেতৃত্ব। এক্স-বার্তায় কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, সাংসদ প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা মনমোহন সিংয়ের সততা, বিনয় ও বলিষ্ঠ অর্থনৈতিক সংস্কারের কথা তুলে ধরেন।

খাড়গে তাঁর পোস্টে মনমোহন সিংকে একজন 'রূপান্তরমূলক নেতা' হিসেবে বর্ণনা করে লেখেন, 'তিনি দেশের অর্থনীতিকে নতুন রূপ দিয়েছেন। তাঁর সংস্কার কোটি কোটি মানুষকে দারিদ্র্যমুক্ত করেছে। তাঁর দক্ষতার কারণে উন্নয়ন সর্বস্তরে পৌঁছেছিল। মূলত মনমোহন সিংয়ের দেখানো পথেই আমরা এক শক্তিশালী ভারত গড়ে তুলেছিলাম। তাঁর সততা ও জনসেবার উত্তরাধিকার আগামী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে।'

রাহুল গান্ধি লিখেছেন, 'মনমোহন সিং-এর স্বপ্নদর্শী নেতৃত্ব ভারতকে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতাবান করেছে। তাঁর নেওয়া ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তগুলি প্রান্তিক শ্রেণির ক্ষমতায়ন করেছে, বিশ্বমঞ্চে ভারতকে নতুন পরিচিতি দিয়েছে। তাঁর কঠোর পরিশ্রম ও সততা আমাদের সকলের কাছে অনুপ্রেরণা।' প্রিয়াংকা গান্ধি তাঁর পোস্টে মনমোহন সিং-এর সারল্য, সাহস ও দেশের প্রতি একনিষ্ঠ আত্মত্যাগকে আগামীর পাথেয় বলে অভিহিত করেন।

২০০৪-'১৪ পর্যন্ত ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মনমোহন সিং-এর আমলে তথ্যের অধিকার আইন এবং মনরেগা-র (বর্তমানে যা জি রাম জি আইন নামে পরিচিত) মতো যুগান্তকারী প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত হয়েছিল। এর আগে নব্বইয়ের দশকে অর্থমন্ত্রী হিসেবে ভারতের আর্থিক উদারীকরণের প্রধান কারিগর ছিলেন তিনি। মনমোহন প্রায় তিন দশক রাজ্যসভায় অসমের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। উত্তর-পূর্ব ভারত এবং সংলগ্ন উত্তরবঙ্গের মানুষের কাছে তাঁর এক আলাদা গ্রহণযোগ্যতা ছিল। পর্যবেক্ষকদের মতে, ২০২৬-এ অসম ও পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের আগে মনমোহনের স্বচ্ছ ভাবমূর্তিকে হাতিয়ার করে মধ্যবিত্ত ভোটারদের মন জয় করতে চাইছে হাতশিবির।

প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে মনমোহনকে শ্রদ্ধা

বাবার সমাধিতে তারেক রহমান

এএইচ ঋদ্ধিমান

ঢাকা, ২৬ ডিসেম্বর : ১৭ বছরের নির্বাসন কাটিয়ে দেশে ফিরেই কড়া নিরাপত্তার মধ্যে বাবা জিয়াউর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা জানালেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। শুক্রবার ঢাকার চন্দ্রিমা উদ্যানে বিজিবি ও পুলিশের বিশেষ নজরদারিতে তিনি প্রার্থনা সারেন। পরে সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তারেক রহমান বলেন, 'আমরা এমন এক নিরাপদ বাংলাদেশ গড়তে চাই যেখানে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই সমান অধিকার ও নিরাপত্তা পাবে। আমাদের লক্ষ্য, দলমত নির্বিশেষে একটি শক্তিশালী গণতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তি তৈরি করা।'

বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর খালেদা জিয়া-পুত্রের এই প্রত্যাবর্তনকে 'ঐতিহাসিক' আখ্যা দিয়ে বলেন, 'তারেক রহমানের নেতৃত্বেই দেশে গণতন্ত্র ফিরবে।' এদিকে, 'ইনকিলাব মঞ্চ'-এর নেতা শরিফ ওসমান হাদি হত্যার বিচার চেয়ে এদিন রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় ঢাকার শাহবাগ। হাদি অনুগামীরা শাহবাগ মোড় অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। 'দিল্লি না ঢাকা, ঢাকা ঢাকা' স্লোগানে উত্তাল হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। অবরোধকারীদের দাবি, দোষীদের বিচার না হওয়া পর্যন্ত তাদের আন্দোলন চলবে।

কেরলে প্রথম বিজেপি মেয়র

তিরুবনন্তপুরম, ২৬ ডিসেম্বর : প্রথম বিজেপি মেয়র পেল কেরল। তিরুবনন্তপুরম কর্পোরেশনের মেয়র পদে শপথ নিয়েছেন বিজেপি নেতা ভিভি রাজেশ। শুক্রবার তিনি শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে কেরলের রাজধানী শহর তিরুবনন্তপুরমের সার্বিক উন্নয়নের কথা বলেছেন। রাজেশ বলেন, 'সবাইকে সঙ্গে নিয়ে আমরা এগোব। উন্নয়ন হবে ১০১টি ওয়ার্ডের প্রত্যেকটিতে।'

কেরলে বিজেপি কখনোই ক্ষমতায় আসতে পারেনি। ২০১৬ সালে বিধানসভা নির্বাচনে নেমম আসনটিতে জয়ী হয়েছিলেন বিজেপি নেতা রাজাগোপাল। ২০২৪ সালে লোকসভা ভোটে ত্রিশূর সংসদীয় আসনে জয়ী হন বিজেপি নেতা তথা অভিনেতা সুরেশ গোপি। ওই একটিমাত্র আসন গিয়েছিল বিজেপির ঝুলিতে। ২০২৬-এ কেরলে বিধানসভা ভোট। তার আগে তিরুবনন্তপুরম কর্পোরেশনের ভোটে তাক লাগিয়ে দিয়েছে বিজেপি।

ভারতীয় ছাত্র খুন টরন্টোয়

অটোয়া, ২৬ ডিসেম্বর : ভারতীয় হিমাংশী খুরানার খুনের পর ফের শিক্ষার্থী খুনের ঘটনা কানাডায়। এবার খাস টরন্টোয় গুলি করে মারা হল এক ভারতীয় ছাত্রকে। নিহতের নাম শিবাঙ্ক অবস্থি। বছর ২০-র শিবাঙ্কর রক্তাক্ত দেহ মিলেছে টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কারবরো ক্যাম্পাস সংলগ্ন এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে, মঙ্গলবার হাইল্যান্ড ক্রিক-ওল্ড কিংসটন রোড এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে।

দেহ উদ্ধারের পর ঘটনাস্থলেই তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়। চলতি বছরে টরন্টোয় এটি ৪১তম হত্যাকাণ্ড। কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কারবরো ক্যাম্পাসের পিএইচডি শিক্ষার্থী ছিলেন শিবাঙ্ক।

ক্যামেরাবন্দি... *শুক্রবার নয়াদিল্লির এনডিএমসি-র গোলাপ বাগানে।*

এয়ার পিউরিফায়ারে জিএসটি কম নয় কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২৬ ডিসেম্বর : দিল্লির আকাশ এখন বিষাক্ত ধোঁয়ায় ঢাকা, শ্বাস নেওয়াই যেখানে দায়। এই ভয়াবহ দূষণ-সংকটে সাধারণ মানুষের প্রাণ বাঁচাতে এয়ার পিউরিফায়ার এখন অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু ১৮ শতাংশ জিএসটির ধাক্কায় বাতাস শোধনযন্ত্রের দাম সাধারণের নাগালের বাইরে। এই কর কমিয়ে ৫ শতাংশ করার দাবিতে দিল্লি হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল। তবে শুক্রবার সেই শুনানিতে কেন্দ্র যে অবস্থান নিল, তাতে হতাশ আমজনতা।

কেন্দ্রের তরফে অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল এন ভেঙ্কটরামন আদালতে জানান, এয়ার পিউরিফায়ারের ওপর থেকে হুট করে কর কমানো সম্ভব নয়। তাঁর মতে, একটি পণ্যের কর কমালে অন্য পণ্যের ক্ষেত্রেও একই দাবি উঠবে, যা কার্যত 'প্যান্ডোরা'স বক্স' বা সমস্যার ঝুলি খুলে দেওয়ার মতো

শ্বাস নিতেও চড়া কর

হবে। এমনকি এই মামলার নেপথ্যে কোনও বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য রয়েছে কি না, তা নিয়েও সন্দেহ প্রকাশ করেছে কেন্দ্র। সরকারের যুক্তি, একে 'চিকিৎসা সরঞ্জাম' হিসাবে ঘোষণা করা জিএসটি কাউন্সিলের কাজ নয়।

বিচারপতি বিকাশ মহাজন ও বিনোদ কুমারের অবকাশকালীন বেঞ্চ অবশ্য কেন্দ্রের এই আমলাতান্ত্রিক যুক্তিতে সন্তুষ্ট হতে পারেনি। আদালতের পর্যবেক্ষণ, দিল্লির বর্তমান পরিস্থিতি 'জাতীয় জরুরি অবস্থা'র সমান। বিচারপতিরা প্রশ্ন তোলেন, ১০-১৫ হাজার টাকার যন্ত্রে কেন কর কমিয়ে সাধারণকে স্বস্তি দেওয়া যাবে না? জিএসটি কাউন্সিলের জরুরি বৈঠক ডাকতেও কেন্দ্র অস্বীকার করেছে।

আদালত আপাতত কেন্দ্রকে ১০ দিনের মধ্যে বিস্তারিত হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। আগামী ৯ জানুয়ারি এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

বাংলো খালি রাবড়িদের

পাটনা, ২৬ ডিসেম্বর : দীর্ঘ কয়েক দশকের স্মৃতির মায়া কাটিয়ে অবশেষে পাটনার ১০ নম্বর সার্কুলার রোডের বাংলো ছেড়ে অন্যত্র চলে গেলেন বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রাবড়ি দেবী ও তাঁর পরিবার। শুক্রবার কোনও হইচই ছাড়াই বাংলোটি খালি করা হয়। সংবাদমাধ্যমের নজর এড়াতে আসবাবপত্র ও অন্যান্য ব্যক্তিগত সামগ্রী সরানোর কাজটি সারারাত ধরেই চলে।

রাবড়ি দেবী ও লালুপ্রসাদ যাদবের পরিবারের জন্য এই বাসভবনটি ছিল বিহারের রাজনীতির এক অন্যতম ভরকেন্দ্র। বহু উত্থান-পতনের সাক্ষী এই 'আইকনিক' বাংলো থেকে বিদায় নেওয়ার বিষয়টি রাজনৈতিক মহলে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। রাজ্য সরকার বাংলোটি খালি করার নির্দেশ দেওয়ার পর থেকেই জল্পনা শুরু হয়েছিল। অবশেষে কোনও তিক্ততা বা বিতর্কে না গিয়ে শান্তিতেই বাসভবনটি ছেড়ে দিল যাদব পরিবার।

বয়ান জারি কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ২৬ ডিসেম্বর : ভারতের দুই হাই-প্রোফাইল পলাতক ব্যবসায়ী ললিত মোদি ও বিজয় মালিয়ার পার্টি করার ভিডিও সম্প্রতি সমাজমাধ্যমে শোরগোল ফেলে দিয়েছে। ভিডিওটিতে ললিত মোদিকে বিদ্রুপের সুরে বলতে শোনা যায়, 'ইন্টারনেটে ফের শোরগোল ফেলে দিই। আমরাই ভারতের সবচেয়ে বড় পলাতক।' এই ভিডিও ভাইরাল হতেই মোদি সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে

ভাইরাল ললিত-বিজয়

শুরু করায় শুক্রবার মুখ খুলেছে বিদেশমন্ত্রক। মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, 'আমরা পলাতকদের দেশে ফিরিয়ে আনতে বদ্ধপরিকর। সংশ্লিষ্ট দেশগুলির সঙ্গে নিরন্তর যোগাযোগ রাখা হচ্ছে এবং আইনি প্রক্রিয়া চলছে। তবে অনেক ক্ষেত্রেই এই মামলাগুলিতে একাধিক স্তরে জটিল আইনি প্রক্রিয়া জড়িত থাকে, যার ফলে সময় লাগছে।' বিজয় মালিয়ার বিরুদ্ধে ৯ হাজার কোটি টাকা ঋণখেলাপ ও প্রতারণার আর ললিত মোদির বিরুদ্ধে হাজার হাজার কোটি টাকার আর্থিক তছরুপের তদন্ত করছে ইডি।

উন্নত জীবনের জন্য সংস্কারে গতি

নয়াদিল্লি, ২৬ ডিসেম্বর : সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাকে আরও সহজ করতে সংস্কারে গতি আনছে কেন্দ্র। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শুক্রবার জানিয়েছেন, জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্য (ইজ অফ লিভিং) বাড়াতে আগামী দিনে সংস্কারের ধারা আরও গতিশীল হবে। তাঁর মতে, ২০২৫ সাল ভারতের প্রশাসনিক ইতিহাসে এক যুগান্তকারী বছর হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। এই সময় লাল ফিতের জট কাটিয়ে সাধারণ মানুষের সুবিধাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে সরকার।

এক পোস্টে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, 'মধ্যবিত্তকে স্বস্তি দিতে আয়কর ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনা হয়েছে। ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট ২০২৫-এর মাধ্যমে কর ব্যবস্থাকে আগের চেয়ে অনেক বেশি স্বচ্ছ ও জনবান্ধব করা হয়েছে। বছরে ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ের ওপর কোনও কর দিতে হচ্ছে না। সাধারণ মানুষের হাতে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের বাড়তি সুযোগ তৈরি হয়েছে।' তিনি জানান, ছোট ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের উন্নতির পথ প্রশস্ত করতে বিনিয়োগের সীমা বাড়ানো হয়েছে। এর ফলে এখন ১০০ কোটি টাকা পর্যন্ত লেনদেন করা ছোট সংস্থাগুলিও আইনি জটিলতা ছাড়াই ব্যবসা বাড়ানোর এবং কর্মসংস্থান তৈরির সুযোগ পাচ্ছে।

শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষায় ২৯টি পুরোনো ও জটিল আইনের বদলে মাত্র ৪টি 'কোড' তৈরি করা হয়েছে। এতে শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিত করার পাশাপাশি নারী শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও মাতৃত্বকালীন সুরক্ষা ত্বরান্বিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আরও

আশ্বাস মোদির

জানিয়েছেন, জিএসটি কাঠামোয় সরলীকরণ ব্যবসার পরিবেশকে উন্নত করেছে, যার প্রতিফলন দেখা গিয়েছে উৎসবের মরশুমে নজিরবিহীন ৬ লক্ষ কোটি টাকার কেনাকাটায়। গ্রামীণ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও এখন শুধু দৈনিক মজুরি নয়, বরং দীর্ঘমেয়াদি গ্রামোন্নয়ন ও সম্পদ তৈরির ওপর জোর দিচ্ছে কেন্দ্র। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'সরকারের লক্ষ্য হল অহেতুক আইনি বোঝা কমিয়ে নাগরিক ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে আস্থার পরিবেশ তৈরি করা।'

যুদ্ধ শেষের ইঙ্গিত? ডনবাস নিয়ে বড় চাল জেলেনস্কির

কিয়েভ, ২৬ ডিসেম্বর : চার বছরের রক্তক্ষয়ী সংঘাত কি এবার শেষের পথে? বছর শেষের আগেই ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকে বসছেন ভলোদিমির জেলেনস্কি। আর সেই মেগা-বৈঠকের আগেই ডনবাস নিয়ে বড়সড় আপসের ইঙ্গিত দিলেন ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট। ২০ দফার শান্তি প্রস্তাবে কিয়েভ স্পষ্ট জানিয়েছে, রাশিয়া সেনা সরালে ডনবাসকে আন্তর্জাতিক নজরদারিতে 'অসামরিক অঞ্চল' ঘোষণা করতে রাজি তারা। এমনকি ন্যাটোয় যোগদানের আইনি বাধ্যবাধকতা শিথিল করার ভাবনাও রয়েছে।

যদিও কূটনীতির টেবিলে শান্তির বার্তা থাকলেও রণক্ষেত্রে বারুদ কমছে না। একদিকে রুশ ড্রোন হামলায় অন্ধকারে ডুবেছে মাইকোলাইভ, অন্যদিকে ব্রিটিশ 'স্টর্ম শ্যাডো' মিসাইলে রাশিয়ার তেল শোধনাগার ও বিমানঘাঁটিতে পাল্টা আঘাত হেনেছে জেলেনস্কি বাহিনী। এখন দেখার, ট্রাম্পের মধ্যস্থতায় পুতিন এই 'শর্তসাপেক্ষ পিছুহটা' মেনে নেন কি না।

কুলদীপের জামিন দিল্লি হাইকোর্টের সামনে বিক্ষোভ

নয়াদিল্লি, ২৬ ডিসেম্বর : উন্নাও ধর্ষণ মামলায় দোষী সাব্যস্ত বিজেপির প্রাক্তন বিধায়ক কুলদীপ সেঙ্গারের সাজা স্থগিতের বিরুদ্ধে শুক্রবার দিল্লি হাইকোর্টের বাইরে বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন নির্যাতিতার মা এবং অল ইন্ডিয়া ডেমোক্র্যাটিক উইমেন্স অ্যাসোসিয়েশনের মহিলা কর্মী যোগিতা ভায়ানা সহ অন্যরা। বিক্ষোভকারীরা এদিন প্ল্যাকার্ড হাতে আদালতের সামনে জড়ো হন, তাতে লেখা ছিল, 'বলাৎকারিয়ো কো সংরক্ষণ দেনা বন্ধ করো' অর্থাৎ, ধর্ষকদের রক্ষা করা বন্ধ করুন।

ধর্ষিতার মা বলেন, 'আমার মেয়ে অসীম যন্ত্রণা সহ্য করেছে। গোটা আদালত নয়, দু'জন বিচারকের এই সিদ্ধান্ত আমাদের ভরসা, বিশ্বাস ভেঙে দিয়েছে।' তিনি জানান, হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছেন তাঁরা। তিনি বলেন, 'সুপ্রিম কোর্টের ওপর আমাদের ভরসা আছে। ফলে এই রায়ের বিরুদ্ধে সেখানে আপিল করব আমরা।'

দিল্লি হাইকোর্ট কুলদীপ সেঙ্গারের সাজা স্থগিত করলেও ধর্ষিতার বাবার হেপাজতে মৃত্যুর মামলায় ১০ বছরের সাজা বহাল থাকায় প্রাক্তন বিজেপি নেতা আপাতত জেলেই থাকছেন।

আন্দোলন জারি থাকবে। শুক্রবার নয়াদিল্লিতে।

সিঁদুরের ভয়ে অ্যান্টি-ড্রোন পাকিস্তান সীমান্তে

নয়াদিল্লি, ২৬ ডিসেম্বর : অপারেশন 'সিঁদুর'-এর ক্ষত এখনও শুকোয়নি। তার মধ্যেই 'সিঁদুর ২.০'-এর আশঙ্কায় কাঁপুনি ধরেছে পাকিস্তানের। ভারতের সম্ভাব্য নতুন সামরিক অভিযানের ভয়ে পাক সেনা নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর বসিয়েছে অ্যান্টি-ড্রোন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। গোয়েন্দা সূত্রের খবর, পাক অধিকৃত কাশ্মীরের রাওয়ালাকোট, কোটলি ও ভিম্বার সেক্টরে ইতিমধ্যে

নতুন করে কাউন্টার-ইউএএস সিস্টেম বসানো হয়েছে।

সূত্র জানাচ্ছে, এলওসি জুড়ে ৩০টিরও বেশি বিশেষ অ্যান্টি-ড্রোন ইউনিট মোতায়েন করেছে পাকিস্তান। মুরি-ভিত্তিক ১২ নম্বর ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশন এবং কোটলি-ভিম্বার অক্ষ দেখভাল করা ২৩ নম্বর ডিভিশনের তত্ত্বাবধানে চলছে এই প্রস্তুতি। লক্ষ্য একটাই—সীমান্তের আকাশসীমায় নজরদারি ও ইলেক্ট্রনিক যুদ্ধক্ষমতা বাড়ানো।

সেক্টরভিত্তিকভাবে রাওয়ালাকোটে ২ নম্বর আজাদ কাশ্মীর ব্রিগেড, কোটলিতে ৩ নম্বর এবং ভিম্বারে ৭ নম্বর আজাদ কাশ্মীর ব্রিগেড এই অ্যান্টি-ড্রোন ব্যবস্থার দায়িত্বে। মোতায়েন করা হয়েছে 'স্পাইডার' কাউন্টার-ইউএএস সিস্টেম, যা ১০ কিলোমিটার পর্যন্ত ড্রোন শনাক্ত করতে পারে। পাশাপাশি রয়েছে 'সাফরাহ' অ্যান্টি-ড্রোন জ্যামিং গান।

শুধু সফট-কিল নয়, লো-ফ্লাইং ড্রোন ঠেকাতে ওরলিকন ৩৫ মিমি এয়ার ডিফেন্স গান ও আনজা এমকে-২, এমকে-৩ ম্যানপ্যাডসও নামানো হয়েছে। পহলগাম হামলার জবাবে ৭ মে শুরু হওয়া অপারেশন 'সিঁদুর'-এ ভারতের প্রাণঘাতী হানা পাক সেনার ঘুম কেড়ে নেয়। সেই আতঙ্ক যে এখনও তাদের পিছু ছাড়েনি, সীমান্ত প্রতিরক্ষার তোড়জোড়ে তা স্পষ্ট।

নাইজিরিয়ায় আইএস ঘাঁটিতে হামলা

ওয়াশিংটন, ২৬ ডিসেম্বর : নাইজিরিয়ায় বহুদিন ধরে খ্রিস্টানদের ওপর অত্যাচার চালিয়ে আসছে আইসিস জঙ্গিরা। বড়দিনে তাদের ঘাঁটিতে বিমান আক্রমণ চালিয়ে হামলাকে 'ক্রিসমাসের উপহার' হিসেবে ঘোষণা করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বার্তায় নিহত আইএসদেরও বড়দিনের 'শুভকামনা' জানালেন। একইসঙ্গে সতর্ক করে দিলেন, বিশ্বের যেসব জায়গায় খ্রিস্টানদের ওপর অত্যাচার চলছে, সেই সমস্ত জায়গায় সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করবে আমেরিকা।

বৃহস্পতিবার রাতে ট্রুথ সোশ্যালে ট্রাম্প লিখেছেন, 'আমি আমেরিকার নেতৃত্বে থাকা অবস্থায় আমার দেশ কখনই উগ্র ইসলামি সন্ত্রাসবাদকে বিকশিত হতে দেবে না।' সিরিয়াকেও জবাব দিয়েছে

মার্কিন যুক্তরাষ্ট। সিরিয়ার অন্তর্বর্তী সরকারের সহযোগিতায় আইএসের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সেখানেও অভিযান শুরু করেছে ট্রাম্প সরকার। পশ্চিম এশিয়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত মার্কিন কেন্দ্রীয় কমান্ড জানিয়েছে, মার্কিন বিমান হামলায় সিরিয়ায় আইএসের শীর্ষনেতা দুই ছেলে সহ নিহত হয়েছেন। গত শুক্রবার মধ্য সিরিয়ায় ৭০টি জায়গা নিশানা করে ব্যাপক বিমান হামলা চালিয়ে আইএসদের ঘাঁটি, পরিকাঠামো গুঁড়িয়ে দেয় মার্কিন সেনা। তার এক সপ্তাহ পরে মার্কিন হামলা হল নাইজিরিয়ার আইএস অধ্যুষিত অঞ্চলে।

ট্রাম্প জানিয়েছেন, তিনি নাইজিরিয়ার আইএসদের বহুবার সতর্ক করেছেন। ট্রাম্প বলেন, 'আমি বলেছি খ্রিস্টানদের হত্যা করা হলে ফল ভুগতে হবে। আজকের রাতই হল সেই রাত।' পেন্টাগন দারুণ কাজ করেছে। ট্রাম্প বলেছেন, 'এটা আমেরিকাই পারে। ঈশ্বর আমাদের সেনাবাহিনীকে আশীর্বাদ করুন। সবাইকে বড়দিনের শুভেচ্ছা। নিহত সেনাদেরও।'

আইএসকে 'ঘৃণ্য সন্ত্রাসী' আখ্যা দিয়েছেন ট্রাম্প। আইএস নিধনে আমেরিকাকে সহায়তা দিয়েছে নাইজিরিয়া সরকার। নাইজিরিয়ার বিদেশমন্ত্রী ইউসুফ মাইতামা বলেছেন, 'এটা ছিল যৌথ অভিযান।'

চলতি নভেম্বরেই ট্রাম্প মার্কিন বাহিনীকে নাইজিরিয়ায় অভিযানের প্রস্তুতি নিতে বলেছিলেন।

ভয়কে জয় করে গণিতে সাফল্যের খোঁজে

সুশান্ত দাস, *শিক্ষক*
কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়, শ্রীকোণা

গণিতের প্রতি ভয়ভীতি কাটিয়ে শিক্ষার্থীকে গণিতে আগ্রহী করে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে গণিত পরীক্ষায় সফল করে তুলতে নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করছি :

❑ গণিত বিষয় সম্পর্কে অনেকের ধারণা যে গণিত মানে শুধুমাত্র সূত্রাবলি প্রয়োগ করে অঙ্ক সমাধান করা, কিন্তু বাস্তবটা সম্পূর্ণই আলাদা। প্রতিটি অধ্যায় শুরু করার সময় সেই অধ্যায়ের সংজ্ঞা থেকে শুরু করে অধ্যায়ের মূল বিষয়বস্তু খুব ভালোভাবে অধ্যয়ন করে পরবর্তীতে সূত্রাবলি প্রয়োগ করে অঙ্ক সমাধান করতে হবে। বিষয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করার পর অঙ্ক সমাধান করলে শিক্ষার্থীরা অনেক বেশি উপকৃত হবে। শুধুমাত্র সূত্রাবলি প্রয়োগ করে গণিত সমাধান করলে হবে না তার সঙ্গে বিষয়বস্তুর জ্ঞান অর্জন করা খুবই জরুরি। তাইতো গণিত বিশেষজ্ঞরা গণিতের নানান সংজ্ঞা দিয়ে গিয়েছেন, তার মধ্যে একটি তুলে ধরলাম

'Mathematics is not about numbers, equations, computations or algorithms it is about understanding.' by William Paul Thurston.

❑ কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় অসচেতনতার কারণে ছাত্রছাত্রীরা নোটের পিছনে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। সেই সময় তারা মনে করে গণিতের নোট পড়ে বা ন্যূনতম কিছু গণিতচর্চা করে বেশি সাফল্য অর্জন করা যাবে। এটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। সাজেশন বা নোটের পিছনে না ছুটে মূলত বিষয়বস্তু বুঝে যত বেশি সম্ভব চর্চা করা যাবে ছাত্রছাত্রীরা তত বেশি সাফল্য পাবে। শিক্ষার্থীরা টেক্সট বুকের পাশাপাশি রেফারেন্স বুকের সাহায্য অবশ্যই নিতে পারে যাতে বেশি পরিমাণ গণিতের সমস্যা সমাধান করা যায়।

❑ গণিত বিষয়টি তখনই ছাত্রছাত্রীদের কাছে মজার বিষয় হয়ে উঠবে যখন শিক্ষার্থীরা প্রাইমারি স্তর থেকে নিয়মিতভাবে বাড়িতে কাগজে-কলমে গণিতচর্চা করবে। গণিত এমন একটি বিষয় যে কোনও ক্লাসে কিছু অধ্যায়ে যদি সামান্যতম বিষয়বস্তু ছাড়া পড়ে যায় তাহলে পরবর্তী অধ্যায়ে বা পরবর্তী ক্লাসে সে শিক্ষার্থী নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়। বুনিয়াদি স্তর থেকে যদি নিয়ম করে গণিতচর্চা করা যায় তাহলে শিক্ষার্থীদের গণিতের প্রতি আগ্রহ যেমন বাড়বে তেমনই মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক স্তরে গিয়ে গণিতের বিষয়বস্তু সম্পর্কে কোনও সমস্যা থাকবে না। তার সঙ্গেই শিক্ষার্থীদের কাছে গণিতের সমাধান অত্যন্ত মজা ও আনন্দের বিষয় হয়ে উঠবে।

❑ মাধ্যমিক স্তরে বেশিরভাগ শিক্ষার্থীদের মধ্যেই একটি ভুল ধারণা থাকে যে, আমরা একাদশ শ্রেণিতে গণিত বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করব না সেজন্য আমাদের দশম শ্রেণি পর্যন্ত গণিত খুব ভালোভাবে না জানলেও হবে। জেনে রেখো, দশম শ্রেণি পর্যন্ত আমরা গণিতে যে বিষয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করি অথবা চর্চা করি, সেই বিষয়বস্তুগুলো আমাদের সমাজে চলার পথে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেমন শতকরা, লাভ-ক্ষতি বা জিএসটি-এর বিষয়বস্তু না জানা থাকলে আমাদের রোজকার বাজারঘাট, ব্যবসার কাজকর্ম করার সময় সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে।

বুনিয়াদি স্তর থেকে যদি নিয়ম করে গণিতচর্চা করা যায় তাহলে শিক্ষার্থীদের গণিতের প্রতি আগ্রহ যেমন বাড়বে তেমনই মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক স্তরে গিয়ে গণিতের বিষয়বস্তু সম্পর্কে কোনও সমস্যা থাকবে না। তার সঙ্গেই শিক্ষার্থীদের কাছে গণিতের সমাধান অত্যন্ত মজা ও আনন্দের বিষয় হয়ে উঠবে।

তেমনই সুদকষা না জানা থাকলে আমাদের ব্যাংকের কাজকর্ম করতে সমস্যায় পড়তে হবে। তাই বলব, প্রতিটি অধ্যায় খুব ভালো করে চর্চা করা উচিত যা সারা জীবন একজন মানুষকে সমাজে চলতে সাহায্য করবে।

❑ উচ্চমাধ্যমিক স্তরে কিছু শিক্ষার্থী, দশম শ্রেণি পর্যন্ত অনেক অধ্যায় আছে যে তারা অনেকটা মুখস্থ বিদ্যার সাহায্য নিয়েছিল। সেক্ষেত্রে যে সমস্ত অধ্যায়ে অসুবিধা আছে সেই বিষয়বস্তু পুনরায় একবার সময় বের করে চর্চা করে নেবে। কিছু ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা জানাচ্ছে যে, তারা প্রচুর চর্চা করলেও পরীক্ষায় সফল হতে পারছে না। এর কারণ কিছু ছাত্রছাত্রী গণিতচর্চা করার সময় সমাধান দেখে চর্চা করে। কিছু সংখ্যক ছাত্রছাত্রী যখন গণিতের সমস্যা সমাধান করে তখন নোট বই-এর সাহায্য নেয় বা গণিতের নানা ফর্মুলা দেখে সমস্যার সমাধান করে। কিন্তু পরীক্ষাকেন্দ্রে গিয়ে অধ্যায়ের বিষয়বস্তুর জ্ঞান না থাকার কারণে বা ফর্মুলা প্রয়োগের পদ্ধতি না জানার কারণে অঙ্ক করা শুরু করছে কিন্তু সমাধানটি সম্পন্ন করতে পারছে না। কিছু ক্ষেত্রে অঙ্কটি কীভাবে শুরু করতে হবে সেটা বুঝে উঠতেও বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে।

❑ পরীক্ষাকেন্দ্রে গিয়ে যাতে কোনও সমস্যার সম্মুখীন হতে না হয় তার জন্য ছাত্রছাত্রীদের অনবরত চর্চা যেমন করতে হবে তেমনিই একটি অধ্যায় শেষ করার কিছুদিন পর যখন অন্য অধ্যায় চর্চা করা হয় তখন নিজে থেকে সময় বের করে আগের অধ্যায়গুলি চর্চা করা দরকার। এই পদ্ধতি অনুসরণ করলে পরীক্ষার সময় সমস্ত সিলেবাস চর্চা করার চাপ তৈরি হবে না ও পুরো সিলেবাসের বিষয়বস্তু অনেক সহজে মনে থাকবে যা পরীক্ষাকেন্দ্রে ছাত্রছাত্রীদের অনেকটাই সাহায্য করবে।

❑ বিগত কিছু বছর ধরে ছাত্রছাত্রীরা অনলাইন পদ্ধতিতে পড়াশোনার সঙ্গে জড়িত থাকার কারণে পিডিএফ ও মোবাইল ফোন নির্ভর হয়ে পড়েছে যা খুব একটা ভালো অভ্যাস নয়। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পিডিএফ নোটস-এর থেকে বের হয়ে আসতে হবে, এর পরিবর্তে খাতা-কলমের সঙ্গে গণিত চর্চা করলে সমস্যা অনেকটাই সমাধান হতে পারে।

❑ কিছু কিছু ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ছোটবেলা থেকেই গণিত নিয়ে ভীতি থাকে কিন্তু পরিবার বা সমাজের চাপে পড়ে একাদশ শ্রেণিতে গণিত বিষয়ে ভর্তি হয়। এমন পরিস্থিতিতে গণিতভীতি দূর করার জন্য আগের যেসকল অধ্যায়ের বিষয়বস্তু নিয়ে সমস্যা আছে সেগুলি শুরুতেই সমাধান করে নিতে হবে এবং গণিত নিয়ে ভয় না করে সিলেবাসের প্রতিটি অধ্যায় নিয়মিত যত বেশি সম্ভব চর্চা করতে হবে। এখানে বিখ্যাত ভারতীয় গণিতজ্ঞ এস. রামানুজনের উক্তিটি মনে রাখা উচিত 'Mathematics is the most precise and concise way of expressing any idea.'

❑ বর্তমান সময়ে একাদশ শ্রেণিতে বার্ষিক পরীক্ষায় গুরুত্ব না থাকায় বা বোর্ডের কোনও পরীক্ষা না হওয়ার কারণে শিক্ষার্থীরা অসচেতনতার কারণে মন দিয়ে পড়াশোনা বা গণিতচর্চা থেকে বিরত থাকে। কিছু ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা একাদশ শ্রেণির শুধুমাত্র কিছু অধ্যায় চর্চা করে আর বাকি অধ্যায়গুলো চর্চা না করার কারণে তাদের দ্বাদশ শ্রেণিতে যখন সেই অধ্যায়ের বিষয়বস্তুর প্রয়োজন পড়ে তখন তারা নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়। কিন্তু উপযুক্ত সময় না থাকার কারণে সে সমস্যা থেকে বের হয়ে আসা সম্ভব হয় না, এই কারণে দ্বাদশ শ্রেণিতে গণিতে ভালো ফল করতে চাইলে একাদশ শ্রেণির শুরু থেকেই প্রতিটি অধ্যায়ের বিষয়বস্তু ভালো করে জেনে নিতে হবে, বিশেষ করে যে সমস্ত অধ্যায় সরাসরি দ্বাদশ শ্রেণিতে কাজে লাগে।

❑ গণিত বিষয়ে নিজেকে পারদর্শী করে তোলার জন্য প্রতিদিন নিয়মিত সময় বেঁধে গণিত চর্চা করতে হবে। গণিতের নোট না পড়ে খাতা-কলমে প্রতিদিন নিয়মিত গণিতচর্চার কোনও বিকল্প আজও নেই আর অদূর ভবিষ্যতেও থাকবে না এটা মনে রাখতে হবে। সমস্ত অভিভাবক ও অভিভাবিকাদের কাছে আমার একান্ত অনুরোধ যে এটা কখনোই ভাববেন না যে মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক স্তরে গিয়ে শিক্ষার্থীদের গণিতের প্রতি আগ্রহ একা একাই তৈরি হবে। এটা কখনোই সম্ভব না। আপনারা একদম প্রাইমারি স্তর থেকে ছাত্রছাত্রীদের নিয়মিত গণিতচর্চা করান, ছাত্রছাত্রীরা খাতা-কলমে যতবেশি চর্চা করবে গণিতের প্রতি আগ্রহ তত বাড়বে। গণিতের প্রতি আগ্রহ একবার চলে এলে সেই শিক্ষার্থীকে গণিত থেকে আটকে রাখা কখনোই সম্ভব না। Albert Einstein বলেছেন 'Pure Mathematics is, in its way, the poetry of logical ideas' একমাত্র গণিতচর্চাই পারে শিক্ষার্থীর Reasoning ability, Critical thinking এবং 21st Century Skill -এর উন্নতি করতে।

আলোচনায় মেঘনাদ বধ কাব্য

মৌমিতা বসাক, *শিক্ষক*
নেতাজি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়
শিলিগুড়ি

পূর্ব প্রকাশের পর

তিন নম্বরের টীকাভিত্তিক প্রশ্নোত্তর

● **'হাসিবে মেঘবাহন'- মেঘবাহন কে? তিনি হাসিবেন কেন?**

উত্তর : মেঘবাহন শব্দের অর্থ মেঘ বাহন যার। আলোচ্য 'অভিষেক' কাব্যে রাবণ-পুত্র ইন্দ্রজিৎ মেঘবাহন বলতে দেবরাজ ইন্দ্রকে বুঝিয়েছেন যিনি মেঘের উপর ভর করে বিচরণ করেন।

মেঘবাহন অর্থাৎ দেবরাজ ইন্দ্রকে রাক্ষসকুলের মহাবীর ইন্দ্রজিৎ বহুবার সম্মুখসমরে পরাজিত করে ইন্দ্রজিৎ আখ্যা পেয়েছেন। এইজন্য দেবরাজ ইন্দ্রের তিনি চিরশত্রু। এখন শত্রুর সামান্যতম ভুলত্রুটিতে অপরপক্ষ ব্যঙ্গাত্মক হাসি হাসবেন যা বীর ইন্দ্রজিতের পক্ষে অত্যন্ত অসম্মানজনক হবে। তাই তাঁর উপস্থিতি সত্ত্বেও পিতা দশানন যদি যুদ্ধে অবতীর্ণ হন তবে তা হবে অত্যন্ত লজ্জাজনক এবং শত্রু দেবরাজ ইন্দ্র এ নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক হাসি হাসবেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এটা ইন্দ্রজিতের কাছে পরাজয়ের চেয়ে কিছুমাত্র কম লজ্জার বিষয় নয়। এইজন্য তিনি পিতাকে সতর্ক করে বলেছিলেন 'হাসিবে মেঘবাহন'!

● **'গিরিশৃঙ্গ কিংবা তরু যথা/ বজ্রাঘাতে'— কোন প্রসঙ্গে বক্তা এই উপমাটি ব্যবহার করেছেন? উদ্দেশ্য ব্যক্তির সম্পর্কে লেখো।**

মাধ্যমিক বাংলা

উত্তর : স্বর্ণ লঙ্কার বীর যোদ্ধারা যখন রামচন্দ্রের সঙ্গে কাল সমরে একে একে হত হচ্ছেন তখন নিরুপায় লঙ্কেশ্বর রাবণ তাঁর ভাই কুম্ভকর্ণকে অকালে জাগিয়েছিলেন, যুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন। প্রবল প্রতাপের সঙ্গে যুদ্ধ করলেও নিয়তির অমোঘ টানে কুম্ভকর্ণ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। তাঁর বিশাল দেহ গিরিশৃঙ্গের মতো অথবা বিশাল তরুবরের মতো ভূপতিত হয়ে পড়ে আছে রণক্ষেত্রে--- এই প্রসঙ্গেই রাবণ এই উপমাটির অবতারণা করেছেন।

কুম্ভকর্ণ হলেন রক্ষরাজ রাবণের মধ্যম ভ্রাতা। পিতা বিশ্রবা, মাতা নিকষা। জন্মগ্রহণের পরমুহূর্তেই তিনি ক্ষুধার্ত হয়ে সহস্র প্রজা ভক্ষণ করেন। পরে ব্রহ্মাকে তপস্যায় তুষ্ট করে তিনি প্রথমে অনন্ত নিদ্রা বর প্রার্থনা করেন, এরপর ছয় মাস পর নিদ্রাভঙ্গের বর পান। রাবণ তাঁর নিশ্চিন্ত নিদ্রাযাপনের জন্য এক উপযোগী বিশাল ভবন নির্মাণ করে দেন কিন্তু রাম-রাবণের যুদ্ধে লঙ্কা যখন প্রায় বীরশূন্য হয়ে পড়ে তখন রাবণ অকালে কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙাতে বাধ্য হন। রণক্ষেত্রে বিপুল বিক্রম প্রদর্শন করলেও শেষপর্যন্ত কুম্ভকর্ণ রামচন্দ্রের হাতে হত হন। অকাল জাগরণই তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

এই প্রশ্নোত্তরগুলি ছাড়াও কিছু কঠিন শব্দের অর্থ আমি লিখছি যেমন যুঝিতে- যুদ্ধ করতে, সংহারিনু- সংহার বা বধ করলাম, নিশা-রণ - রাত্রিকালীন যুদ্ধ, বৈরীদল- শত্রু দল, বারতা- সংবাদ, কাল সমর- মৃত্যুরূপী যুদ্ধ, বামা দল- নারী দল, দশাননত্মজ- দশাননের পুত্র, রিপুকুল- শত্রু বংশ, তুরঙ্গম -ঘোড়া, যেমতি- যেমন, ত্বরিত- দ্রুত গমনকারী, আশু- শীঘ্রই, ব্রততী- লতা, করি-পদ- হাতির পা, মাতঙ্গ -হস্তী, কিঙ্করী- চাকরানী, বিধুমুখী চাঁদের মতো মুখ, শিঞ্জিনী- ধনুকের ছিলা, নাদে- শব্দে, জলধি- সমুদ্র, বীরমদে- বীরের মত্ততায়, হ্রেষে- ঘোড়ার ডাক, কাঞ্চন কঞ্চুক- সোনার বর্ম। উত্তরিলা- আবির্ভূত হলেন, কর্বুরদল -রাক্ষস দল, বায়ু-অস্ত্রে - বায়ুর অস্ত্র দিয়ে, রাজপদে- রাজার পায়ে, বিধি- বিধাতার ভাগ্য নিয়ে, অসুরারি রিপু- অসুরদের শত্রুর শত্রু, রুষিবেন -রাগ করবেন, ভূপতিত-মাটিতে লুণ্ঠিত, বজ্রাঘাতে- বজ্রের আঘাতে, ইষ্টদেবে- উপাস্য দেবতাকে, বরিণু- বরণ করলাম, দিননাথ- সূর্য, যথবিধি -বিধান অনুসারে, গঙ্গোদক -গঙ্গার উদক বা জল।

ভৌতবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নাবলি

পার্থপ্রতিম ঘোষ, *শিক্ষক*
আলিপুরদুয়ার ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুল, আলিপুরদুয়ার

পূর্ব প্রকাশের পর

ষষ্ঠ অধ্যায় : চল তড়িৎ

● **প্রশ্নমান-2**

1. তড়িৎবিভব কাকে বলে? এটি কীরূপ রাশি?

2. বায়ু মাধ্যমে দুটি বিন্দু আধানের পরিমাণ যথাক্রমে +20 esu ও +10 esu। বিন্দু আধান দুটি 5 cm ব্যবধানে আছে। আধান দুটির মধ্যে ক্রিয়াশীল বলের মান কত?

3. অ্যাম্পিয়ারের সন্তরণ নিয়মটি লেখো।

4. সমপ্রবাহ (DC) অপেক্ষা পরিবর্তী প্রবাহ (AC)-এর দুটি সুবিধা লেখো।

5. ওহমের সূত্র থেকে কীভাবে পরিবাহীর রোধের সংজ্ঞা পাওয়া যায়?

6. 20 ওহম রোধের একটি তারকে সমান দু'ভাগ করে সমান্তরাল সমবায়ে যুক্ত করলে তুল্য রোধ কত হবে?

7. একটি পরিবাহীর রোধ অপর একটি পরিবাহীর দ্বিগুণ। পরিবাহী দুটির দুই প্রান্তের বিভব প্রভেদ সমান হলে তাদের মধ্য দিয়ে তড়িৎপ্রবাহমাত্রার অনুপাত কত হবে?

8. কোনও বৈদ্যুতিক বাতির রেটিং 220V - 40W বলতে কী বোঝো?

9. বাড়িতে আর্থিং-এর প্রয়োজনীয়তা কী?

10. তড়িৎচালক বল ও বিভব প্রভেদের মধ্যে একটি সাদৃশ্য ও একটি বৈসাদৃশ্য লেখো।

● **প্রশ্নমান- 3**

1. সমান রোধবিশিষ্ট দুটি পরিবাহীর মধ্য দিয়ে একই সময়ের জন্য তড়িৎপ্রবাহ পাঠালে দেখা যায় যে একটিতে উৎপন্ন তাপ অপরটিতে উৎপন্ন তাপের 9 গুণ। পরিবাহী দুটির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তড়িৎ প্রবাহমাত্রার অনুপাত নির্ণয় করো।

2. তড়িৎকোষের অভ্যন্তরীণ রোধ বলতে কী বোঝো? অভ্যন্তরীণ রোধের মান কোন কোন বিষয়ের ওপর নির্ভর করে ?

3. তড়িৎচুম্বকীয় আবেশ সংক্রান্ত ফ্যারাডের সূত্রগুলি বিবৃত করো। ডায়নামোতে কোন শক্তি কোন শক্তিতে রূপান্তরিত হয়?

4. তড়িৎপ্রবাহের তাপীয় ফল সংক্রান্ত জুলের সূত্রগুলি বিবৃত করো।

5. একটি বাড়িতে 3টি 40W বাতি ও 2টি 80W পাখা আছে। এগুলি দৈনিক গড়ে 5 ঘণ্টা চলে। 30 দিন ওই বাতি ও পাখা চালাতে মোট ব্যয় কত হবে? তড়িৎশক্তির খরচ প্রতি BOT ইউনিটে 6 টাকা।

6. 5 ওহম রোধবিশিষ্ট একটি তারের মধ্য দিয়ে 0.5 অ্যাম্পিয়ার তড়িৎপ্রবাহ 1 ঘণ্টা ধরে চললে কী পরিমাণ তাপ উৎপন্ন হবে?

7. 220V - 100W ও 220V - 60W বৈদ্যুতিক বাতি দুটির রোধের অনুপাত নির্ণয় করো।

8. বার্লোচক্রের ঘূর্ণন ও ঘূর্ণনের অভিমুখ কোন কোন বিষয়ের ওপর নির্ভর করে?

9. বৈদ্যুতিক মোটর কোন নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত? বৈদ্যুতিক মোটরের শক্তি কী কী উপায়ে বাড়ানো যায়?

10. ফিউজ তারের দুটি বৈশিষ্ট্য লেখো। এটি কেন ব্যবহার করা হয়?

মাধ্যমিকে প্রস্তুতি

সপ্তম অধ্যায় : পরমাণুর নিউক্লিয়াস

● **প্রশ্নমান- 3**

1. তেজস্ক্রিয়তা কাকে বলে? 'তেজস্ক্রিয়তা একটি নিউক্লিয় ঘটনা' - ব্যাখ্যা করো।

2. আলফা, বিটা ও গামা রশ্মির প্রকৃতি, ভর ও ভেদন ক্ষমতার তুলনা করো।

3. তেজস্ক্রিয়তার SI একক কী? এর সংজ্ঞা দাও। এর সঙ্গে তেজস্ক্রিয়তার আরেকটি একক কুরির সম্পর্ক কী?

4. নিউক্লিয় বন্ধনশক্তি বলতে কী বোঝো? বন্ধনশক্তির রাশিমালাটি লেখো।

5. নিউক্লিয় সংযোজন কাকে বলে? নিউক্লিয় সংযোজনের আগে নিউক্লিয় বিভাজন করতে হয় কেন?

6. নিউক্লিয় বিভাজন ও নিউক্লিয় সংযোজনের মধ্যে পার্থক্য লেখো।

7. নিউক্লিয় চুল্লি কাকে বলে? নিউক্লিয় চুল্লিতে মডারেটরের কাজ কী?

8. শৃঙ্খল বিক্রিয়া কী? শৃঙ্খল বিক্রিয়ায় গৌণ নিউট্রনের ভূমিকা কী?

9. পরমাণুর কেন্দ্রে কোনও ইলেকট্রন থাকে না অথচ পরমাণুর কেন্দ্র থেকে বিটা কণার নিঃসরণ কীভাবে হয় - ব্যাখ্যা করো।

10. একটি তেজস্ক্রিয় পরমাণু (X)-এর ভরসংখ্যা 235 ও পারমাণবিক সংখ্যা 92। এর নিউক্লিয়াস থেকে একটি আলফা ও দুটি বিটা কণা নির্গত হল এবং Y মৌল গঠিত হল। Y-এর ভরসংখ্যা ও পারমাণবিক সংখ্যা কত? দেখাও যে, অন্তিম নিউক্লিয়াসটি প্রথমটির আইসোটোপ।

(চলবে)

প্রশ্নোত্তরে মাধ্যমিক জীবনবিজ্ঞান

মাধ্যমিকে জীবনবিজ্ঞান পড়া এখন থেকেই রিভাইজ করতে হবে। ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থে আজ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর আলোচনা করছি।

শিল্পী দাস, *শিক্ষক*
শ্রী নরসিংহ বিদ্যাপীঠ, শিলিগুড়ি

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্রশ্নমান-1

● উদ্ভিদ হরমোন প্রয়োগে নিষেক ছাড়াই বীজহীন ফল উৎপাদন করার প্রক্রিয়াকে কী বলে?
উঃ - পার্থেনোকার্পি।

● ভয় পেলে বুক ধড়ফড় করা এবং হৃৎস্পন্দন বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে কোন হরমোনটির সম্পর্ক রয়েছে?
উঃ - অ্যাড্রিনালিন ।

● পিটুইটারি গ্রন্থি নিঃসৃত কোন হরমোন শুক্রাশয় ও ডিম্বাশয়ের ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে?
উঃ - গোনাডো ট্রপিক হরমোন বা GTH।

● স্নায়ু কোষের কোন অংশ কোষ দেহ থেকে স্নায়ু স্পন্দন পরিবহণ করে?
উঃ - অ্যাক্সন।

● কোন রাসায়নিক পদার্থ এক নিউরন থেকে অন্য নিউরনে স্নায়ুস্পন্দন পরিবহণ করে?
উঃ - অ্যাসিটাইল কোলিন (নিউরো ট্রান্সমিটার)।

● মস্তিষ্ক ছাড়া কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের অপর অংশটির নাম লেখ।
উঃ - সুষুম্নাকাণ্ড বা স্পাইনাল কর্ড।

● কোন জাতীয় কোষ বিভাজনে দেহ কোষের সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটে?
উঃ - মাইটোসিস।

● কোষ বিভাজনের কোন দশায় ক্রোমোজোমের ক্রোমাটিড দুটি পৃথক হয়?
উঃ - অ্যানাফেজ দশায়।

● Go অবস্থায় অবস্থানকারী দুটি প্রাণী কোষের নাম লেখ।
উঃ -স্নায়ু কোষ ও পেশি কোষ।

● কোষচক্রের কোন দশায় ডিএনএ (DNA) অণুর সংশ্লেষ হয়?
উঃ - ইন্টারফেজের S দশায়।

● সেন্ট্রোমিয়ার কোথায় দেখা যায়?
উঃ - প্রাণী কোষের ক্রোমোজোমের মুখ্য খাঁজ অঞ্চলে।

● কোন জীবে গ্যামেটিক মিয়োসিস দেখা যায়?
উঃ - উচ্চশ্রেণির প্রাণী। যেমন- মানুষ।

● RBC বিভাজিত হয় না কেন?
উঃ) এই কোষ সৃষ্টি হবার পর Go দশায় অবস্থান করে বলে।

● কোন উৎসেচক কোষ চক্রের চেক পয়েন্ট নিয়ন্ত্রণ করে?
উঃ - সাইক্লিন ডিপেন্ডেন্ট কাইনেজ উৎসেচক (CDK)।

● সুস্পষ্ট জনুক্রম দেখা যায় এমন দুটি উদ্ভিদের উদাহরণ দাও ।
উঃ - মস ও ফার্ন।

● শাখা কলম সৃষ্টির জন্য কোন কৃত্রিম হরমোন ব্যবহার করা হয়?
উঃ - IAA/NAA.

● স্টক ও সিয়নের মধ্যে কোনটি উন্নতমানের?
উঃ - সিয়ন সর্বদা স্টক অপেক্ষা উন্নত ধরনের হয়।

● মানুষের বংশানুক্রমে সঞ্চারিত একটি প্রকরণের উদাহরণ দাও।
উঃ - মানুষের গায়ের রং / দেহের উচ্চতা।

● কোন গাছে অসম্পূর্ণ প্রকটতা দেখা যায়?
উঃ - সন্ধ্যা মালতী/স্ন্যাপ ড্রাগন।

● মানুষের ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর ক্রোমোজোমের সংখ্যা কত?
উঃ - ডিম্বাণু ২৩টি
শুক্রাণু ২৩টি।

● জিন থেরাপির মাধ্যমে নিরাময় করা যায় এমন একটি বংশগত রোগের নাম লেখ
উঃ - ডায়াবিটিস।

● পৃথিবীব্যাপী সর্বাপেক্ষা অধিক প্রাপ্ত একক জিনগত রোগ কোনটি?
উঃ - থ্যালাসিমিয়া।

● ল্যামার্ক তার অভিব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যগুলি কোন বইয়ের লিপিবদ্ধ করেন?
উঃ - ফিলোসোফিক জুওলজিক।

● বায়োজেনেটিক সূত্র কে প্রবর্তন করেন?
উঃ - বিজ্ঞানী হেকেল।

● ক্যাকটাসের পর্ন কাণ্ডের উপর কিউটিকল থাকে কেন?
উঃ - বাষ্পমোচন রোধ করার জন্য।

● উটের RBC -এর কী পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়?
উঃ - উটের RBC গোলাকার না হয়ে ডিম্বাকার হয়।

● '8'- আকৃতির মৌ নৃত্যকে কী বলে?
উঃ - ওয়াগেল নৃত্য বা ওয়াগটেল নৃত্য।

● কোন ধরনের কর্মী মৌমাছিরা নৃত্য পরিবেশন করে?
উঃ - মূলত স্কাউট নামক কর্মী মৌমাছিরা।

● মাটিতে নাইট্রোজেন স্থিতিকারী একটি স্বাধীনজীবী ব্যাকটিরিয়ার নাম লেখ।
উঃ - অ্যাজোটোব্যাক্টর।

● SPM - এর পুরো নাম কী?
উঃ - সাসপেন্ডেড পার্টিকুলেট ম্যাটার।

● ইউট্রিফিকেশন ঘটার ফলে জলাশয়ে শৈবালের অতি বৃদ্ধিকে কী বলে?
উঃ - অ্যালগাল ব্লুম।

● দুটি ভৌত কারসিনোজেনের উদাহরণ দাও।
উঃ - এক্স রশ্মি, আল্ট্রাভায়োলেট বা অতিবেগুনি রশ্মি।

● IUCN -এর পুরো নাম লেখ।
উঃ - International union for the conservation of nature and natural resource।

● জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সাধারণ মানুষকে শামিল করার একটি উদ্যোগ উল্লেখ কর।
উঃ - পিপলস বায়োডাইভারসিটি রেজিস্টার (PBR)।

● পশ্চিমবঙ্গের কোথায় একশৃঙ্গ গন্ডার সংরক্ষণ করা হয়?
উঃ - জলদাপাড়া অভয়ারণ্যে।

সমর চক্রবর্তী বিশেষ সংখ্যা

প্রয়াত কবি সমর চক্রবর্তীর স্মৃতিকে সামনে রেখে কিছুদিন আগে শিলিগুড়িতে অনুষ্ঠিত হল 'সমর চক্রবর্তী সংখ্যা প্রকাশ অনুষ্ঠান'। শিলিগুড়ি জংশন পত্রিকার উদ্যোগে এবং কবির পরিবারের সহযোগিতায় আয়োজিত এই সন্ধ্যা শহরের সাহিত্যপ্রেমী, গবেষক ও শিল্পীদের এক উষ্ণ মিলনমঞ্চে পরিণত হয়। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় গাছে জল দেওয়ার মধ্য দিয়ে। উপস্থিত ছিলেন কথাসাহিত্যিক বিপুল দাস, কবি শিশির রায় নাথ এবং কবি-সম্পাদক রিমি দে। তাঁরা সমর চক্রবর্তীর সাহিত্যকর্ম, মানবিকতা ও ব্যক্তিত্ব নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতিচারণ করেন। তরুণ শিল্পী মৈত্রেয়ী বিশ্বাসের সংগীত পরিবেশনা অনুষ্ঠানের আবহকে আরও স্নিগ্ধ করে তোলে।

এদিন বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখা মোট সাতজনকে সম্মাননা জানানো হয়। সমাজসেবা, পরিবেশ রক্ষা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে বিশেষ ভূমিকার জন্য সুজিত রাহা পান নাগরিক সৃজন সম্মান। উত্তরবঙ্গের প্রতিভাবান তরুণদের উৎসাহ দিতে 'উত্তরের তরুণ প্রতিভা' সম্মান দেওয়া হয় শিল্পী মৈত্রেয়ী বিশ্বাসকে। প্রয়াত কবির স্মৃতিকে সামনে রেখে 'সমর চক্রবর্তী স্মারক সম্মান' প্রদান করা হয় কবি উত্তম চৌধুরীকে, যা তুলে দেন কাবেরী চক্রবর্তী। পুণ্যশ্লোক দাশগুপ্ত স্মারক সম্মান পান কবি অমিতকুমার দে, আর প্রাবন্ধিক দেবব্রত চাকিকে দেওয়া হয় দেবেশ রায় স্মারক সম্মান। বাংলা সাহিত্যচর্চায় দীর্ঘ পথচলার স্বীকৃতিস্বরূপ কবি বিজয় দে-কে প্রদান করা হয় জীবনকৃতি সম্মান। অনুষ্ঠানের শেষে শিলিগুড়ি জংশন সম্মান মরণোত্তরভাবে প্রদান করা হয় সমর চক্রবর্তীকে। কবি সমর চক্রবর্তীকে কেন্দ্র করে নির্মিত অভিষেক রায়ের তথ্যচিত্র ও কবির নিজের কণ্ঠে কবিতা পাঠের অডিও ভিজুয়াল প্রদর্শনী দর্শকদের আবেগাপ্লুত করে।

–নিজস্ব প্রতিবেদন

সাহিত্য নিয়ে আড্ডার আসর

সম্প্রতি এক রবিবারের সন্ধ্যায় 'গল্প নিয়ে আড্ডার আসর বসেছিল জলপাইগুড়ি শহরে। এদিন প্রথমে শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'বর্ষাদুয়ার' উপন্যাসের দ্বিতীয় সংস্করণের আবরণ উন্মোচন করা হয়। শেখর এক সময় এই শহরেরই বাসিন্দা ছিলেন। বর্তমানে কলকাতায় থাকছেন রাজ্য সরকারের এই বর্ষীয়ান আমলা। নিজের শহরে আয়োজিত গল্পের আড্ডায় তিনিও যোগ দিয়ে বলেন, 'আমার উপন্যাস নিয়ে আলোচনা হল। এখানে এসে আমি অভিভূত। এক বর্ষায় ডুয়ার্সে ঘটে যাওয়া ঘটনা, চা বাগান, এই এলাকার জনজাতি, বন্যপ্রাণ সব নিয়েই আমার এই উপাখ্যান।' এদিন তার উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করেন বিপুল দাস, অনিন্দিতা গুপ্ত রায়, শুভময় সরকার সহ অন্য সাহিত্যিকরা। পরে, স্বরচিত-গল্প পাঠের আসরে অংশ নেন মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য, মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস সহ চার সাহিত্যিক। *–অনসূয়া চৌধুরী*

জয় হো।। *ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের বিশ্বজয়। শিলিগুড়িতে উদয় শংকর নৃত্য উৎসবে।*

নাচের ছন্দে হৃদয় হরণ

উত্তরবঙ্গের প্রায় ৭৫টি নৃত্য শিক্ষাকেন্দ্র মিলে একযোগে ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে তিনদিন ধরে নৃত্যসম্রাট উদয় শংকরকে স্মরণ করল নৃত্যের তালে তালে। শিলিগুড়ি দীনবন্ধু মঞ্চে এই বর্ণাঢ্য উৎসবের আয়োজন করেছিল বিশিষ্ট সমাজ সাংস্কৃতিক সংস্থা অন্য আলো। গত কয়েক বছর থেকেই এই সংস্থা শিলিগুড়িতে উদয় শংকর নৃত্য উৎসব করছে। এবারের উৎসবের শিরোনাম ছিল প্রতিশ্রুতি-২। সংস্থার সম্পাদক দেবাশিস দে জানালেন, এই উৎসব উন্মেষ পর্ব দিয়ে শুরু হয়েছিল, তারপর হয় প্রকাশ পর্ব। এবার প্রতিশ্রুতি পর্বের দ্বিতীয় বছর চলছে।

এই উৎসবে শিলিগুড়ি ছাড়াও রায়গঞ্জ, জলপাইগুড়ি, ময়নাগুড়ি, নকশালবাড়ি, রাজগঞ্জ সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থানের নৃত্যশিল্পীরা অংশ নেন। ভরতনাট্যম, কত্থক, ওডিশি, সৃজনশীল সহ তিনদিন ধরে বিভিন্ন রকমের প্রায় ৯০টি সম্মেলক ও একক নাচের অনুষ্ঠানকে মঞ্চে একসূত্রে গাঁথা ছিল রীতিমতো চ্যালেঞ্জের বিষয়। আর এই কাজটি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে করেছেন অনুষ্ঠানের সঞ্চালক বিশিষ্ট বাচিকশিল্পী অমিতাভ ঘোষ।

প্রথম দিন শিলিগুড়ির বিশিষ্ট নৃত্যগুরুদের ও সংস্থার সদস্যদের নৃত্যসম্রাট উদয় শংকরকে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। অতিথি হিসেবে ছিলেন সংগীতা চাকি, সহেলী বসু ঠাকুর, সাহিত্যিক শুভময় সরকার, কৌশিক জোয়ারদার। দ্বিতীয় দিন উৎসব শুরু হয় নৃত্যগুরুদের নাচ দিয়ে। শেষ দিনে দেশে বিদেশে উদয় শংকরের জীবন ও কর্মযজ্ঞ নিয়ে একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয় এবং সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন অধ্যাপক সুতপা সাহা।

এবারের উৎসবে অংশগ্রহণকারী উল্লেখযোগ্য দলগুলির মধ্যে ছিল গুরু সংগীতা চাকির নৃত্য মালঞ্চ, সহেলী বসু ঠাকুরের সৃষ্টি, সঞ্চিতা চক্রবর্তীর নৃত্য মন্দিরম, ডঃ দৃপ্তা চক্রবর্তীর অনুরণন, দিলীপ দাশগুপ্তের মুদ্রা, শুভম ঘোষের সোনার তরী, অন্তরা রায়ের ডান্স অ্যান্ড মিউজিক অ্যাকাডেমি, গোবিন্দ সাহার ছন্দ মঞ্জরী, রিম্পি সাহার নৃত্য মল্লিকা, ইন্দ্রাণী সাহার পদম ডান্স অ্যাকাডেমি, ঋতুপর্ণা মুখার্জির মঙ্গলম ডান্স অ্যাকাডেমি, আরাত্রিকা দে'র নূপুর নিক্কণ, সুতপা রায়ের নৃত্য ছন্দম। এছাড়াও নজর কেড়েছে গুরু করবী শর্মার ছাত্রীরা এবং কুচিপুড়ি নৃত্যে শিল্পী ঈপ্সিতা চক্রবর্তী। নতুন প্রজন্মের শিল্পীদের মধ্যেও অনেকে নতুন নতুন ভাবনা নিয়ে নিজেকে মেলে ধরেছেন। সব মিলিয়ে অন্য আলোর 'উদয় শংকর-১২৫' ছিল তিনদিনের একটি জমজমাট উৎসব।– *ছন্দা দে মাহাতো*

৫ দিনে ৯ নাটক

বালুরঘাট শহরের নাট্যচর্চার ধারাকে আরও সমৃদ্ধ করে গেল ভারতীয় গণনাট্য সংঘ শপথ শাখার ২১তম নাট্য উৎসব। সম্প্রতি বালুরঘাট নাট্য মন্দির প্রেক্ষাগৃহে আয়োজিত এই পাঁচদিনের উৎসব উৎসর্গ করা হয়েছিল প্রয়াত নাট্য ব্যক্তিত্ব ও অভিভাবক নির্মলেন্দু তালুকদারের স্মৃতির প্রতি। প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটে নাট্যপ্রেমী দর্শকের উপস্থিতি প্রমাণ করেছে- বালুরঘাট আজও নাটকের শহর।

উৎসবে মোট নয়টি নাটক মঞ্চস্থ হয়। ফিনিক কাঁচরাপাড়া প্রযোজিত 'স্বপ্নপূরণ' দিয়ে উৎসবের সূচনা হয়। ফিনিক প্রযোজিত 'বারবার ফিরে আসি' নাটকটি দর্শকদের ভাবনার জগতে টান সৃষ্টি করে। আয়োজক বালুরঘাট শপথ শাখা তাদের প্রথম প্রযোজনা 'তাসের দেশ' উপস্থাপন করে। যা প্রশংসিত হলেও ভবিষ্যতে আরও পরিণত উপস্থাপনার সম্ভাবনা রেখে যায়। থিয়েটার প্রসেনিয়াম প্রযোজিত 'স্বামীজি' এবং 'রং মাখা মুখ' নাটক দুটি দর্শকদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করে।

উত্তরায়ণ প্রযোজিত 'খেলাঘর' ও 'নো অপশন' নাটকে সমকালীন সামাজিক বাস্তবতার প্রতিফলন দেখা যায়। বিভাব নাট্য অ্যাকাডেমি প্রযোজিত 'পাঁচফোড়ন' নাটকটি মিশ্র স্বাদের অভিনয়ে দর্শকদের মন জয় করে নেয়। উৎসবের শেষ দিনে মঞ্চস্থ 'অন্য সম্রাট' নাটকটি দর্শক মহলে প্রভূত প্রশংসা পায়।

উদ্যোক্তা দলের পরিচালক হারান মজুমদার বলেন, 'ভিন্ন ধাঁচের নাটক উপস্থাপনার মাধ্যমে আগামী প্রজন্মকে নাটকের প্রতি আকৃষ্ট করাই লক্ষ্য। সরকারি সহায়তা সীমিত হলেও দর্শকদের ভালোবাসাই আমাদের এগিয়ে চলার প্রধান শক্তি।'

–পঙ্কজ মহন্ত

পত্রিকা প্রকাশ

কিছুদিন আগে আলিপুরদুয়ারে প্রকাশিত হয়েছে সংস্কৃতি সংহতির শরৎ হেমন্ত সংখ্যা। সম্পাদনা করেছেন মহুয়া দাস। বিশেষ এই সংখ্যায় কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সলিল চৌধুরী, গায়ক ভূপেন হাজারিকাকে স্মরণ করা হয়েছে। পত্রিকার এই সংখ্যাকে তাঁদের লেখায় সমৃদ্ধ করেছেন নামী লেখকরা। *–সায়ন দে*

নাট্য উৎসবে সমাজকে বার্তা

আবেগঘন।। *'কন্ট্রাক্ট কিলার' নাটকের একটি মুহূর্ত।*

কিছুদিন আগে কুলিক নাট্য উৎসবের আয়োজন করেছিল রায়গঞ্জের দেবীনগর জাগরী থিয়েটার গ্রুপ। রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউট মঞ্চে ব্যতিক্রমী ধারায় নাট্য উৎসবের উদ্বোধন করেন দুজন স্বর্গরথচালক। পশ্চিমবঙ্গ নাট্য অ্যাকাডেমির আর্থিক সহায়তায় একদিনে চারটি নাটকের উৎসবে হাজির ছিলেন নাট্যামোদী দর্শক সহ বেশ কয়েকজন খ্যাতিমান নাট্যকার, নির্দেশক এবং অভিনেতা। বিকেলে ১৪তম উৎসব বর্ষের স্মরণিকা প্রকাশ হয়। গোধূলিতে প্রথম নাটক কলকাতার নেতাজিনগর সরস্বতী নাট্যশালার নাটক 'সবটাই অভিনয় নয়'। খুব সাদামাঠা একটি গল্প। এই নাটকে অস্থিরতা আছে, আছে পথ খোঁজা। নাটক দেখতে দেখতে মনে হয়েছে এই নাটকের সবটাই অভিনয় নয়, আবার সবটাই নাটকও নয়। দ্বিতীয় নাটক ছিল বালিগঞ্জ স্বপ্ন সূচনার 'কন্ট্রাক্ট কিলার'।

এই নাটকের মধ্য দিয়ে হাল সময়ের দাম্পত্য জীবনের জ্বলন্ত সমস্যা তুলে ধরে তার থেকে উত্তরণের পথ দেখায়। মুখ্য চরিত্রে মুরারি মুখোপাধ্যায়ের অভিনয়ে পেশাদারিত্বের ছাপটা স্পষ্ট। তৃতীয় নাটক দেবীনগর জাগরী থিয়েটার গ্রুপের 'নিঃসঙ্গতা'। এই নাটক পরিবারের অভ্যন্তরীণ জলন্ত সমস্যা তুলে ধরে সমাজ শোধনের বার্তা দেয়। মুখ্য চরিত্রে শান্ত রাহার অভিনয় দর্শকদের ভালো লেগেছে। নাট্য উৎসবের শেষ নাটক কাকদ্বীপ যুবনাট্য সংঘের ছিল 'নাগরিক'।

–সুকুমার বাড়ই

মূকাভিনয়

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য অ্যাকাডেমির আর্থিক সহায়তায় এবং কোচবিহার ছায়ানীড়ের উদ্যোগে কিছুদিন আগে স্থানীয় বাণী মন্দির ক্লাবে অনুষ্ঠিত হল মূকাভিনয় ও অন্তরঙ্গ নাট্য উৎসব। আয়োজক সংস্থা স্বাগত পাল নির্দেশিত সমবেত শিশুশিল্পী দ্বারা মূকাভিনয় 'পুতুল ঘর', শ্রেয়সী পাল অভিনীত 'দুষ্টু ছেলে', নিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের রচনা ও নির্দেশনায় নাটক 'স্বপ্ন' এবং মূকনাট্য 'কেষ্টা' পরিবেশন করে। আমন্ত্রিত সংস্থা সংশপ্তক পরিবেশন করে নাটক 'ভালো খাবার'। সঞ্জয় করের নাট্যরূপ ও নির্মল দে'র নির্দেশনায় নাটকটি ভালো লাগল। অভিব্যক্তি, কোচবিহার পরিবেশন করে নাটক 'সত্যকুল', নাট্যকার ও নির্দেশক বহ্নিশিখা দেব। আমন্ত্রিত নাট্যদল কোচবিহার বর্ণনা পরিবেশন করে অমিতাভ ঘোষ রচিত ও বিদ্যুৎ পাল নির্দেশিত নাটক 'সাইক্লোন'। অনুষ্ঠানে শিশুশিল্পী অভিরূপ রায় ও চুমকি রায় সংগীত পরিবেশন করে।

–নীলাদ্রি বিশ্বাস

মাটির গানে

বনশ্রী বিশ্বাস

মাটির গান গেয়ে সুবাস ছড়াচ্ছেন রায়গঞ্জের বনশ্রী বিশ্বাস। মুম্বইয়ে ইন্ডিয়ান আইডলের মঞ্চে উত্তরবঙ্গের নানা লোকসংগীত গেয়ে সবার মন জয় করে তিনি এগিয়ে চলেছেন ইপ্সিত লক্ষ্যের দিকে। মা পুতুল বিশ্বাস এবং বাবা বিশ্বজিৎ বিশ্বাস শিক্ষকতা পেশায় যুক্ত। মায়ের কাছেই তাঁর গানের প্রথম হাতে খড়ি। স্কুলে পঠনপাঠনের পাশাপাশি সুরের সাধনায় মগ্ন বনশ্রী কখনও গ্রামের উৎসব কখনও স্কুলের অনুষ্ঠানে গানের মধ্য দিয়েই গড়ে তুলেছেন নিজের পৃথিবী। পরবর্তীতে দেবযানী বণিক আর পঞ্চানন বর্মা সংস্কৃতি চর্চাকেন্দ্র থেকে করেছেন সুরসাধনা। পেয়েছেন নামী শিল্পীদের সান্নিধ্য। ঝুলিতে বহু সম্মান। *–সুকুমার বাড়ই*

নজরে গম্ভীরা

সম্প্রতি মালদার চন্দন পার্কের মনোভূমি প্রাঙ্গণে ফতেপুর গম্ভীরা দল এবং খোট্টা ভাষা ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ সমিতির যৌথ উদ্যোগে হয়ে গেল 'গম্ভীরা গান লক্ষ্য, নাকি মাধ্যম' শিরোনামে একটি আলোচনা সভা। মূল বিষয়ের সঙ্গে ছিল খোট্টা ভাষায় কবিতা, গান ও গল্প পাঠের আসর। গম্ভীরা গান গেয়ে অনুষ্ঠানের আরম্ভ করেন ফতেপুর গম্ভীরা দলের কর্ণধার বাবলু মণ্ডল। 'গম্ভীরা গান লক্ষ্য, নাকি মাধ্যম' বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার সূত্রপাত করেন অধ্যাপক অমরচন্দ্র কর্মকার। গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন করেন অধ্যাপক সুস্মিতা সোম, ঋষি ঘোষ, ক্ষিতীশ মাহাতো, বিপ্লব চক্রবর্তী, গম্ভীরা গবেষক সুকান্ত সরকার, নয়নচাঁদ রায় প্রমুখ। *–সৌকর্য সোম*

মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান

কুমারগঞ্জ ব্লকের গোপালগঞ্জ রঘুনাথ উচ্চবিদ্যালয়ে সম্প্রতি সূর্য সাহিত্য পত্রিকার তৃতীয় বর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। একই সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয় চোদ্দোজন কবির একক কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ অনুষ্ঠান, যা স্থানীয় সাহিত্য মহলে বিশেষ সাড়া ফেলেছে। এই অনুষ্ঠানে কুমারগঞ্জ ছাড়াও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন প্রান্ত এবং জেলার বাইরের একাধিক সাহিত্য অনুরাগী, কবি ও সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষ উপস্থিত ছিলেন। সাহিত্যচর্চার এই মিলনমেলায় বই প্রকাশের পাশাপাশি কবিতা পাঠ, আবৃত্তি এবং সংগীত পরিবেশন অনুষ্ঠানের আবহকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলে।

অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্বে কবিরা তাঁদের স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন, যেখানে সমাজ, প্রকৃতি, মানবিক অনুভূতি ও সমসাময়িক ভাবনার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। সংগীত পরিবেশনা দর্শক-শ্রোতাদের মন ছুঁয়ে যায়। পাশাপাশি সাহিত্য বিষয়ক আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা বর্তমান সময়ে সাহিত্য পত্রিকার ভূমিকা, নবীন লেখকদের দায়িত্ব ও সাহিত্যচর্চার ভবিষ্যৎ নিয়ে মত বিনিময় করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুশৃঙ্খল ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে সম্পন্ন হয়। আয়োজকদের উদ্যোগে এই সাহিত্য ও সংস্কৃতিমূলক অনুষ্ঠান কুমারগঞ্জের সাংস্কৃতিক পরিসরে এক স্মরণীয় অধ্যায় হয়ে রইল।

– বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

গানে গানে সলিল স্মরণ

মালদা কলেজ অডিটোরিয়ামে কিংবদন্তি সুর ও সংগীতস্রষ্টা সলিল চৌধুরীর জন্মদিবসে এক মনোজ্ঞ সংগীতসন্ধ্যার মাধ্যমে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানায় অন্বেষণ সাংস্কৃতিক সংস্থা। সলিল চৌধুরীর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে অন্বেষণের নিবেদন 'সলিল সাগরের তীরে' শীর্ষক অনুষ্ঠান। সেটি ছিল ৩৭টি সমবেত গানের সমাহার : প্রথম পর্ব। সংস্থার কর্ণধার ও সম্পাদক শুভাশিস দাস সরকারের কথায়, 'সলিল সাগরে অবগাহন করে তীরে বসে থাকা অর্থাৎ তাঁর গানের রেশ ধরে তীরে বসে উপভোগ করা সবাই মিলে, এই ছিল আমাদের প্রচেষ্টা। এবং আমাদের প্রস্তুতি চলছে দ্বিতীয় পর্বের, সেটি অনুষ্ঠিত হবে কয়েক মাসের মধ্যেই। সেখানে থাকবে একক ও দ্বৈত সংবলিত আরও বেশ কিছু গান। যাতে এই সময়ে প্রায় ১০০টি গানে গানে তাঁকে ছুঁতে পারি।'

এই অনুষ্ঠানের একটি অভিনব দিক হল- অন্বেষণেরই গাওয়া গানের ভিডিও পর্দায় চালিয়ে তার সঙ্গে নূপুর নৃত্যাঙ্গনের শিল্পীদের নাচ। এবং লাইভ গানের সঙ্গে নৃত্যে ছিলেন আলোকবিন্দুর কলাকুশলীরা আর সঙ্গে ছিল লাইভ বাদ্যযন্ত্রীরা। নাচে-গানে জমজমাট এই অনুষ্ঠানের অপূর্ব সমাপ্তি হয় 'ও আলোর পথযাত্রী' গানটি দিয়ে। *–সৌকর্য সোম*

সমবেত।। *মালদা কলেজ অডিটোরিয়ামে 'সলিল সাগরের তীরে' অনুষ্ঠান।*

বইটই

উত্তম উদ্যোগ

অন্যান্যবারের মতো এবারও আলিপুরদুয়ার থেকে প্রকাশিত হরিণ সাহিত্য পত্রিকার পুজো সংখ্যা পাঠকদের হাতে ধরা দিয়েছে। কবিতা, প্রবন্ধ, ভ্রমণ, স্মৃতিচারণা, পর্যালোচনার মতো নানা বিভাগকে সঙ্গী করে। বিবেকানন্দ বসাকের লেখা 'লেপচাখার ডুকপা জনজাতি এবং তাদের সামাজিক, আর্থিক ও সাংস্কৃতিক জীবন' লেখাটি পাঠকদের কাছে বহু অজানা তথ্য তুলে ধরে। উত্তরবঙ্গের খবরের দুনিয়ায় জ্যোতি সরকারের ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা ফুটে ওঠে প্রয়াত সাংবাদিককে নিয়ে আরেক বিশিষ্ট সাংবাদিক গৌতম সরকারের লেখাটি পড়লে। কোনও বিজ্ঞাপন ছাড়া এই পত্রিকা কীভাবে শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও নিজের পথ চলা অম্লান রেখেছে তা ভালোভাবে তুলে ধরেছেন অভিজিৎ দাশ।

ছোটরাই সেরা

আচ্ছা কারও কি জানা আছে যে ভূতেরাও বই পড়ে? ভাটিবাড়ির দেবজ্যোতি ভৌমিকের লেখা গল্পটি পড়লে তা স্পষ্টই মালুম হবে। আলিপুরদুরদুয়ার থেকে প্রকাশিত ইমন কল্যাণ পত্রিকার এবারের শারদ সংখ্যায় গল্পটি প্রকাশিত হয়েছে। শিপ্রা বসু তালুকদার সম্পাদিত এই পত্রিকা ছোটদের দুনিয়ায় লা-জবাব তো বটেই, হাতে পেলে বড়রাও গোগ্রাসে গেলেন। অন্যান্যবারের মতো পত্রিকার এবারের শারদ সংখ্যাও কবিতা, ছবি, ভ্রমণকাহিনী, প্রবন্ধ, গল্প প্রভৃতিতে ঠাসা। আর সবচেয়ে মজার বিষয় বলতে সবই ছোটদের সৃষ্টি। যেভাবে এই পত্রিকা ছোটদের কল্পনার দুনিয়াটাকে আরও শক্তপোক্ত করে চলেছে তার জন্য কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয়।

অন্য আঙ্গিকে

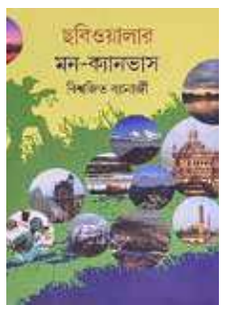

বিশ্বজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় পেশায় চিকিৎসক। নিজের কাজের বাইরে ঘোরাঘুরি, লেখালেখি, ছবি তোলার বেশ শখ রয়েছে। তারই নমুনা মিলবে ছবিওয়ালার মন-ক্যানভাস-এ। মূলত ডুয়ার্স, চা বাগান, উত্তরবঙ্গের পাহাড়, কাশ্মীর-এসবই এই বইয়ের বিষয়। বিভিন্ন সময় লেখকের তোলা ৭৮টি ছবি এবং ১১টি লেখাকে এক সুতোয় গেঁথে এই বইটির মাধ্যমে পাঠকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। লেখার ভাষা খুবই সাবলীল। পড়তে পড়তে অজান্তে কখন যে নানা জায়গা ঘোরা হয়ে যাবে তা পাঠক টেরই পাবেন না। বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ২০২১ সালে। কিছুদিন আগে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। মুদ্রণ ঝকঝকে।

অনন্য ১৬

সোনার চাবি হাতে পেয়েও রিনি কী করল? তার জীবন কি পুরোপুরি বদলে গেল? জানতে হলে পড়তে হবে পিনাকীরঞ্জন পালের ষোড়শ রঙের গল্প ভুবন। ছোটদের জন্য মোট ১৬টি গল্প নিয়ে লেখকের এই গল্প-সংকলন। পিনাকী জলপাইগুড়ি শহরের। ব্যবসায়ী পরিবারভুক্ত। মনের মধ্যে অবশ্য চিরকালই একটি লেখকসত্তা লুকিয়ে। সাংবাদিকতার সঙ্গেও যুক্ত। চলতি বছরই তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'আঁকড়ে ধরা বারণ' ও অণুগল্প সংকলন 'শেষ রাতের ডাক' প্রকাশিত হয়েছে। প্রশংসাও কুড়িয়েছে। ছোটদের জন্য গল্প লেখার পিছনে পিনাকীর যুক্তি, 'হারিয়ে যেতে বসা ওদের রূপকথার পৃথিবীটাকে আমি আবার ওদের কাছেই ফিরিয়ে দিতে চাই।'

ভাবনার রসদ

'সামান্য খাবারের বিনিময়ে জেগে থাকে/পার্টিলাইনের অন্ধকার ম্যানিফেস্টো/হে ঈশ্বর, তোমাকে দেখি না অনেকদিন।' লিখেছেন উদয় সাহা। তাঁর 'নিয়মতান্ত্রিক' কবিতার একটি অংশ। কবি জন্মসূত্রে কোচবিহারের। ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতকোত্তর। পেশায় ইংরেজির শিক্ষক। ছবি আঁকার পাশাপাশি ছবি তুলতে খুব ভালোবাসেন। এর আগে একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এবারে ১২টি কবিতাকে নিয়ে তাঁর কাব্যপুস্তিকা ছাই ও ছায়ার পরবর্তী পাঠকদের হাতে ধরা দিয়েছে। প্রশংসিতও। কবিতার ভাষার ভাবনার খোরাক জোগায়। উদয় মনের আনন্দে লিখে চলেছেন, 'নতুন ফুলকপি জিতছে/সকালের লাল চা জিতছে/ কবিতা হারছে, বাবা।'

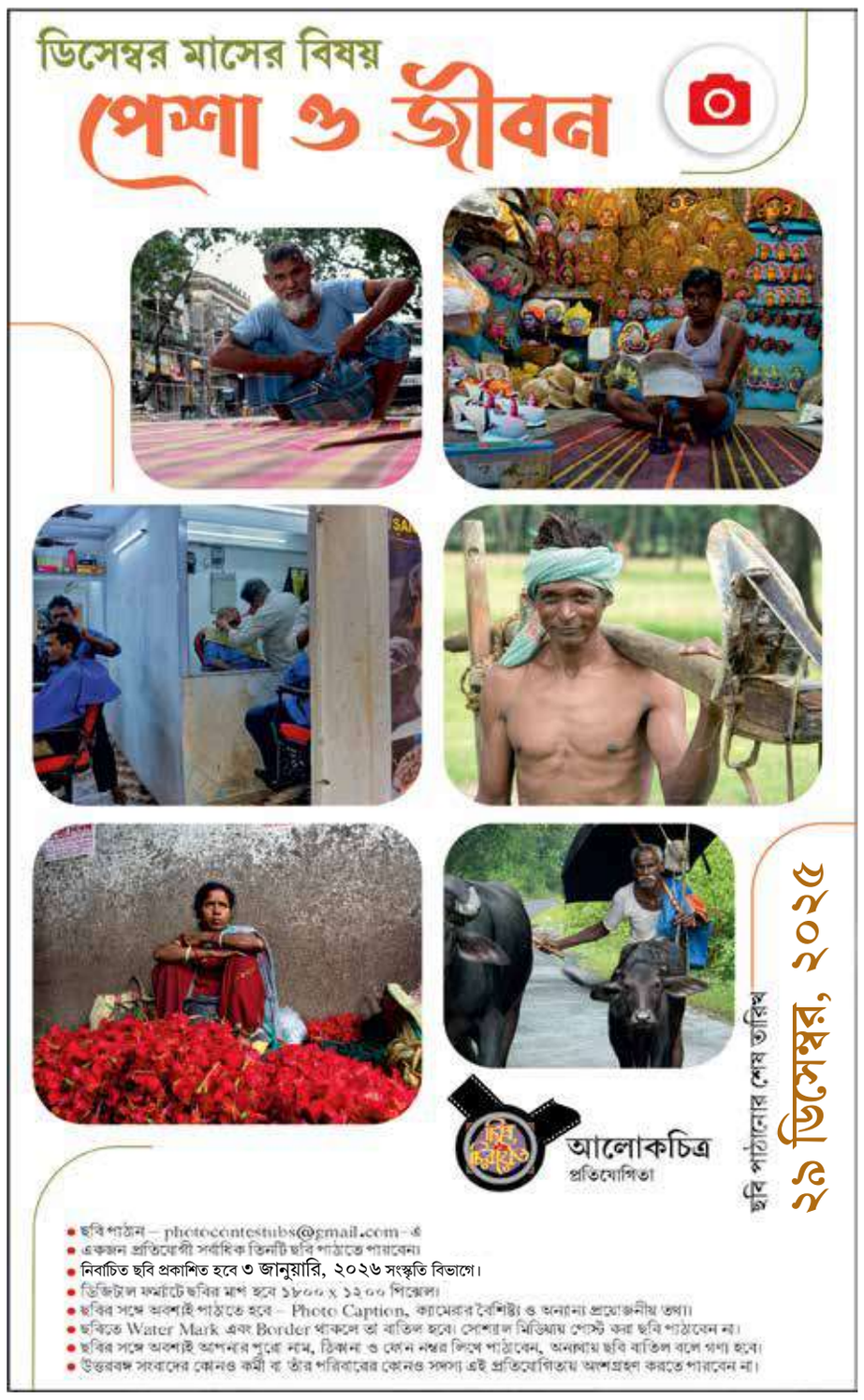

সংস্কৃতিকেন্দ্রিক বিষয়ে অনধিক ২০০ শব্দে নমুনা লেখা পাঠাতে পারেন। নির্বাচিত লেখা ছাপা হবে এই বিভাগে। পুরো নাম, ঠিকানা সহ লেখা পাঠানোর ঠিকানা : বিভাগীয় সম্পাদক, সংস্কৃতি বিভাগ, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি। অনলাইনেও ইউনিকোড ফন্টে লেখা পাঠাতে পারেন uttorerlekha@gmail.com-এ।

উত্তর লুকিয়ে মগজের কারসাজিতে

আমরা কেন একই ভুল বারবার করি

কেউ রূপে ভোলে, কেউ ভালোবাসায়। কেউ চটকদার বিজ্ঞাপনের চাকচিক্যে মুগ্ধ হয়ে উদ্দেশ্য ভুলে যায়। কেউ আবার শত প্রলোভনেও অবিচল থাকে অন্তরের ডাক শুনতে পেয়ে! কিন্তু কেন এমন হয়? বিজ্ঞান এই রহস্যের জট খুলে দিয়েছে। খোঁজ নিলেন **সুদীপ মৈত্র**

আমাদের পরিচিত পরিসরে এমন অনেক মানুষ আছেন, যাঁরা বারবার একই ভুল করেন। জেনেবুঝে বিপদে পা দেওয়া বা ভুল পথে চালিত হওয়া যেন তাঁদের মজ্জাগত। অনেকেই একে স্রেফ ‘ব্যক্তিত্বের দোষ’ বা ‘বোকামি’ বলে দেগে দেয়। কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলছেন অন্য কথা। বোলোগনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক গবেষণায় উঠে এসেছে চমকে দেওয়ার মতো তথ্য—আমাদের মস্তিষ্কের গঠন এবং বাহ্যিক সংকেতের প্রতি আমাদের প্রতিক্রিয়া ঠিক করে দেয় আমরা কতটা বুদ্ধিমান বা ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেব।

লক্ষ্য না সংকেত! আপনি কোন দলে

গবেষকরা মানুষকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করেছেন: ‘গোল-ট্র্যাকার’ (লক্ষ্যাভিমুখী) এবং ‘সাইন-ট্র্যাকার’ (সংকেতাসক্ত)। মনে করুন, দুজন বন্ধু রাহুল আর সুমন শরীরের বাড়তি ওজন ঝরাতে ‘ডায়েট’ করবে বলে ঠিক করেছে। রাহুল ‘গোল-ট্র্যাকার’। তার লক্ষ্য ওজন কমানো। সেই লক্ষ্যে অবিচল সে। কোনও রেস্তোরাঁয় ঢুকলে সে শুধু দেখে, মেনু তালিকায় স্বাস্থ্যকর খাবার কিছু আছে কি না। মেনু কার্ডে বার্গারের সুন্দর ছবি তাকে টলাতে পারে না।

কিন্তু সুমন তা নয়। সে ‘সাইন-ট্র্যাকার’। সে হয়তো সিরিয়াসলি ডায়েট শুরু করেছিল, কিন্তু রেস্তোরাঁয় ঢোকার মুখে যখনই দেখল এক বিশাল পিৎজার হোর্ডিং, জল এসে গেল তার জিহ্বায়। তার মস্তিষ্ক অমনি ‘গোল’ বা লক্ষ্য ভুলে গিয়ে ওই ‘সাইন’ বা সংকেতের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। সে জানত পিৎজাটা ক্ষতিকর, কিন্তু ওই উজ্জ্বল ছবি তার মগজে এমন এক চৌম্বকীয় টান তৈরি করল যে ওয়েটারকে ডেকে কিছু না ভেবেই অর্ডার দিয়ে বসল পিৎজার। অর্থাৎ, গোল-ট্র্যাকাররা তাদের ‘চাহিদা’ দ্বারা পরিচালিত হয়, কিন্তু সাইন-ট্র্যাকাররা চলে বাহ্যিক ‘উদ্দীপক’-এর টোকায়!

মস্তিষ্কের ‘চৌম্বক’ আকর্ষণ ও বিপত্তি

গবেষণায় দেখা গিয়েছে, সাইন-ট্র্যাকারদের কাছে কোনও কাজের লক্ষ্যের চেয়ে সেই কাজটির সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন শব্দ বা দৃশ্য (যেমন বিজ্ঞাপনের ছবি, জমকালো ক্যাপশন, শাহরুখ-করিনার হাসিমুখ বা টুংটাং পিয়ানোর আওয়াজ) বেশি আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। বিজ্ঞানীরা আই-ট্র্যাকিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে দেখেছেন, এই সংকেতগুলি সাইন-ট্র্যাকারদের মস্তিষ্কে ‘মোটিভেশনাল ম্যাগনেট’ বা প্রেরণাদায়ক চুম্বকের মতো কাজ করে।

অনলাইন শপিংয়ের ক্ষেত্রেও এই তফাত স্পষ্ট। গোল-ট্র্যাকার শুধু তখনই অ্যাপ খোলে যখন তার প্রয়োজন। কিন্তু সাইন-ট্র্যাকারদের ফোনে যখনই ‘৫০% ছাড়’-এর নোটিফিকেশন আসে, তৎক্ষণাৎ প্রলুব্ধ হয় তারা। তারা জানে, এতে পকেটে টান পড়বে, কিন্তু মস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র তখন ওই লোভনীয় সংকেতকে রুখতে হিমশিম খায়।

কেন এই আচরণ বিপজ্জনক

বিজ্ঞানীদের মতে, যাঁরা সাইন-ট্র্যাকার, তাঁদের চিন্তা করার ক্ষমতা অনেক ক্ষেত্রে কম নমনীয় হয়। তাঁরা পরিস্থিতির পরিবর্তন দেখলেও তড়িঘড়ি পিছিয়ে আসতে পারেন না। এই প্রবণতাই মানুষকে আসক্তি বা জুয়া খেলার মতো ঝুঁকিপূর্ণ আচরণের দিকে ঠেলে দেয়। যাঁরা বারবার হারার পরেও জুয়া খেলেন, তাঁদের মস্তিষ্ক মূলত ওই খেলার সঙ্গী, পরিবেশ, আলো বা শব্দের মোহে আটকে থাকে। কিংবা তাঁরা বাঁধা পড়েন ‘আজ হারলাম কিন্তু কাল বড় দাঁও মারব’ জাতীয় আত্মসম্মোহনী অন্ধবিশ্বাসের মায়ায়। জেতা-হারার যুক্তি তাঁদের মাথায় কাজ করে না।

শেষে যেটুকু বলার

গবেষণার অন্যতম প্রধান বিজ্ঞানী বোলোগনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জিউসেপ্পে ডি পেলেগ্রিনো মানুষের মস্তিষ্কের এহেন আচরণগত বৈচিত্র্য সম্পর্কে বলেন, ‘সাইন-ট্র্যাকারদের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি, কোনও প্রলোভন বা সংকেত তাঁদের কাছে এতটাই শক্তিশালী হয়ে ওঠে যে তাঁরা এর আসল মূল্য বা পরিণতির কথা ভুলে যান। এই সংকেতগুলি অনেকটা চৌম্বকীয় শক্তির মতো তাঁদের আকর্ষণ করে, যা শেষপর্যন্ত আবেগপ্রসূত এবং অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করে। মানুষের মস্তিষ্কের এই নমনীয়তার অভাবই মূলত আসক্তির অন্যতম প্রধান বৈজ্ঞানিক কারণ।’

> সাইন-ট্র্যাকারদের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি, কোনও প্রলোভন বা সংকেত তাঁদের কাছে এতটাই শক্তিশালী হয়ে ওঠে যে তাঁরা এর আসল মূল্য বা পরিণতির কথা ভুলে যান। এই সংকেতগুলি অনেকটা চৌম্বকীয় শক্তির মতো তাঁদের আকর্ষণ করে, যা শেষপর্যন্ত আবেগপ্রসূত এবং অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করে। মানুষের মস্তিষ্কের এই নমনীয়তার অভাবই মূলত আসক্তির অন্যতম প্রধান বৈজ্ঞানিক কারণ।
>
> **জিউসেপ্পে ডি পেলেগ্রিনো**
> গবেষণার অন্যতম প্রধান বিজ্ঞানী, বোলোগনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক

আকর্ষণ করে, যা শেষ পর্যন্ত আবেগপ্রসূত এবং অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করে। মানুষের মস্তিষ্কের এই নমনীয়তার অভাবই মূলত আসক্তির অন্যতম প্রধান বৈজ্ঞানিক কারণ।’

ভবিষ্যতে এই গবেষণার ওপর ভিত্তি করে মানুষের ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রবণতা কমানোর নতুন কৌশল আবিষ্কৃত হবে বলে আশা করছেন পেলেগ্রিনো ও তাঁর সহকারীরা। তাই পরের বার কোনও হঠকারি সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে একবার প্রশ্ন করুন নিজেকে—আপনি কি লক্ষ্যের দিকে এগোচ্ছেন, নাকি স্রেফ চটকদার বিজ্ঞাপনী সংকেতের মায়ায় পড়েছেন? এই সতর্কতাটুকু থাকলেই দেখবেন আর বলতে হবে না, ‘যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না।’

মেঘের আড়ালে লুকানো উত্তাপ

আমরা ভাবতাম, কলকারখানা আর গাড়ির ধোঁয়াই পৃথিবী গরম করার মূল খলনায়ক। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, মেঘের ভূমিকাও নেহাত কম নয়। বরং পৃথিবীর তাপমাত্রার ভারসাম্য নষ্ট করতে বায়ু দূষণের চেয়েও বেশি কারসাজি করছে এই মেঘ।

আকাশে ভাসমান পেঁজা তুলোর মতো মেঘ দেখলেই কবিদের মন নেচে ওঠে, উথলে পড়ে কবিত্ব। মহাকবি কালিদাসের ‘মেঘদূত’ থেকে শুরু করে কত কালজয়ী কবিতাই না লেখা হয়েছে এই মেঘ নিয়ে। বিরহী যক্ষ মেঘকে দূত করে প্রিয়ার কাছে বার্তা পাঠাতেন। সে এক দারুণ রোমান্টিক ব্যাপার! অথচ এই মেঘকে দূর থেকে দেখে যতটা নিরীহ আর তুলতুলে বলে মনে হয়, আসলে সে ততটা নিরীহ নয়। পর্দার আড়ালে সে যে কী ভয়ংকর কাণ্ড ঘটাচ্ছে, তা জানলে হয়তো কালিদাসের কলমও থমকে যেত।

সম্প্রতি এক গবেষণায় আমাদের এক নতুন দুশ্চিন্তার কথা শুনিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। আমরা ভাবতাম, কলকারখানা আর গাড়ির ধোঁয়াই পৃথিবী গরম করার মূল খলনায়ক। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, মেঘের ভূমিকাও নেহাত কম নয়। বরং পৃথিবীর তাপমাত্রার ভারসাম্য নষ্ট করতে বায়ুদূষণের চেয়েও বেশি কারসাজি করছে এই মেঘ।

ব্যাপারটা আসলে অনেকটা সেই ‘কম্বল’ দেওয়ার মতো। সূর্যের তাপ যখন পৃথিবীতে আসে, তখন মেঘ তার কিছুটা অংশ ছাতার মতো আটকে দেয়। এটা ভালো। কিন্তু বিপদ বাধে যখন পৃথিবী সেই তাপটা রাতের বেলা মহাকাশে ফিরিয়ে দিতে চায়। ঠিক তখনই মেঘ এক বিশাল ব্ল্যাঙ্কেটের মতো কাজ করে। সে পৃথিবীর ফিরে যাওয়া তাপকে মহাকাশে যেতে না দিয়ে নীচে আটকে রাখে। ফলে ধরিত্রীমাতা দিন দিন আরও বেশি গরম হয়ে পড়ছেন।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, মেঘের এই তাপ ধরে রাখার ক্ষমতা বায়ুমণ্ডলে থাকা দূষণকারী কণা বা অ্যারোসলের চেয়েও বেশি প্রভাব ফেলছে। অর্থাৎ, আমরা যখন দূষণ কমানোর কথা ভাবছি, তখন আমাদের মাথার ওপর ভাসমান এই সাদা-কালো মেঘগুলিই চুপিসারে এক অদ্ভুত লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। যাকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলে ‘এনার্জি ইমব্যালেন্স’ বা শক্তির ভারসাম্যহীনতা।

তাই এখন থেকে আকাশে মেঘ দেখলে কেবল বৃষ্টির আনন্দ বা রোমান্টিক মেজাজ নয়, বিজ্ঞানীরা বলছেন তার উষ্ণ চাদরের নীচে পৃথিবীর ঘেমে ওঠার আশঙ্কার কথাও মাথায় রাখতে। প্রকৃতির রূপ যেমন সুন্দর, তার লুকানো মেজাজমর্জি বুঝে সমঝে চলাও মানুষের কাছে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

মৃত্যুঞ্জয়ী জেলিফিশ

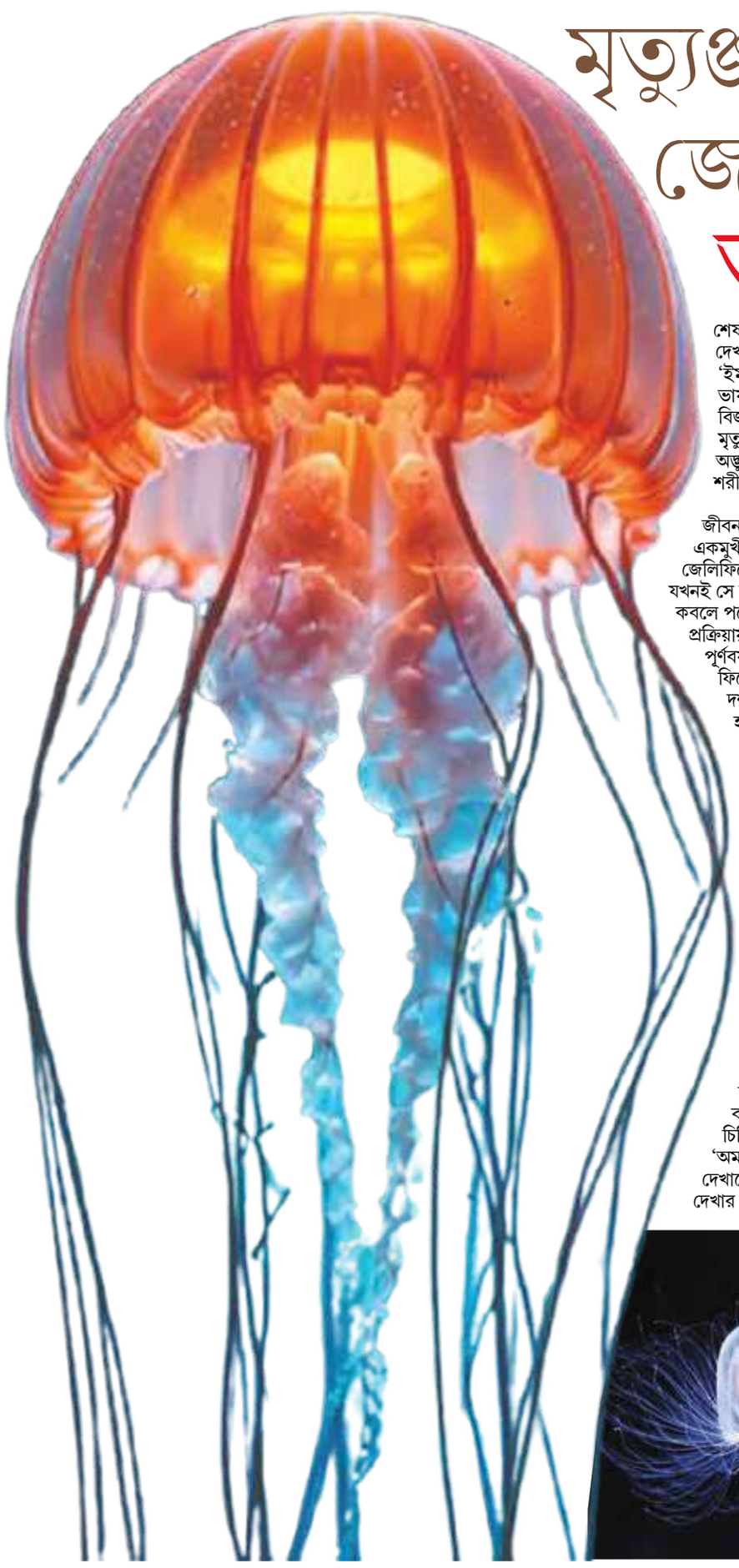

অমরত্বের স্বাদ পেতে পুরাকালের মুনি-ঋষিরা কতই না তপস্যা করেছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই অসাধ্যসাধন করে দেখাল সমুদ্রের এক খুদে জীব—‘ইমমর্টাল জেলিফিশ’ বা বৈজ্ঞানিক ভাষায় ‘তুরিটোপসিস ডোরনি’। বিজ্ঞানীরা অবাক হয়ে দেখছেন, মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসার এক অদ্ভুত ‘টাইম মেশিন’ রয়েছে এদের শরীরের ভিতরেই।

সাধারণত যে কোনও প্রাণীর জীবনচক্র জন্ম থেকে মৃত্যুর দিকে একমুখী যাত্রায় চলে। কিন্তু এই জেলিফিশের বেলা নিয়মটা উলটো। যখনই সে বার্ধক্য, চোট বা খাদ্যাভাবের কবলে পড়ে, তখনই সে এক জাদুকরি প্রক্রিয়ায় নিজের বয়স কমিয়ে ফেলে। পূর্ণবয়স্ক অবস্থা থেকে সে আবার ফিরে যায় একদম শৈশবের ‘পলিপ’ দশায়। ঠিক যেন একজন বৃদ্ধ মানুষ হঠাৎ করে আবার শিশু হয়ে মায়ের কোলে ফিরে এসেছে!

বিজ্ঞানীরা এই পদ্ধতির নাম দিয়েছেন ‘ট্রান্সডিফারেনশিয়েশন’ (কোষীয় পুনর্গঠন)। এক্ষেত্রে জেলিফিশের শরীরের বিশেষ কিছু কোষ পুরোপুরি বদলে গিয়ে নতুন কোষে রূপান্তরিত হয়। সমুদ্রের তলদেশে থাকা এই পুঁচকে জীবটি এভাবেই বারংবার নিজের জীবনচক্র বদলে ফেলে কার্যত অমর হয়ে ওঠে। যদিও সমুদ্রের খাদক মাছের পেটে গেলে এদের মৃত্যু ঠেকানো যায় না, তবে বার্ধক্যজনিত মৃত্যু এদের ডিকশনারিতে নেই। মানুষের বার্ধক্য রুখতে বা কঠিন রোগের চিকিৎসায় এই জেলিফিশের ‘অমরত্ব তত্ত্ব’ ভবিষ্যতে কোনও দিশা দেখাতে পারে কি না, এখন সেটাই দেখার বিষয়।

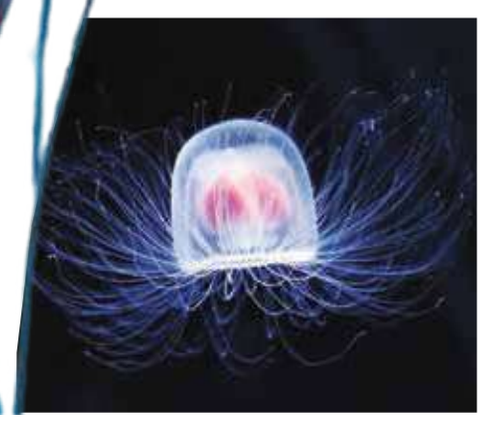

ছোট্ট তারা

অরিজিৎ রায় দিনহাটা শিশু মালঞ্চ স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র। পড়াশোনার পাশাপাশি আবৃত্তি এবং ছবি আঁকায় পুরস্কার রয়েছে এই খুদের।

লাফিয়ে বাড়ছে ডাল-তেল-মশলার দাম

বাজারের চক্রব্যূহে মধ্যবিত্ত

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ২৬ ডিসেম্বর : দিনহাটার বাসিন্দা শংকর রায় চওড়াহাট বাজারে মশুর ডাল কিনতে গিয়েছিলেন। ডাল কেনার পর শংকর দোকানদারকে জিজ্ঞেস করেন, 'কত হল?' দাম শুনে শংকরের প্রায় ভিরমি খাওয়ার জোগাড়। দোকানদারকে টাকা দিতে দিতে শংকর বলেন, 'এক সপ্তাহ আগেও এক কেজি মশুর ডালের দাম ছিল ১০৫ টাকা। মাত্র কয়েকদিনের ব্যবধানে সেই দাম ১৫০ টাকা হয়ে গেল?' মাত্র এক সপ্তাহের ব্যবধানে মশুর ডালের দামের এই লাফ দেখে মাথায় হাত পড়েছে শংকরের মতো আরও অনেকের।

শুধু ডাল নয়, সম্প্রতি দাম বেড়েছে বেশ কিছু নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের। এদিন চওড়াহাট বাজারে এসেছিলেন স্থানীয় বাসিন্দা পিন্টু দেবনাথ। পিন্টু দাম বৃদ্ধির এক অদ্ভুত ফিকিরের কথা শোনালেন। তিনি বলেন, 'আগে দোকানে তেলের এক লিটার বা ৯০০ গ্রামের প্যাকেট পাওয়া যেত। এখন দোকানে এক লিটারের বদলে তেলের ৬৫০ মিলিলিটারের প্যাকেট পাওয়া যায়। তেলের পরিমাণ কমলেও, দাম কিন্তু কমেনি। আগে যে টাকায় এক লিটার তেল পাওয়া যেত, এখন সেই একই পরিমাণ টাকায় আমাদের ৬৫০ মিলিলিটারের প্যাকেট কিনতে হচ্ছে। জিনিসপত্রের দাম যে হারে বাড়ছে সংসার চালাতে নাভিশ্বাস উঠছে।' শংকর, পিন্টু এবং এদিন বাজারে আসা বেশ কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে বোঝা গেল, মাছেভাতে মধ্যবিত্ত বাঙালিকে এখন ডালভাত জোটাতে হিমসিম খেতে হচ্ছে।

দামি ডিম

রিফাইন্ড তেলের ৯০০ গ্রামের প্যাকেটের দাম ছিল ১১০-১২০ টাকা। এখন একই দামে মিলছে ৬৫০ মিলিলিটার

মশুর ডালের দাম ১০৫ থেকে বেড়ে ১৫০ টাকা হয়েছে

মাষকলাইয়ের ডালের দাম ৯০ থেকে ১০০ টাকা হয়েছে

জিরার দামও বেড়েছে কেজি প্রতি ২০ টাকার বেশি

সাতদিন আগে ডিম ছিল ৭ টাকা পিস, এখন ৯ টাকা পিস

এই প্রসঙ্গে মুদি দোকানি লক্ষ্মীকান্ত রাজভর বলেন, 'মশুর ডাল মূলত উত্তরপ্রদেশ থেকে আসে। আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনার জন্য উত্তরপ্রদেশে ডাল উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে। ওই কারণেই ডালের দাম এত বেড়েছে। তবে নতুন ডাল উঠলে আবার বাজার আগের অবস্থায় চলে আসবে।' আরেক মুদি দোকানি সুদীপ সরকার বলেন, 'সাধারণ মানুষকে যখন ডাল এবং অন্যান্য জিনিসের দাম বলছি, তখন অনেকেই আকাশ থেকে পড়ছেন। কিন্তু দাম বাড়লে আমাদের তো কিছু করার নেই। কেউ কেউ আমাদের অবস্থা বুঝতে পারছেন, কেউ আবার জুড়ছেন তর্ক।'

জিনিসপত্রের এত দাম বাড়ায় বিপাকে পড়েছেন মধ্যবিত্তরা। মুদির দোকানের ফর্দ করতে করতে বধূ সঞ্চিতা সাহা বলেন, 'আমরা দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির চক্রব্যূহে আটকে পড়েছি। বেরোনোর কোনও পথ দেখতে পাচ্ছি না। আগে মাসের শেষে কিছু টাকা জমাতে পারতাম না, এখন একটা নয়া পয়সা বাঁচাতে হিমসিম খেতে হচ্ছে।' তিনি যোগ করেন, 'আমার বাড়ির সবাই মশুর ডাল খেতে খুব ভালোবাসেন। কিন্তু যেভাবে দাম বাড়ছে, মনে হয় না আর কারও পাতে মশুর ডাল দিতে পারব বলে।' এই বিষয়ে দিনহাটা মহকুমা ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক রানা গোস্বামী বলেন, 'গত কয়েকদিনে বেশ কিছু নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর দাম বেড়েছে। তবে কোনও ব্যবসায়ী যাতে গ্রাহকদের থেকে অন্যায্যভাবে বাড়তি দাম আদায় না করেন সেইদিকে নজর রাখা হবে।'

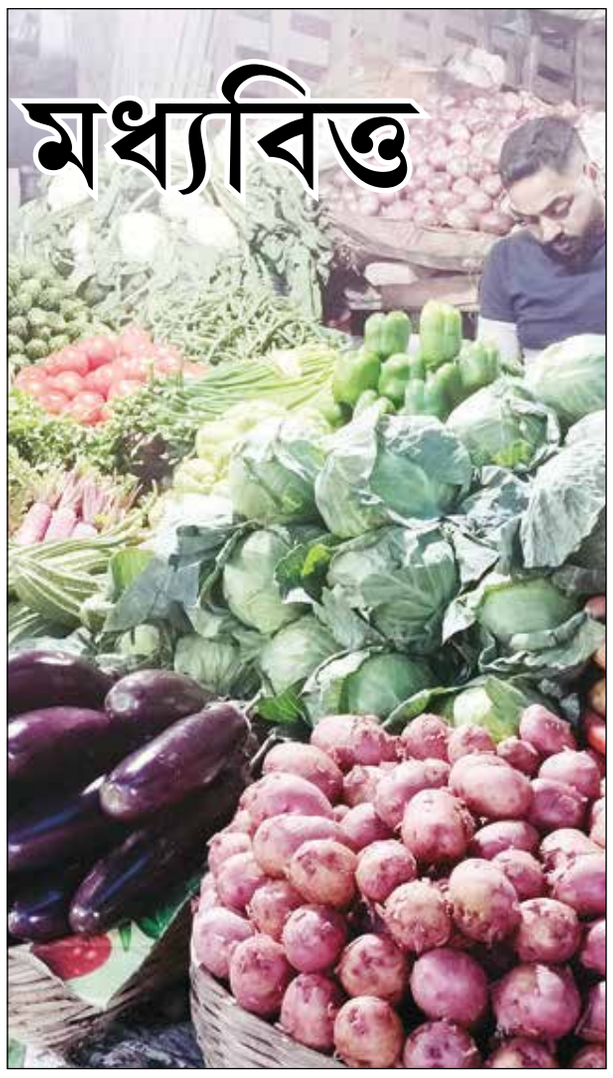

শীতের সবজি। ভবানীগঞ্জ বাজারে জয়দেব দাসের তোলা ছবি।

প্রশ্নে জৈব চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

বাড়ির সামনে মৃত শিশুর ভ্রূণে চাঞ্চল্য

বিশ্বজিৎ সাহা

মাথাভাঙ্গা, ২৬ ডিসেম্বর : মানসাই ও সুটুঙ্গা নদীর সংযোগস্থলে অবস্থিত মাথাভাঙ্গা পুরসভার ডাম্পিং গ্রাউন্ড ধীরে ধীরে ব্যাধির আঁতুড়ে পরিণত হচ্ছে। সাধারণ আবর্জনার সঙ্গে এখানে নিয়মিত ফেলা হচ্ছে হাসপাতাল ও নার্সিংহোমের বিপজ্জনক জৈব চিকিৎসা বর্জ্য। শুক্রবার সকালে ডাম্পিং গ্রাউন্ড সংলগ্ন এলাকার শঙ্কু সূত্রধরের বাড়ির সামনে একটি কুকুরের মুখে মৃত শিশুর ভ্রূণ দেখতে পান স্থানীয়রা। মুহূর্তেই এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্ক। বাসিন্দারা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। মানুষের বসবাসের এত কাছে কীভাবে এমন চিকিৎসা বর্জ্য ফেলা হয়- এই প্রশ্নে সরব হন তাঁরা।

ঘটনার প্রতিবাদে শুক্রবার সকাল থেকেই রাস্তায় বাঁশ বেঁধে পুরসভার আবর্জনাবাহী গাড়ি ডাম্পিং গ্রাউন্ডে ঢুকতে বাধা দেন বাসিন্দারা। দীর্ঘ সময় ধরে ডাম্পিং গ্রাউন্ডের মুখে আটকে থাকে একাধিক সিটিভ্যান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ ও ৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার চন্দ্রশেখর রায় বসুনিয়া। বাসিন্দাদের সঙ্গে দফায় দফায় আলোচনা চলে। কাউন্সিলার বলেন, 'বাসিন্দাদের ক্ষোভ একেবারেই ন্যায্য। ডাম্পিং গ্রাউন্ডে কোনও অবস্থাতেই জৈব চিকিৎসা বর্জ্য ফেলা চলতে পারে না। মৃত শিশুর ভ্রূণ এখানে এসে পৌঁছানো প্রশাসনিক ব্যর্থতারই প্রমাণ। তিনি জানান, বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত করা হবে এবং সিটি ভ্যানচালক বা সংশ্লিষ্ট কর্মীদের গাফিলতি থাকলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ডাম্পিং গ্রাউন্ড সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা রেশমা বাসফোর অভিযোগ করেন, প্রতিদিন হাসপাতাল ও নার্সিংহোমের আবর্জনা এখানে ফেলা হয়। দুর্গন্ধে এলাকায় থাকা যায় না। প্রতিবাদ করলে ড্রাইভারদের কাছ থেকে দুর্ব্যবহার সহ্য করতে হয়। শঙ্কু সূত্রধর, বাবু মিয়াঁ, দীপু দাস ও বিশ্ব নমদাসদের অভিযোগ, চিকিৎসা বর্জ্যের কারণে এলাকায় বসবাস কার্যত অসহনীয় হয়ে উঠেছে।

পুরসভার চেয়ারম্যান প্রবীর সরকার জানান, মৃত শিশুর ভ্রূণ মহকুমা হাসপাতাল থেকে নয়, শহরের কোনও নার্সিংহোম থেকেই এসেছে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। ঘটনার তদন্তের দায়িত্ব ৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলারকে দেওয়া হয়েছে। কোনও সিটি ভ্যানচালক বা নির্মল সাথী-এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখা হবে। পাশাপাশি শহরের সমস্ত নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষকে ডেকে সতর্ক করা হবে বলেও জানান তিনি। এক নার্সিংহোম মালিক উৎপল কুণ্ডু দাবি করেন, আমাদের চিকিৎসা বর্জ্য নিষ্পত্তির জন্য গ্রিনজেন সংস্থার সঙ্গে চুক্তি রয়েছে। তাই পুরসভার সিটি ভ্যানে জৈব চিকিৎসা বর্জ্য দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। এই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে- মাথাভাঙ্গা শহরে চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে কার গাফিলতিতে এমন ভয়াবহ ছবি সামনে এল?

রাস্তায় বাঁশ বেঁধে পুরসভার আবর্জনাবাহী গাড়ি ডাম্পিং গ্রাউন্ডে যেতে বাধা দিচ্ছেন এলাকার বাসিন্দারা। শুক্রবার মাথাভাঙ্গায়।

বাসিন্দাদের প্রতিবাদ

- মাথাভাঙ্গায় প্রতিদিন হাসপাতাল ও নার্সিংহোমের চিকিৎসা বর্জ্য ডাম্পিং গ্রাউন্ডে ফেলা হয়
- স্থানীয়দের অভিযোগ, চিকিৎসা বর্জ্যের কারণে এলাকায় বসবাস অসহনীয় হয়ে উঠেছে
- দাবি উঠেছে ডাম্পিং গ্রাউন্ডে চিকিৎসা বর্জ্য ফেলা কিছুতেই চলতে পারে না
- পাড়ার রাস্তায় মৃত শিশুর ভ্রূণ এসে পৌঁছানো প্রশাসনিক ব্যর্থতারই প্রমাণ

কোচবিহার যুব আবাসে ২০০ জনের থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। আবাসটি তৈরির সময় প্রশাসনের তরফে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল যে স্বল্প খরচে খেলোয়াড়রা এখানে থাকতে পারবেন কিন্তু এখন এখানে বাইরের হোটেলের চেয়ে খরচ দ্বিগুণ, আলোকপাত করলেন শিবশংকর সূত্রধর

মহার্ঘ যুব আবাস

কোচবিহার, ২৬ ডিসেম্বর : মহকুমা বা জেলার বাইরে থেকে খেলতে আসা খেলোয়াড়রা যাতে স্বল্প খরচে কোচবিহার শহরে থাকতে পারেন সেজন্য স্টেডিয়াম চত্বরেই যুব আবাস তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু সেই আবাসের ভাড়ার পরিমাণ এতটাই বেশি যে খেলোয়াড়দের আবাসের পরিবর্তে হোটেলে থাকতে হচ্ছে। আবাস ব্যবহার করা হচ্ছে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের কাজে। জেলা ক্রীড়া সংস্থা থেকে শুরু করে বিভিন্ন ক্লাবগুলিও খেলোয়াড়দের জন্য যুব আবাসের ভাড়া কমানোর দাবি তুলেছে। আবাসটি রাজ্য সরকারের যুব ও ক্রীড়া দপ্তরের অধীনে রয়েছে। দপ্তরের এক আধিকারিকের কথা, 'এখানকার ভাড়া আমরা ঠিক করি না। এটি দপ্তর থেকেই ঠিক করা হয়। খেলোয়াড়দের ভাড়া কমানোর বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে জানানো হবে।'

২০১৭ সালে রাজবাড়ি সংলগ্ন কোচবিহার স্টেডিয়ামে যুব আবাস তৈরি করা হয়। প্রথম দিকে এই আবাসে এমজেএন মেডিকেলের পঠনপাঠন হত। পরবর্তীতে মেডিকেলের ক্যাম্পাস তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়ে গেলে এটি আবাস হিসেবেই ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রায় ২০০ জনের থাকার ব্যবস্থা রয়েছে।

> খেলাধুলোর জন্য বাইরে থেকে অনেক খেলোয়াড় আসে। তাদের আমরা বাধ্য হয়ে হোটেলে রাখি। কারণ যুব আবাসের ভাড়া তুলনায় অনেক বেশি।
>
> **সুব্রত দত্ত** *সচিব, জেলা ক্রীড়া সংস্থা*

> স্টেডিয়ামে যুব আবাস তৈরির সময় আমরা আশাবাদী ছিলাম। ভেবেছিলাম হয়তো খেলাধুলো আয়োজনের খরচ কমবে। কিন্তু আমরা এখন হতাশ।
>
> **সুশান্ত গোপ** *ক্রীড়া আয়োজক*

জেলা ক্রীড়া সংস্থার অভিযোগ, আবাসটি তৈরির সময় প্রশাসনের তরফে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল যে স্বল্প খরচে খেলোয়াড়রা এখানে থাকতে পারবেন, কিন্তু এখন এই আবাস খেলোয়াড়দের কোনও কাজেই নাকি লাগছে না। জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব সুব্রত দত্তের কথা, 'খেলাধুলোর জন্য বাইরে থেকে অনেক খেলোয়াড় থাকার পাশাপাশি বিয়ে, অন্নপ্রাশন সহ পারিবারিক নানা অনুষ্ঠানের জন্যও আবাস ভাড়া দেওয়া হয়।

জেলা ক্রীড়া সংস্থার অভিযোগ, আবাসটি তৈরির সময় প্রশাসনের তরফে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল যে স্বল্প খরচে খেলোয়াড়রা এখানে থাকতে পারবেন, কিন্তু এখন এই আবাস খেলোয়াড়দের কোনও কাজেই নাকি লাগছে না। জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব সুব্রত দত্তের কথা, 'খেলাধুলোর জন্য বাইরে থেকে অনেক খেলোয়াড় আসে। তাদের আমরা বাধ্য হয়ে হোটেলে রাখি। কারণ যুব আবাসের ভাড়া তুলনায় অনেক বেশি। এখানকার ঘর বুকিং করাও ঝঞ্ঝাটের। অনেক খেলোয়াড়কে হোটেলে রাখতে ছাড় পাওয়া যায়। কিন্তু আবাসে সেই সুযোগও নেই।'

বর্তমানে কোচবিহারে বিষ্ণুব্রত বর্মন ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে একটি বড় মাপের ক্রিকেট ম্যাচ হচ্ছে। যেখানে বিহার, কলকাতা, শিলিগুড়ি, সিকিম সহ দেশের নানা জায়গা থেকে ক্রিকেটাররা এসেছেন। আয়োজকরা তাঁদের শহরের নানা হোটেল ও ধর্মশালায় রাখার ব্যবস্থা করেছেন। ফাউন্ডেশনের সভাপতি সুশান্ত গোপ ক্ষোভের সুরেই বললেন, 'যখন স্টেডিয়ামের ভিতরে যুব আবাস তৈরি হয় তখন আমরা খুব আশাবাদী ছিলাম। ভেবেছিলাম এখন হয়তো খেলাধুলো আয়োজনের খরচ কমবে। কিন্তু আমরা এখন হতাশ হয়ে পড়েছি। স্টেডিয়ামে আবাস থাকা সত্ত্বেও খেলোয়াড়দের বাইরের হোটেলে রাখতে হয়। হোটেল ও ধর্মশালায় মাথাপিছু ২০০-৩০০ টাকা খরচেই তাঁদের রাখা যায়। কিন্তু আবাসে সেই খরচ দ্বিগুণ।'

বিক্ষোভ

কোচবিহার, ২৬ ডিসেম্বর : আট দফা দাবিতে ২৩ ডিসেম্বর থেকে রাজ্যব্যাপী পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের তরফে কর্মবিরতি চলছে। শুক্রবার জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখান শহরের আশাকর্মীরা। একটি বিক্ষোভ মিছিলও হয়েছে।

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

- **এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল**
  - এ পজিটিভ - ৪
  - এ নেগেটিভ - ২
  - বি পজিটিভ - ৩
  - বি নেগেটিভ - ২
  - এবি পজিটিভ - ১
  - এবি নেগেটিভ - ২
  - ও পজিটিভ - ১
  - ও নেগেটিভ - ৪
- **মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতাল**
  - এ পজিটিভ - ৪
  - এ নেগেটিভ - ১
  - বি পজিটিভ - ০
  - বি নেগেটিভ - ০
  - এবি পজিটিভ - ১
  - এবি নেগেটিভ - ১
  - ও পজিটিভ - ৩৫
  - ও নেগেটিভ - ৩
- **দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল**
  - এ পজিটিভ - ৩
  - এ নেগেটিভ - ২
  - বি পজিটিভ - ৩
  - বি নেগেটিভ - ০
  - এবি পজিটিভ - ২
  - এবি নেগেটিভ - ০
  - ও পজিটিভ - ৪
  - ও নেগেটিভ - ১

গ্রেপ্তার আরও ১

দিনহাটা, ২৬ ডিসেম্বর : দিনহাটায় ফাঁকা বাড়িতে পরপর চুরির ঘটনায় ২৩ ডিসেম্বর রহিম মিয়াঁ, রেয়াজুল রাইহান সাহেবকে গ্রেপ্তার করে দিনহাটা থানার পুলিশ। বিচারক তাঁদের তিনদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন। জেরার সময় রহিম এবং রেয়াজুল জানান, কৃষিমেলার বাসিন্দা বিট্টু রহমানও চুরির সঙ্গে জড়িত। পুলিশ শুক্রবার বিট্টুকে গ্রেপ্তার করে। সাংবাদিক বৈঠক করে এসডিপিও ধীমান মিত্র এদিন বলেন, 'ধৃত দুজনকে জেরা করার সময়ই বিট্টুর নাম উঠে আসে। রহিম ও রেয়াজুল স্বীকার করেছে যে তারা চুরি করা সোনা বিট্টুকে দিয়েছিল। এই তিনজনের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত কি না, সেটা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।' এদিন বিট্টুর কাছ থেকে চুরি যাওয়া বেশ কিছু সোনা এবং রুপোর গয়না বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

নাট্যোৎসব

কোচবিহার, ২৬ ডিসেম্বর : শুক্রবার ইন্দ্রায়ুধ নাট্যোৎসবের সূচনা হয়েছে। কোচবিহার রবীন্দ্র ভবনে তিনদিনের এই নাট্যানুষ্ঠানে পাঁচটি নাট্যদল নাটক পরিবেশন করবে। ইন্দ্রায়ুধ নাট্যদল ছাড়াও এই নাট্যোৎসবে আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, চাকদা এবং কলকাতা থেকে নাট্যদল আসবে। রবিবার 'সাহিত্যের থিয়েটার, থিয়েটারের সাহিত্য' নিয়ে আলোচনাচক্র হবে।

আজ শহরে

- কোচবিহার রবীন্দ্র ভবনে ইন্দ্রায়ুধ নাট্যোৎসবে চাকদহ নাট্যজনের নাটক সন্ধ্যা ৬টায়।
- মাথাভাঙ্গা হাইস্কুল মাঠে রিইউনিয়ন কাপের খেলা।
- দিনহাটা সংহতি ময়দানে রাজ্য শিশু-কিশোর উৎসবে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।
- কমল গুহ মেমোরিয়াল মিনি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে দুপুর দেড়টায় ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট।

নালার পাশ থেকে পাইপ টেনে পানীয় জল সংগ্রহ। শুক্রবার কোচবিহারে। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

চায়ের বিক্রি বেড়েছে, খুশি হারাধনরা

বাবাই দাস

তুফানগঞ্জ, ২৬ ডিসেম্বর : উত্তরবঙ্গজুড়ে বেশ জাঁকিয়ে শীত পড়েছে। রাতে ও ভোরের দিকে যেমন ঘন কুয়াশা দেখা যাচ্ছে, তেমনি শীতল বাতাসও বইছে। অনেকে খড়কুটো জ্বালিয়ে শীত নিবারণের চেষ্টা করছেন, আবার অনেকে শীতের হাত থেকে বাঁচতে পাড়ার মোড়ের চায়ের দোকানে ভিড় জমাচ্ছেন। এই শীতে শরীর গরম রাখতে সবার ভরসা যেন এক কাপ চা।

শুক্রবার সকাল থেকেই তুফানগঞ্জ শহরের রাস্তাগুলিতে লোকের আনাগোনা সেরকম দেখা যায়নি। কাজ ছাড়া কেউ সেভাবে বাইরে বেরোননি। যাঁরা কোনও কাজে বাইরে বেরিয়েছেন, তাঁরা রাস্তার চায়ের দোকানগুলিতে ভিড় জমিয়েছেন। ইলেক্ট্রিক অফিস রোড, পুরোনো বাসস্ট্যান্ড মোড়, রানিরহাট বাজার, থানা মোড়, রামহরি মোড় সহ বেশ কয়েকটি এলাকা ঘুরে এদিন এমনই ছবি চোখে পড়ে।

হারাধন সরকার ইলেক্ট্রিক অফিস রোডে প্রায় এক দশক ধরে চা বিক্রি করছেন। তিনি ফুটতে থাকা লিকার চায়ের কেটলি থেকে কাপে চা ঢালতে ঢালতে বলেন, 'সবে তো ঠান্ডা পড়তে শুরু করেছে। শীত যত বাড়বে দোকানে ভিড় তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়বে। শীতকালে চায়ের বিক্রি তুলনামূলক বেড়ে যায়।' সারাদিনে কাগজ ও মাটির ভাঁড় মিলিয়ে দিনে প্রায় ৫০০ কাপ চা বিক্রি হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

ওই চায়ের দোকানের পাশে পাতা বেঞ্চে বসেছিলেন যাটোর্ধ্ব নবীন ধর। এক কাপ এলাচ চায়ের সঙ্গে স্থানীয় বেকারিতে তৈরি বিস্কুট খেতে খেতে তিনি বলেন, 'এক কাপ চায়ের সঙ্গে জম্পেশ আড্ডার মজাটা বাঙালি ছাড়া আর কেউ বোঝে না। তাই ঠান্ডার মধ্যে সারাদিনে একবার হলেও হারুর দোকানে আসি।'

তবে শুধু ইলেক্ট্রিক অফিস রোডে নয়, বাসস্ট্যান্ড মোড়েও চায়ের দোকানকে ঘিরে বসেছে গল্পের আসর। সেখানে এদিন চা খেতে এসেছিলেন শহরের বাসিন্দা স্বপনকুমার দাস। তাঁর কথায়, 'কয়েকদিন আগেও সেভাবে শীত পড়েনি। ভেবেছিলাম এবছর হয়তো সেভাবে শীত পড়বে না। কিন্তু এখন বেশ শীত পড়েছে।'

> সবে তো ঠান্ডা পড়তে শুরু করেছে। শীত যত বাড়বে দোকানে ভিড় তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়বে। শীতকালে চায়ের বিক্রি তুলনামূলক বেড়ে যায়।
>
> **হারাধন সরকার** *চা বিক্রেতা*

শীতকালে সবাই যখন চায়ের কাপে চুমুক দিতে ব্যস্ত, তখন চিকিৎসকরা এবিষয়ে কিছু পরামর্শ দিয়েছেন। তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসক বঙ্কিমপ্রসাদ রায়ের বক্তব্য, 'অনেকে মোষের দুধ দিয়ে তৈরি চা পছন্দ করেন। তবে সবার শরীরের জন্য তা ভালো নয়। দুধে জল মিশিয়ে ভালো করে ফুটিয়ে চা পান করা উচিত। এলাচ ও লবঙ্গের মধ্যে এমন কিছু উপাদান থাকে যা শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা, সর্দিকাশি কমাতে সাহায্য করে।' সেইসঙ্গে তিনি আরও জানান, গ্রিন টি ডায়াবিটিস থেকে স্বস্তি দেয়। তবে গ্যাস্ট্রিক, আলসার ও লিভারজনিত সমস্যা থাকলে চা এড়িয়ে চলাই ভালো।

শীতের সন্ধ্যায় মাটির ভাঁড়ে চা বিক্রি। তুফানগঞ্জে তোলা সংবাদচিত্র।

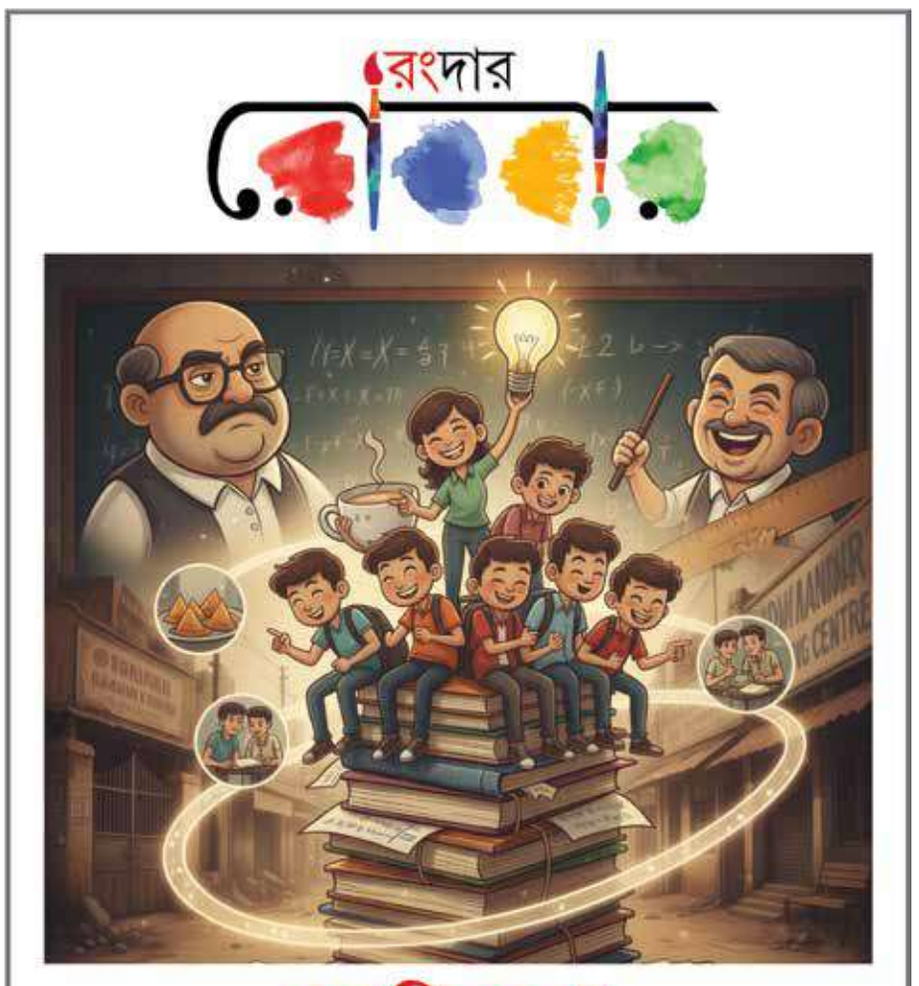

কোচিং-কথা

নোটস পড়লেই ১৬৪ শতাংশ কমন। খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনে অদ্ভুত দাবি। অমুক স্যারের কাছে না পড়লে নাকি পরীক্ষায় পাশই করা যায় না! এ নিয়ে বিতর্ক হয় ঠিকই, কিন্তু এই ব্যবস্থাকে আমাদের জীবন থেকে আলাদা করা যায় না। এখানে যাওয়া-আসার সুবাদে কত সম্পর্কের সৃষ্টি। অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার। কালে কালে এই ব্যবস্থায় নানা রদবদল।

প্রচ্ছদ কাহিনী শুদ্ধসত্ত্ব ঘোষ, অরিন্দম ঘোষ ও তৃণা বসাক
ট্রাভেল রগ দীপজ্যোতি চক্রবর্তী (বাচ্চু)
ছোটগল্প রণজিৎ দেব
অণুগল্প পার্থসারথি মহাপাত্র ও সুপ্রিয় চক্রবর্তী
কবিতা শর্মিষ্ঠা ঘোষ, নবনীতা সরকার, শাশ্বত ভট্টাচার্য ও সোমা দাশ

দত্তক দিতে উদ্যোগী প্রশাসন

৬ থেকে ১৬ বয়সিদের ভবিষ্যৎ রক্ষার চেষ্টা

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৬ ডিসেম্বর : ছয় বছরের নীচে শিশুদের দত্তক দেওয়ার প্রক্রিয়া তো ছিলই। তবে এবার ছয় থেকে ১৬ বছর বয়সি অনাথ শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের জন্যও পালক বাবা-মা খোঁজার বিষয়ে তৎপর হল জেলা প্রশাসন। একদিনের শিশু থেকে শুরু করে ছয় বছরের মধ্যে শিশুদের দত্তক নেওয়ার ক্ষেত্রে নিঃসন্তান দম্পতিদের মধ্যে ঝোঁক লক্ষ করা যাচ্ছে। তবে এবার ছয় বছর থেকে ১৬ বছর বয়সের অনাথ কিশোর-কিশোরীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছে সমাজকল্যাণ দপ্তর।

সরকারি ও বেসরকারি হোম কর্তৃপক্ষ জানাচ্ছে, কিশোর-কিশোরীদের ১৮ বছরের পরের ভবিষ্যৎ নিয়ে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। তখন তাঁদের হোমে রাখার অনুমতি নেই। সমস্যা মেটাতে প্রশাসন চাইছে ১৮ বছর হওয়ার আগেই তাদের দত্তক নেওয়া হোক। যদিও দেখা যাচ্ছে, সরকারি ও বেসরকারি

জলপাইগুড়ির সরকারি কোরক হোম।

স্পেশালাইজড অ্যাডপশন এজেন্সি থেকে দত্তক নেওয়ার ক্ষেত্রে ছয় থেকে ১৬ বছরের কিশোর-কিশোরীদের প্রতি তেমন কেউ আগ্রহ দেখান না। এনিয়ে জেলা শিশু সুরক্ষা আধিকারিক সুদীপ ভদ্র বলেছেন, 'এক্ষেত্রে দত্তক নেওয়ার জন্য দম্পতির বয়স ৫০ থেকে ৫৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। নিঃসন্তান কিংবা কোনও কারণে সন্তান হারিয়েছেন এমন বাবা-মায়েরা অনেকসময় দত্তক নিতে চান। আমরা সেইসব দম্পতির সঙ্গে শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের দুই বছর সরকারি নিয়ম মেনে থাকার ব্যবস্থা করছি। সে সময় পরিবারগুলিকে পর্যবেক্ষণে রাখা হবে। ওই দুই বছরের প্রথম ছয় মাসে পর্যবেক্ষণ হবে আরও কড়া। তার মধ্যে দম্পতির সঙ্গে যদি ছেলে বা মেয়েটি মানিয়ে নিতে পারে তাহলেই সেই বাবা-মা তাকে আইনত দত্তক নিতে পারবেন।' জেলায় সমাজকল্যাণ দপ্তরের কোরক হোম ছাড়াও বেসরকারি দুটি মেয়েদের হোম রয়েছে। তিনটি হোম মিলিয়ে ছয় থেকে ১৮ বছর বয়সি প্রায় ৩০ জন কিশোর-কিশোরী রয়েছে। যাদের মধ্যে অনাথদের সংখ্যা ১০ থেকে ১২ জন। সম্প্রতি ডুয়ার্সের বাসিন্দা পঞ্চাশোর্ধ্ব এক নিঃসন্তান দম্পতি জলপাইগুড়ির এক বেসরকারি হোম থেকে একটি ১৮ বছরের কম এক কিশোরীর দায়িত্ব নিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে জলপাইগুড়ির সরকারি কোরক হোমের সুপারিন্টেন্ডেন্ট গৌতম দাস জানিয়েছেন, তাঁদের হোমে ছয়জন অনাথ কিশোর রয়েছে। যদি তাদের মধ্যে কেউ পালক পিতামাতার কাছে গিয়ে থাকে, তবে হোমের তরফে প্রতি মাসে ওই দম্পতির বাড়ি গিয়ে পর্যবেক্ষণ করা হবে। ১৬ বছর বয়সি ছেলেদের যদি পালক পিতামাতার কাছে দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে ১৮ বছর হতে আরও দু'বছর বাকি থাকবে। এই সময়ের মধ্যে পালক বাবা-মা কে সমস্ত দায়িত্ব পালন করতে হবে বাবা-মায়ের সঙ্গে কিশোরদের সেই বোঝাপড়া পর্যবেক্ষণে প্রমাণিত হলে সেই দম্পতিকে দত্তক নেওয়ার কথা বলা হবে।

নিয়ম

- কিশোর-কিশোরীদের দত্তক নেওয়ার জন্য দম্পতির বয়স ৫০ থেকে ৫৫ বছরের মধ্যে হতে হবে
- নিঃসন্তান কিংবা কোনও কারণে সন্তান হারিয়েছেন এমন বাবা-মায়েরা অনেকসময় দত্তক নিতে চান
- সেইসব দম্পতির সঙ্গে কিশোর-কিশোরীদের দুই বছর সরকারি নিয়ম মেনে থাকার ব্যবস্থা করা হবে
- ওই সময়ের মধ্যে দম্পতির সঙ্গে যদি ছেলে বা মেয়েটি মানিয়ে নিতে পারে তাহলেই সেই বাবা-মা তাকে আইনত দত্তক নিতে পারবেন

পৃথিবীর পাঠশালা

জ্যান্ত বজ্রনিরোধক মানুষ!

বজ্রপাত বা বাজ পড়ার সম্ভাবনা কোটিতে একবার। কিন্তু ভার্জিনিয়ার পার্ক রেঞ্জার রয় সুলিভান-এর কপাল এতটাই অদ্ভুত যে, তাঁকে একবার নয়, সাতবার বজ্রাঘাত সহ্য করতে হয়েছে! এবং অবিশ্বাস্যভাবে প্রতিবারই তিনি বেঁচে গিয়েছেন।

১৯৪২ থেকে ১৯৭৭ সালের মধ্যে সাতবার তাঁর ওপর বাজ পড়ে। এতে তাঁর পায়ের আঙুলের নখ উড়ে গিয়েছে, ভ্রূ পুড়ে গিয়েছে, চুলের আগুন নেভাতে তিনি বালতি নিয়ে দৌড়েছেন— কিন্তু যম তাঁকে নিতে পারেনি। গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে তাঁর নাম উঠেছে 'হিউম্যান লাইটনিং কন্ডাক্টর' হিসেবে। শেষের দিকে তিনি এতটাই ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন যে, আকাশে মেঘ দেখলেই গাড়ির সিটের নীচে লুকিয়ে পড়তেন। প্রকৃতির এই রুদ্ররোষ কেন কেবল তাঁর ওপরেই পড়ত, তা আজও এক রহস্য।

পেপসির নিজস্ব সেনাবাহিনী

ঠান্ডা পানীয় বা কোল্ড ড্রিংকস কোম্পানি পেপসি-র হাতে একসময় বিশ্বের ষষ্ঠ বৃহত্তম নৌবাহিনী ছিল! শুনতে আজব লাগলেও, ১৯৮৯ সালে এমনটাই ঘটেছিল।

তখনকার সোভিয়েত ইউনিয়নের মানুষের পেপসি খুব পছন্দ ছিল। কিন্তু তাদের মুদ্রা 'রুবল' আন্তর্জাতিক বাজারে অচল ছিল। তাই পেপসি কোম্পানি তাঁদের পানীয়ের বিনিময়ে টাকা নিতে পারছিল না। উপায় হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়ন পেপসিকে টাকার বদলে ১৭টি সাবমেরিন, একটি ক্রুজার, একটি ফ্রিগেট এবং একটি ডেস্ট্রয়ার যুদ্ধজাহাজ দিয়ে দেয়! পেপসি অবশ্য এই যুদ্ধজাহাজগুলো নিয়ে যুদ্ধ করতে নামেনি, কয়েকদিন পরেই তারা সেগুলো একটি সুইডিশ কোম্পানির কাছে ভাঙা লোহা হিসেবে বিক্রি করে দেয়। কিন্তু ওই ক'টা দিনের জন্য একটি কোল্ড ড্রিংকস কোম্পানি হয়ে উঠেছিল বিশ্বের অন্যতম সামরিক শক্তি।

অঙ্ক কষত যে ঘোড়া

ঘোড়া কি অঙ্ক করতে পারে? বিংশ শতাব্দীর শুরুতে জার্মানিতে 'ক্লেভার হ্যান্স' নামের এক ঘোড়া সারাবিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। তার মালিক উইলহেম ভন ওস্টেন দাবি করতেন, হ্যান্স যোগ-বিয়োগ, গুণ-ভাগ এমনকি দিন-তারিখও বলতে পারে!

দর্শকরা তাকে প্রশ্ন করলে সে পায়ের খুর মাটিতে ঠুকে সঠিক উত্তর দিত। ধরুন, জিজ্ঞেস করা হল '৩ প্লাস ২ কত?' হ্যান্স ৫ বার পা ঠুকত। বিজ্ঞানীরা অবাক হয়ে গেলেন। পরে মনোবিজ্ঞানী অস্কার ফাঙ্গস্ত রহস্য ভেদ করেন। হ্যান্স আসলে অঙ্ক করত না, সে মানুষের 'বডি ল্যাঙ্গুয়েজ' বা শরীরী ভাষা পড়তে পারত। যখনই সে সঠিক সংখ্যার টোকায় পৌঁছাত, প্রশ্নকর্তার মুখের উত্তেজনা বা স্বস্তি দেখে সে থমকে যেত। অর্থাৎ, ঘোড়াটি অঙ্কে কাঁচা হলেও মনস্তত্ত্বে ছিল পাকা! এই ঘটনাটি বিজ্ঞানে 'ক্লেভার হ্যান্স এফেক্ট' নামে পরিচিত।

পৃথিবীর বৃহত্তম জীব

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় প্রাণী কী? নীল তিমি? ভুল! পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জীব আসলে এক ধরনের মাশরুম বা ছত্রাক, যার নাম 'আর্মিলেয়ারিয়া অস্টয়ে' বা হিউমাঙ্গাস ফাঙ্গাস।

আমেরিকার ওরেগনের মালহিউর জাতীয় অরণ্যে মাটির নীচে এর বাস। এটি প্রায় ২,৪০০ বছর পুরোনো এবং প্রায় ৩.৪ বর্গমাইল এলাকাজুড়ে বিস্তৃত। ওপর থেকে দেখলে বোঝা যায় না, কিন্তু মাটির নীচে এর শিকড় বা মাইসেলিয়াম জালের মতো ছড়িয়ে আছে। এটি ধীরে ধীরে গাছের পুষ্টি শুষে নিয়ে গাছ মেরে ফেলে, তাই একে 'মাশরুম অফ ডেথ'-ও বলা হয়। ওজনে এটি নীল তিমির চেয়েও বহুগুণ ভারী। প্রকৃতির এই বিশাল দানবকে দেখতে পর্যটকরা ভিড় করেন, যদিও মাটির ওপরে এর সামান্য অংশই দেখা যায়।

মালদার পরিযায়ীর মৃত্যু দিল্লিতে

সামসী, ২৬ ডিসেম্বর : পেটের তাগিদে দিল্লিতে কাজ করতে গিয়ে আর ফেরা হল না সফিকুল মিয়াঁর (৪০)। গত বৃহস্পতিবার দিল্লিতে এক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় রতুয়া-২ ব্লকের শ্রীপুর বালুচর গ্রামের ওই পরিযায়ী শ্রমিকের। শুক্রবার গ্রামে তাঁর কফিনবন্দি দেহ ফিরতেই কান্নায় ভেঙে পড়ে পরিবার ও এলাকাবাসী।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, সংসারে সচ্ছলতা ফেরাতে ছয় মাস আগে দিল্লিতে গিয়ে একটি নির্মাণ সংস্থায় শ্রমিকের কাজ করতেন তিনি। ১৮ ডিসেম্বর কাজ শেষ করে ফেরার পথে পিছন থেকে একটি অটোরিকশা তাঁকে ধাক্কা দেয়। গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে চারদিন ভর্তি থাকলেও শেষরক্ষা হয়নি।

মৃতের বাড়িতে রয়েছেন স্ত্রী ফিরদৌসি বিবি ও দুই নাবালক সন্তান। ফিরদৌসি জানান, এখন দুই সন্তানকে নিয়ে কীভাবে দিন চলবে, তা ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছেন না তিনি।

ঘটনার খবর পেয়ে ওই পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা। শ্রীপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নাজেরা বিবি ও পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য জাকির হোসেন সরকারি সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন। মালতীপুরের বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী জানান, পরিবারটিকে সবরকম সরকারি সাহায্য পাইয়ে দেওয়ার পাশাপাশি তিনি ব্যক্তিগতভাবেও আর্থিক সহায়তা করবেন।

শুনানিতে ডাক

প্রথম পাতার পর

তাঁর কথায়, 'মেয়েকে ২০১০-'১১ সালে বিয়ে দিয়েছিলাম। সেসময় ছিটমহল বিনিময় হয়নি। বর্তমান এসআইআর-এর শুনানির নোটিশ এসেছে মেয়ের কাছে। সেখানে ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় বাবা-মায়ের নাম চাওয়া হচ্ছে, যা দেখাতে পারছে না। ফলে আমাদের মতো পরিবারের মেয়েদের কী হবে, তা নিয়ে চিন্তায় রয়েছি। এদিন সেবিষয়ে কথা বলতেই মহকুমা শাসকের কাছে এসেছিলাম।'

সাবের ছিটের বাসিন্দাদের তরফে জয়নাল আবেদিন বলেন, '২০১৫ সালে ছিটমহল বিনিময় হয়। কিন্তু তার আগে সাবেক ছিটের অনেক মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। ফলে ছিটমহল বিনিময়ের আগে হওয়া যৌথ সমীক্ষায় তাঁরা উপস্থিত ছিলেন না। এবার তাঁদের কাছে শুনানির কাগজ আসছে, যেখানে ২০০২ সালে ভোটার তালিকায় থাকা মা-বাবার নামের কাগজ চাওয়া হচ্ছে। স্বভাবতই তাঁদের কাছে সেই নথি নেই।' জয়নালের কথায়, 'এরকম সারা জেলায় থাকা ৫০০-রও বেশি সাবেক ছিটের মেয়ের কাছে শুনানির নোটিশ এসেছে। দিনহাটার মধ্য মশালডাঙ্গার ১৫ জন, দক্ষিণ মশালডাঙ্গার ১৪ জন, পোয়াতুরকুঠির ১৫০ জন মেয়ের নামে শুনানির নোটিশ এসেছে। সেবিষয়ে কথা বলতেই মহকুমা শাসকের দ্বারস্থ হয়েছিলাম। তিনি আশ্বাস দিয়েছেন।'

শীতলকুচিতে থমকে কোটি টাকার প্রকল্প

শীতলকুচি, ২৬ ডিসেম্বর : কোটি টাকা ব্যয়ে মেডিসিন প্ল্যান্টের কাজ থমকে শীতলকুচিতে। ১৫ বছর আগে শীতলকুচি ব্লকের ছোট শালবাড়ি পঞ্চায়েতের সর্বেশ্বর জয়দুয়ার গ্রামে মেডিসিন প্ল্যান্ট তৈরির পরিকল্পনা নেয় তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের হর্টিকালচার দপ্তর। প্রায় দশ বিঘা জমিতে সীমানা প্রাচীর তৈরি হয়। খরচ হয় লক্ষাধিক টাকা। তৈরি হয়েছিল গার্ডরুম। অভিযোগ, এরপরই থমকে যায় কাজ। তবে কী কারণে এই কাজ বন্ধ হয়ে গেল, সেবিষয়ে জানেন না বাসিন্দারা। এবিষয়ে শীতলকুচি ব্লক প্রশাসনও সঠিক তথ্য দিতে পারেনি। শীতলকুচির বিডিও অনিন্দিতা সিনহা ব্রহ্মা বলেন, প্রোজেক্টটি অনেক আগের। বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখব।

শীতলকুচি পঞ্চায়েত সমিতি সভাপতি মদন বর্মন বলছিলেন, প্রোজেক্ট হবার সময় পাঁচ কোটিরও বেশি টাকা ব্যয় করেছিল সংশ্লিষ্ট দপ্তর। এই প্রকল্পের কাজ এখন বন্ধ আছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের নজরে আনব।

স্থানীয়রা বলেন, এই মেডিসিন প্ল্যান্টে নানা ধরনের ওষুধের গাছের চারা লাগানোর কথা ছিল। চারা লাগানোও হয়। কিন্তু, কেন প্ল্যান্টটির কাজ বন্ধ হয়ে গেল, তা স্পষ্ট নয়। দীর্ঘদিন ধরে অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকায় সরকারি অর্থের অপচয় হয়েছে বলে দাবি বাসিন্দাদের।

স্থানীয় বাসিন্দা স্বপন বর্মন বলেন, এটা চালু হলে এলাকার অর্থনৈতিক উন্নতি হত। এলাকার কিছু মানুষের কর্মসংস্থান হত। কী কারণে প্রোজেক্ট বন্ধ হল, তা জানি না। প্রোজেক্টটি ফের চালু করা হোক।

সরকারি উদাসীনতাকে তোপ দেগে বিজেপির শীতলকুচি ৫ নম্বর মণ্ডল সভাপতি পবিত্র অধিকারীর বক্তব্য, এলাকা উন্নয়নের নামে অর্থ লোপাট করা তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের অভ্যেস হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই প্রোজেক্টটিতেও এরকমই হয়তো কিছু ঘটনা আছে, তাই বন্ধ হয়েছে।

তৃণমূল কংগ্রেসের ছোট শালবাড়ি অঞ্চল সভাপতি দীপক রায় প্রামাণিক বলেন, বাম আমলে প্রোজেক্টটি শুরু হয়েছিল। কেন সেটি বন্ধ হয়ে গেল, জানা নেই। পরবর্তীতে সীমানা প্রাচীরগুলি পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে তৈরি হয়। বিজেপি নেতারা সব কিছুতে রাজনীতি খোঁজেন। এই প্রোজেক্ট সম্পর্কে তাঁদের ধারণা নেই।

অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর অব হর্টিকালচার (এডিএইচ) বিপ্লব শর্মা জানান, 'এবিষয়ে তথ্য আমার কাছে নেই। তবে খোঁজ নিয়ে দেখব।'

চুরির শাস্তি! পিটিয়ে খুন

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ২৬ ডিসেম্বর : স্থানীয় কালী মন্দির থেকে সোনার গয়না চুরির অভিযোগ তুলে পিটিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠল রায়গঞ্জ শহরে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ওই ব্যক্তির নাম রবি পাসোয়ান (৪০)। তাঁর বাড়ি কুলিক বাঁধ সংলগ্ন শক্তিনগর এলাকায়। তিনি পেশায় ভাঙাড়ি ব্যবসায়ী। বৃহস্পতিবার রাতে রবিকে বাড়ি থেকে তুলে একটি ক্লাব চত্বরে নিয়ে আসা হয়। সেখানে ব্যাপক মারধর করার পর তাঁকে কুলিক নদীর জলে চোবানো হয়। এসবের জেরে তাঁর মৃত্যু হয়। রবির সঙ্গে মারধর করা হয়েছে তাঁর ১১ বছরের নাবালিকা কন্যাকেও। ঘটনাটি ঘটেছে রায়গঞ্জ শহরের শক্তিনগর কুলিক বাঁধ সংলগ্ন লোহা কালীবাড়ি এলাকায়।

এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে স্থানীয় ক্লাবের দুই সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম সমীর সরকার ও বিশ্বনাথ সাহা। তাঁদের বাড়ি রায়গঞ্জ শহরের মিলনপাড়া এলাকায়। শুক্রবার ধৃতদের রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক ৩ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন। জানিয়েছেন রায়গঞ্জ সিজেএম আদালতের সহকারী সরকারি আইনজীবী নীলাদ্রি সরকার। রায়গঞ্জ পুলিশ জেলার এসপি সোনাওয়ানে কুলদীপ সুরেশ বলেন, 'ঘটনার তদন্ত চলছে।'

পুলিশ ও স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, চলতি মাসের ২৪ তারিখে রাত ২টা নাগাদ রায়গঞ্জ শহরের মিলনপাড়া সংলগ্ন লোহা কালীবাড়ি এলাকায় একটি কালী মন্দিরে দরজা ভেঙে চুরি হয়। অভিযোগ, রবি ও তাঁর মেয়ে মন্দিরে প্রবেশ করে লক্ষাধিক টাকার সোনা ও রুপোর অলংকার চুরি করেন। সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে বৃহস্পতিবার রাতে অভিযুক্ত বাবা ও মেয়েকে ধরে স্থানীয় ক্লাবে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁদের বেধড়ক মারধর করা হয়। ক্লাব থেকে টেনেহিঁচড়ে বের করে কালী মন্দিরের সামনে নিয়ে গিয়ে আবার মারধর করা হয়। কাঠের বাটাম দিয়ে মারা হয়। নাবালিকা সেখানেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। আর রবিকে মন্দির সংলগ্ন কুলিক নদীতে নিয়ে গিয়ে চোবানো হয়। খবর যায় রায়গঞ্জ থানায়। রায়গঞ্জ থানার বিশাল পুলিশবাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়। বাবা ও মেয়েকে উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করার ব্যবস্থা করে পুলিশ। কিছুক্ষণ চিকিৎসার পর মৃত্যু হয় রবির। নাবালিকার প্রাথমিক চিকিৎসার পর পুলিশ তাকে রায়গঞ্জ থানায় নিয়ে যায়। পরে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। আর গণপিটুনিতে মৃত ব্যক্তির দেহ এদিন দুপুর একটা নাগাদ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেয় রায়গঞ্জ থানার পুলিশ।

শুক্রবার সকালে রায়গঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন মৃত ব্যক্তির শাশুড়ি শান্তি চৌধুরী। এই প্রসঙ্গে শান্তি বলেন, 'এক বছর আগে আমার মেয়ে লিভার ক্যানসার হয়ে মারা গিয়েছে। দুই নাবালিকা নাতনি তাদের বাবার কাছেই থাকত। বৃহস্পতিবার রাতে স্থানীয় ক্লাবের সদস্যরা বাড়িতে এসে আমার জামাই ও ১১ বছরের নাতনিকে টেনেহিঁচড়ে তুলে নিয়ে যায়। মেরে ক্ষতবিক্ষত করে দেয়। আমি অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।'

দুজনকে গ্রেপ্তার করা হলেও এই ঘটনার সঙ্গে প্রায় ১৫-১৬ জন যুক্ত রয়েছে বলে প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান। আর যে ক্লাবের বিরুদ্ধে অভিযোগ, সেই ক্লাবের সম্পাদক গঙ্গা পাসোয়ান বলেন, 'মন্দিরে থাকা সিসি ক্যামেরা থেকে অভিযুক্ত বাবা ও নাবালিকা মেয়ের ছবি পাওয়া গিয়েছে। তারা এই চুরির কথা স্বীকার করে।'

নৃশংস

- চলতি মাসের ২৪ তারিখে একটি কালী মন্দিরের দরজা ভেঙে চুরি হয়
- অভিযোগ, রবি ও তাঁর মেয়ে লক্ষাধিক টাকার অলংকার চুরি করেন
- সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে অভিযুক্ত বাবা ও মেয়েকে ধরে স্থানীয় ক্লাবে নিয়ে যাওয়া হয়
- সেখানে তাঁদের দফায় দফায় বেধড়ক মারা হয়
- পরে রবিকে নদীতে চোবানো হয়

সাবিনার বড় মেয়েকে শুনানিতে ডাক

মালদা ও রায়গঞ্জ, ২৬ ডিসেম্বর : শনিবার থেকে মালদা জেলার ১৫টি ব্লকে প্রায় ৪৫টি কেন্দ্রে এসআইআর সংক্রান্ত শুনানি শুরু হচ্ছে। প্রশাসনের একটি সূত্র জানাচ্ছে, তথ্যে গরমিলের কারণে জেলার প্রায় ৬২ হাজার ভোটারকে শুনানিতে ডাকা হচ্ছে। আর এই ৬২ হাজার ভোটারের মধ্যে রয়েছে রাজ্যের মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনের বড় মেয়ের নামও। শুক্রবার এই বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই শুরু হয়ে গিয়েছে রাজনৈতিক তর্জা। যদিও সাবিনা ইয়াসমিন বলেছেন, 'বিষয়টি আমিও শুনেছি। তবে নোটিশ পাইনি।'

রাজ্যের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন ও সেচ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনের বাড়ি কালিয়াচকের চাঁদপুরে। মন্ত্রীর স্বামী মহম্মদ মেহবুব আলম পেশায় নির্মাণসামগ্রী ব্যবসায়ী। তাঁদের দুই মেয়ের মধ্যে বড় মেয়ে ফিজা বিন্তে আলম আমেরিকার এক প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী। এসআইআর-এর ফর্ম তিনিও পূরণ করেছিলেন বলে জানা গিয়েছে। তারপরেও ফিজা বিন্তে আলমের নামে শুনানির নোটিশ ইস্যু করা হয়েছে। সমস্যা কোথায়? প্রশাসনের একটি সূত্র জানাচ্ছে, পূরণ করা ফর্মে বাবার নাম নিয়ে কোনও সমস্যা হয়েছে। তাই তাঁকে শুনানির নোটিশ পাঠানো হচ্ছে। আর তাতেই সাবিনা ইয়াসমিনের কটাক্ষ, 'এসআইআরের নামে মানুষকে হয়রানি করছে।'

যদিও প্রশাসনের একাংশের দাবি, গণনাপত্র বিলির সময় অনেকেই নিজেরা অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণ করেছেন। তাতে অনেক সময় ভুল হয়ে থাকতে পারে। প্রশাসনের এক কর্তা জানান, মন্ত্রীর মেয়ের ভুলের ব্যাপারটি খোঁজ নিয়ে দেখা হচ্ছে।

সাবিনার কথায়, 'শুধু আমার মেয়েই নয়, ঠিকঠাক নথি দেওয়ার পরেও অনেক সাধারণ ভোটারকে শুনানিতে নোটিশ দিয়ে ডাকা হচ্ছে। এভাবে মানুষকে হয়রান করে রাজ্যের বিধানসভা ভোটে বিজেপি লাভ করতে পারবে না।' আর বিজেপি নেতা অজয় গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'ভূতুড়ে ভোটার বাদ পড়ার আতঙ্কে ভুগছেন তৃণমূলের নেতা, মন্ত্রীরা।'

অন্যদিকে, শুক্রবার সন্ধ্যা ছয়টায় জেলা প্রশাসনিক ভবনে জেলা শাসকের উপস্থিতিতে একটি সর্বদলীয় বৈঠক ডাকা হয়েছিল। ওই বৈঠক থেকে বের হয়ে এসে ক্ষোভে ফেটে পড়েন বিজেপির প্রতিনিধি নীলাঞ্জন দাস। তাঁর অভিযোগ, 'জেলা শাসক শুনানির দিনক্ষণ জানালেও বিস্তারিত কিছু বলতে চাইছেন না। আমাদের প্রথমে বলা হয়েছিল শুনানির সময় সিসিটিভি ক্যামেরা থাকবে। কিন্তু এদিন তিনি আমাদের জানিয়েছেন, এই নিয়ে তিনি বলতে পারবেন না।'

শুধু আমার মেয়েই নয়, ঠিকঠাক নথি দেওয়ার পরেও অনেক সাধারণ ভোটারকে শুনানিতে নোটিশ দিয়ে ডাকা হচ্ছে। এভাবে মানুষকে হয়রান করে রাজ্যের বিধানসভা ভোটে বিজেপি লাভ করতে পারবে না।

সাবিনা ইয়াসমিন
প্রতিমন্ত্রী, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন ও সেচ দপ্তর

হোটেলে ঠাঁই নেই

প্রথম পাতার পর

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই চিকিৎসা করানো ও পর্যটক হিসেবে তাঁরা আসেন। এমনিতেই তাঁদের জন্য ভিসা বন্ধ করা হয়েছে। বাংলাদেশের কার্যকলাপের প্রতিবাদ হিসেবে আমরাও পদক্ষেপ করছি। এখন থেকে আমরা অনির্দিষ্টকালের জন্য বাংলাদেশিদের হোটেল বুকিং দেব না।'

বাংলাদেশের অরাজকতায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, সিপিএম, ফরওয়ার্ড ব্লক সহ নানা সংগঠনের তরফে কোচবিহারে প্রতিবাদ আন্দোলন করা হয়েছে। কয়েকদিন আগে সাগরদিঘি চত্বরে ইউনূসের ছবিতে জুতোর মালা পরিয়ে প্রতিবাদে শামিল হন সাধারণ মানুষ। সেই ঘটনার পর হোটেল ব্যবসায়ীদের এই সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানিয়েছেন তাঁরা। সংশ্লিষ্ট মহলের ধারণা, কোচবিহারের হোটেল মালিকদের এই পদক্ষেপ কেবল একটি ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত নয়, বরং এটি প্রতিবেশী দেশের অরাজক আচরণের বিরুদ্ধে একটি নাগরিক প্রতিবাদ। এই নিষেধাজ্ঞার ফলে বিশেষ করে যাঁরা চিকিৎসার জন্য ভারতে আসেন তাঁরা বিপাকে পড়তে পারেন। তবে হোটেল মালিকদের মতে, যতক্ষণ না বাংলাদেশে ভারতবিরোধী পরিবেশ স্বাভাবিক হচ্ছে ততক্ষণ এই নিষেধাজ্ঞা বজায় থাকবে। উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি, মালদা ও কোচবিহারের হোটেল ব্যবসায়ীদের এই সিদ্ধান্ত দুই দেশের কূটনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্কে এক নতুন মাত্রা যোগ করল বলেই অনেকের ধারণা।

বিভেদ দীর্ণ ২০২৫ সাল

প্রথম পাতার পর

ভাবনার মূলে কুঠারাঘাতের প্রতীক। রবীন্দ্রনাথ আসলে বড় বিড়ম্বনা এখন। দুই দেশেই। তাঁর লেখা জাতীয় সংগীত উভয় দেশে গাওয়া হলে কী হবে, তাঁকে ঝেরে ফেলে বিভাজনের বৃত্ত সম্পূর্ণ করার মরিয়া প্রয়াস চলছে। তাই রবীন্দ্রসংগীত চর্চার আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ছায়ানট ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা বাংলাদেশে।

আবার শুধু বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত অজুহাতে রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাংলা' গাওয়ায় দেশদ্রোহিতার অভিযোগে মামলা হয় ভারতের অসমে। বিভাজনের নিরিখে ২০২৪-'২৫ সালটি সবচেয়ে অস্থির সময়। বিশ্বের অন্য দেশে ব্যতিক্রম কিছু নেই বটে। তবে এই আলোচনাটা আপাতত ভারত ও বাংলাদেশ নিয়ে। দুই দেশেই অভ্যন্তরীণ ও দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে এই বছরটা বিভাজনের এক অভূতপূর্ব চিত্র এঁকে দিল।

জাতিগত সংঘাত, সাম্প্রদায়িক হিংসা এবং রাজনৈতিক মেরুকরণ- এই তিনের মিশেল চারদিকে। 'একতাই আমাদের শক্তি' বলে গর্ব করে থাকেন মুহাম্মদ ইউনূস। অথচ তাঁর দেশে এমন অরাজকতা যে, হিন্দু হওয়ার 'অপরাধে' দীপুচন্দ্র দাসকে পিটিয়ে খুন করে দেহ জ্বালিয়ে দিল ধর্মোন্মাদরা। ইউনূস সরকারের পুলিশ ঘটনাস্থলে গেল অনেক পরে। কোনদিকে তাকাবেন বলুন! পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখে ঐক্যের কান্ডারি।

প্রায়ই বলে থাকেন, 'আমরা ভাগাভাগি চাই না। আমরা চাই, সবাই মিলেমিশে এক হয়ে থাকুক।' অথচ তাঁর শাসনে মুর্শিদাবাদে দাঙ্গা হয়ে গেল এই ২০২৫-এই। দুটি প্রাণ ঝরে গেল। মমতা পুলিশমন্ত্রী। তাঁর সরকারের পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠল। দাঙ্গায় জড়িয়ে গেল স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের নাম। মুখ্যমন্ত্রী, কেমন ঐক্যের কান্ডারি আপনি! আবার শুধু বাঙালি হওয়ার কারণে বড়দিনের আবহে ওড়িশায় পিটিয়ে মেরে ফেলা হল মুর্শিদাবাদের এক বাসিন্দাকে।

বিভেদের পসরা ফেরি করার বিষময় ফল চারদিকে। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি 'এক হ্যায় তো সেফ হ্যায়' বলেন বটে। কিন্তু তাঁর দল বিজেপির সুর ধরা পড়ে যায় বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে তোষণের রাজনীতির অভিযোগ তুলতে গিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র আসলে মুসলিম বিরোধিতায়। বাংলার নেতা শুভেন্দু অধিকারীর 'সনাতনীরা ঐক্যবদ্ধ না হলে বিপদ আছে' মন্তব্য তো মোদিজির 'এক হ্যায় তো সেফ হ্যায়' বুলিতেই জল ঢালে।

ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজনের ধ্বনি তো আসলে শুধু শুভেন্দুর নয়, গোটা পদ্ম শিবিরের। শিবিরের অভিভাবক আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত সরাসরি 'হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে' বলে সওয়াল করেন। দেশবাসীর ঐক্যের বার্তা মেলে না তাঁর ভাষণে। পরিণাম কী? প্রধানমন্ত্রী বড়দিনে গির্জায় গিয়ে প্রার্থনা করেন, অন্যদিকে যিশুর জন্মদিন উদযাপন করায় অসম ও ওড়িশায় কিছু প্রতিষ্ঠান ও একদল লোককে চরম হেনস্তা করা হল।

বাংলাদেশে হিন্দু নিগ্রহ চরম আকার নিয়েছে। বিএনপি'র শীর্ষনেতা তারেক রহমান সদ্য ঢাকায় ফিরে 'নিরাপদ বাংলাদেশ' গড়ার ডাক দিয়েছেন সত্যি। কিন্তু দীপু দাসের হত্যাকাণ্ড নিয়ে একটি শব্দও খরচ করেননি। বরং নিহত ওসমান হাদির 'প্রত্যাশিত বাংলাদেশ' গড়ার কথা বলেছেন। যে হাদি কট্টর ভারত বিরোধিতার জন্য পরিচিত ছিলেন। ফলে হাদির পথে বাংলাদেশ গড়ার কথায় ভারতের সঙ্গে বিভাজনের আভাস স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বাংলাদেশে এমন এক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, যেখানে হাদির বিরোধিতা করলে আগুন জ্বলে যেতে পারে। বরং ভোট বৈতরণি পার হতে প্রায় সব দল হাদির নৌকায় পা রেখেছেন। তারেক ভিন্ন পথে হাঁটার সাহস দেখাননি। বাবরি মসজিদ গড়ার নামে এপার বাংলায় সাসপেন্ডেড তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীরকে সামনে রেখে আবার যে ন্যারেটিভ তৈরির নতুন চেষ্টা শুরু হয়েছে, তা আসলে হিন্দু-মুসলিম বিরোধের বীজ বোনার ছক।

বিভাজনের উদাহরণের শেষ নেই ২০২৫-এ। মণিপুরের মেইতেই ও কুকি জনগোষ্ঠীর বিভেদ থেকে হিংসার এখনও শেষ হয়নি। মণিপুরের পাহাড় থেকে ঢাকার রাজপথ- সর্বত্র ঘৃণার আগুন। বিদ্বেষ বাষ্পকে সঙ্গী করে নতুন বছর শুরু করতে চলেছি আমরা। গোটা বছরের দিকে তাকালে নেতাদের ঐক্যের বুলিকে তাই প্রহসন মনে হয় নাকি! সংবিধান প্রণেতাদের বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের ভাবনা আজকের প্রেক্ষাপটে কি হাস্যকর মনে হয় না? বিভেদের কারাগারে বন্দি আমরা!

বড় বিড়ম্বনা বিডিও'র

প্রথম পাতার পর

আদালত ও পুলিশের তৎপরতায় এখন খুশি নিহত সোনার ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যার পরিবার। দত্তাবাদের ওই ব্যবসায়ীকে অপহরণ ও খুনের অভিযোগ আছে বিডিও'র বিরুদ্ধে। স্বপনের শ্যালক দেবাশিস কামিল্যা শুক্রবার বলেন, 'তদন্তে আমরা আস্থা রাখছি। পুলিশও আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করছে। বিভিন্ন বিষয়ে জানতে চাওয়া হচ্ছে। তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে পুলিশও জানাচ্ছে।'

অভিযোগ তুলে নেওয়ার জন্য চাপ দিয়ে দেবাশিসকে বিডিও'র পক্ষ থেকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগও আছে। ওই অভিযোগে পৃথক মামলা হয়েছে। দেবাশিস বলেন, 'ফোনে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়। সেই ভয়ে ওড়িশায় নিজের বাড়িতে চলে এসেছি। আমার দিদি (স্বপনের স্ত্রী) আমাদের সঙ্গে ওড়িশাতেই রয়েছেন।' অভিযুক্ত বিডিও দত্তাবাদের স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনের মামলার মূল ইঞ্জিনিয়ার বলে পর্যবেক্ষণ ছিল বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের।

তিনি যে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে প্রশান্তকে আত্মসমর্পণ করতে বলেছিলেন, সেই সময়সীমা বৃহস্পতিবার রাত ৮টায় পেরিয়ে যায়। কিন্তু ওই নির্দেশে সাড়া না দিয়ে, আদালতকে কিছু না জানিয়ে বিডিও কার্যত উধাও হয়ে গিয়েছেন। শুক্রবার গিয়ে দেখা গেল রাজগঞ্জ বিডিও অফিস কার্যত ভাঙা হাটের চেহারা নিয়েছে। কর্মচারীদের অভিযোগ, বিডিও না থাকায় প্রশাসনিক কাজকর্ম ব্যাহত হচ্ছে।

বিডিও'র সঙ্গে বিভিন্ন কাজে দেখা করার জন্য এসে সাধারণ মানুষ অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে গেলেন। আটটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মানুষ নানা কাজে এই বিডিও অফিসের ওপর নির্ভরশীল। তাঁরা সমস্যায় পড়েছেন। রাজগঞ্জ বিডিও অফিসের কর্মী আনারুল হক বলেন, 'দু'দিন ধরে বিডিও সাহেব আসছেন না। দুজন জয়েন্ট বিডিও কাজ সামলে দিচ্ছেন।' আরেক অফিসকর্মী সবিতা দত্ত বলেন, বিডিও আসেননি। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানার খবর তাঁর জানা নেই।

বিরোধীরা এই সুযোগে সরকারের সমালোচনা করছে। সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'তিনি কী করে ওই পদ পেয়েছিলেন, তা নিয়ে যখন প্রশ্ন উঠেছিল, তখনই বোঝা গিয়েছিল, কোনও একটি অদৃশ্য হাত তাঁর মাথার ওপর রয়েছে। এখন দেখার আর কারা কারা ধরা পড়েন।' বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা বলেন, 'আদালত অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও উপযুক্ত নির্দেশ দিয়েছে। গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হওয়ায় আইনের ওপর মানুষের আস্থা ফিরবে বলে মনে করছি।'

রান পেলেন না রোহিত, নতুন নজির কোহলির

জয়পুর ও বেঙ্গালুরু, ২৬ ডিসেম্বর : একজন রান পেলেন না। অপরজন ফের রান করলেন। ম্যাচের সেরাও হলেন।

আর তাঁদের, রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিদের নিয়ে সারাদিন ধরে মজে রইল ভারতীয় ক্রিকেট সমাজ। দেশের ঘরোয়া ক্রিকেটে আচমকাই আগ্রহের 'জোয়ার' এনেছেন রোকো। তাঁরা ঘরোয়া ক্রিকেটে দীর্ঘসময় পর খেলছেন। নিয়মিতভাবে প্রমাণ করছেন, তাঁদের ঘরোয়া ক্রিকেট খেলার বাস্তবে প্রয়োজনই নেই। কারণ, তাঁরা এখন বিজয় হাজারে প্রতিযোগিতার প্রতিদ্বন্দ্বিতার অনেক উপরে।

ঋষভ ৭০

দুইদিন আগে বিজয় হাজারে ট্রফির প্রথম ম্যাচে রোকো শতরান করেছিলেন। আজ দ্বিতীয় ম্যাচে জয়পুরের সোয়াই মান সিং স্টেডিয়ামে উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচে মুম্বইয়ের হয়ে ব্যাট করতে নেমে হিটম্যান গোল্ডেন ডাক। অখ্যাত দেবেন্দ্র সিং বোরার বলে ০ রানে আউট প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক। রোহিত রান না পেলেও উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচ জিততে সমস্যা হয়নি মুম্বইয়ের। প্রথমে ব্যাট করে মুম্বই করেছিল ৩৩১/৭। জবাবে ২৮০/৯ স্কোরে থেমে যায় উত্তরাখণ্ড। ৫১ রানে ম্যাচ জিতে নেয় মুম্বই। উত্তরাখণ্ডের জোরে বোলার বোরা দল হারলেও রোহিতের উইকেট নিয়ে এখন জাতীয় নায়কের মর্যাদা পেতে শুরু করেছেন। খেলার শেষে তিনি রোহিতের পরামর্শও পেয়েছেন। তাছাড়া রোহিত বন্দনায় সারাদিন ধরেই সোয়াই মান সিং স্টেডিয়ামের গ্যালারি থেকে জয়ধ্বনি শোনা গিয়েছে হিটম্যানের নামে। খেলার প্রতিটা মুহূর্ত দারুণভাবে উপভোগও করেছেন রোহিত। এর মধ্যেই উত্তরাখণ্ড ম্যাচে ফিল্ডিংয়ের সময় মাথায় চোট পেয়ে হাসপাতালে ভর্তি হতে হল মুম্বইয়ের অঙ্গকৃষ রঘুবংশীকে। তাঁর চোট কতটা গুরুতর, তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে।

কোহলির জন্য ছবিটা অনেকটাই আলাদা। বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের মাঠে হচ্ছে দিল্লির বিজয় হাজারে ট্রফির অভিযান। সেই মাঠে কোহলি দর্শনের কোনও উপায় নেই দর্শকদের। কিন্তু তার জন্য কোহলির ব্যাট থেমে নেই। শেষ ম্যাচে শতরান করে যেখানে থেমেছিলেন, আজ গুজরাটের বিরুদ্ধে ম্যাচে ঠিক সেখান থেকেই তিনি শুরু করেছিলেন। যার পোশাকি নাম আগ্রাসন। ৬১ বলে ৭৭ রানের বিরাট মায়াবী ইনিংসে রয়েছে ১৩টি বাউন্ডারি ও একটি ছক্কা। দুর্ভাগ্য কোহলি আজও শতরান পাননি। কিন্তু তিনিই ম্যাচের সেরা হয়েছেন। সেইসঙ্গে লিস্ট 'এ' ক্রিকেটে সবাধিক গড়ের রেকর্ডও গড়েছেন তিনি। মাইকেল বেভানের ৫৭.৮৬ পেরিয়ে বিরাটের ৫৭.৮৭ গড়টাই লিস্ট 'এ' ক্রিকেটে অন্তত ৫ হাজার রান করেছেন এমন ব্যাটারদের মধ্যে সবাধিক। কোহলির পাশে ঋষভ পন্থের ৭০ রানের ইনিংসের সুবাদে প্রথমে ব্যাট করে গুজরাট করেছিল ২৫৪/৯। জবাবে ২৪৭ রানে অল আউট হয়ে যায় গুজরাট। তুমুল লড়াইয়ের পর ৭ রানে ম্যাচ জিতে নেয় দিল্লি।

> বিরাট-রোহিতের মতো ভারতীয় ক্রিকেটের সর্বকালের অন্যতম সেরা তারকারা ঘরোয়া ক্রিকেট খেললে ওদের টানে মাঠে লোক আসবেই। বাড়বে আগ্রহও। জানি না ওরা শেষ পর্যন্ত কয়টা ম্যাচ খেলবে। কিন্তু রোকো প্রমাণ করেছে, তারকাপ্রথা কখনও শেষ হয় না। -মদন লাল

আর সেই জয়ের নেপথ্য কারিগর কোহলিই। ব্যাট হাতে রান করার পর দিল্লি অধিনায়ক ঋষভকে বড় দাদার মতো আগলে রেখে, পরিস্থিতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিয়ে দলকে জয়ের পথে এগিয়ে দেন বিরাট। রোকো জুটি বিজয় হাজারে ট্রফির বাকি ম্যাচে আর খেলবেন না বলেই খবর। কিন্তু দেশের দুই প্রান্তে জোড়া ম্যাচে রোকোর উপস্থিতি ঘরোয়া ক্রিকেটে নয়া উন্মাদনার জন্ম দিয়েছে। প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার মদন লালও রোকোর ঘরোয়া ক্রিকেট খেলার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন। বিরাটদের জন্যই ঘরোয়া ক্রিকেট নিয়ে সাধারণ ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে যে আগ্রহ তৈরি হয়েছে, তা ছুঁয়ে গিয়েছে তাঁকেও। মদনের কথায়, 'বিরাট-রোহিতের মতো ভারতীয় ক্রিকেটের সর্বকালের অন্যতম সেরা তারকারা ঘরোয়া ক্রিকেট খেললে ওদের টানে মাঠে লোক আসবেই। বাড়বে আগ্রহও। জানি না ওরা শেষ পর্যন্ত কয়টা ম্যাচ খেলবে। কিন্তু রোকো প্রমাণ করেছে, তারকাপ্রথা কখনও শেষ হয় না।'

ম্যাচের মাঝে গুজরাটের রবি বিষ্ণোই জড়িয়ে ধরলেন দিল্লির অধিনায়ক ঋষভ পন্থকে।

অর্ধশতরানের সঙ্গে দৃষ্টিনন্দন ব্যাটিংয়ে মাতিয়ে দিলেন বিরাট কোহলি। বেঙ্গালুরুতে শুক্রবার।

দায়িত্বহীন ব্যাটিংয়ে ভরাডুবি বাংলার

বাংলা-২০৫ বরোদা-২০৯/৬

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ ডিসেম্বর : ব্যর্থতার সেই চেনা ছবি!

কোনওদিন ব্যাট হাতে দুর্দান্ত। ৩৮২ রান অনায়াসে তাড়া করে ম্যাচ জিততে বাংলা। কোনওদিন আবার উলটো ছবি। ৫০ ওভার খেলারও দক্ষতা, ক্ষমতা দেখাতে ব্যর্থ টিম বাংলা। অল আউট হয়ে যাচ্ছে ২০৫ রানে।

কভি খুশি, কভি গম।

বাংলা ক্রিকেট এক অদ্ভুত ভুলভুলাইয়া। কারও দায়বদ্ধতার অভাব। কারও বা অভাব সচেতনতার।

> আরও সচেতনভাবে দায়িত্ব নিয়ে ব্যাটিং করা উচিত ছিল আমাদের। প্রয়োজন ছিল আরও রানের। সেটা হয়নি। আসলে জঘন্য ব্যাটিংয়ের পাশে ভালো ক্রিকেট খেলতে পারিনি আমরা। -লক্ষ্মীরতন শুক্লা

লেগ সাইডে পাঁচ-ছয়জন ফিল্ডার রেখে বরোদার রাজ লিম্বানি (৬৫/৫) ক্রমাগত শর্ট বল করে গেলেন। আর সেই শর্ট বলের বিরুদ্ধে অযথা আগ্রাসন দেখাতে গিয়ে ডুবল বাংলা। চলতি বিজয় হাজারে ট্রফিতে দুইদিন আগে বিদর্ভের বিরুদ্ধে ৩৮২ রান তাড়া করে জিতেছিল বাংলা। দলকে জিতিয়েছিলেন ব্যাটাররা। আজ বরোদার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্যাচে সেই ব্যাটাররাই ডুবিয়ে দিলেন। চার উইকেটে ম্যাচ হেরে বিজয় হাজারে ট্রফির দ্বিতীয় ম্যাচ হেরে চাপে পড়ে গেল টিম বাংলা। টসে হেরে প্রথমে ব্যাটিং করে বিপক্ষকে উইকেট উপহার দেওয়ার চেনা রোগে আক্রান্ত হয়ে ৩৮.৩ ওভারে ২০৫ রানে শেষ বাংলার ইনিংস। জবাবে ৩৮.৫ ওভারে ২০৯/৬ করে ম্যাচ জিতে নিল ক্রুণাল পান্ডিয়ার বরোদা।

দিন বদলায়। বছর ঘুরে যায়। মরশুমের পর মরশুম কেটে যায়। বঙ্গ ক্রিকেট প্রশাসনে বদল হয়। কিন্তু সর্বভারতীয় ক্রিকেটে বাংলার হাল ফেরে না। ধারাবাহিকতা নেই। ছন্দের বড্ড অভাব। সঙ্গে নিজেদের প্রয়োগক্ষমতারও করুণদশা। রাজকোটের নিরঞ্জন শা স্টেডিয়ামের পিছনের মাঠে বাংলার বরোদা অভিযান ছিল আজ। সকালের দিকের কুয়াশার কারণে উইকেটে বল নড়বে, শুরুতে জোরে বোলাররা সাহায্য পাবেন— এমন কথা সবার জানা। তাই টস হেরে ব্যাটিং করতে নামার পর বাংলার আরও সতর্ক থাকা উচিত ছিল। বাস্তবে বাংলার ব্যাটারদের মধ্যে সেই সতর্কতা ও সচেতনতা দেখা যায়নি। অভিষেক পোড়েল (৩৮) দারুণ শুরুর পর উইকেটে জমে গিয়ে অযথা আগ্রাসন দেখিয়ে প্যাভিলিয়নে ফিরেছেন। সুদীপ ঘরামি (০) তিন নম্বরে নেমে হতাশ করেছেন। অভিজ্ঞ অনুষ্টুপ মজুমদারও (৪৭) সেই শর্ট বল ট্র্যাপে পড়ে পুল করতে গিয়ে আউট হয়েছেন। শাহবাজ আহমেদ (২৬), করণ লালরা (৪০) শেষদিকে রানের লক্ষ্যে মরিয়া হয়ে চেষ্টা করেছিলেন। তাঁদের জন্যই বাংলার স্কোর ২০৫ হয়েছিল। দলের বাকিদের ব্যাটিংয়ের কথা যত কম বলা যায়, ততই ভালো। সন্ধ্যার দিকে রাজকোট থেকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লার গলায় শুধুই হতাশা। বলছিলেন, 'আরও সচেতনভাবে দায়িত্ব নিয়ে ব্যাটিং করা উচিত ছিল আমাদের। প্রয়োজন ছিল আরও রানের। সেটা হয়নি। আসলে জঘন্য ব্যাটিংয়ের পাশে ভালো ক্রিকেট খেলতে পারিনি আমরা।'

শুধু ব্যাটিংই নয়, চলতি বিজয় হাজারে ট্রফিতে বোলিংও বাংলার উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। একা মহম্মদ সামি (৪২/১) নিয়মিতভাবে দুর্দান্ত বোলিং করছেন। কিন্তু বাকিরা? আকাশ দীপ (৪৬/১), মুকেশ কুমাররা (৩৩/০) একেবারেই ছন্দে নেই। ফলে বল হাতে সামির তৈরি করা চাপ বাকিরা রাখতে পারছেন না। ফল ভুগছে বাংলা। কোচ লক্ষ্মীরতনের গলায় আক্ষেপ, 'সবাইকে বুঝতে হবে ক্রিকেট দলগত খেলা। সামি একা চেষ্টা করছে। বাকিদেরও ওর সঙ্গে সমানতালে লড়াই করতে হবে।'

কবে যে বাংলার ক্রিকেটাররা বাস্তবটা বুঝবেন।

গোয়া ছাড়লেন বোরহা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ ডিসেম্বর : ভারতীয় ক্লাব ফুটবলে অচলাবস্থার জের। এফসি গোয়ার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করছেন বোরহা হেরেরা। বিদায় বার্তায় স্প্যানিশ মিডফিল্ডার লিখেছেন, 'বর্তমান পরিস্থিতি আমার এবং আমার পরিবারের জন্য অসহনীয় হয়ে উঠেছে। আমাকে এই সিদ্ধান্ত নিতে তাঁরা বাধ্য করেছেন, যাঁরা অসংখ্য বৈঠকের পরেও কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেননি।' সবশেষে বোরহার আর্জি, ভারতীয় ফুটবলকে বাঁচাতে ইতিবাচক উদ্যোগ নিক ফেডারেশন। এদিনই আবার সিটি ফুটবল গ্রুপের সঙ্গে বিচ্ছেদের কথা সরকারিভাবে ঘোষণা করল মুম্বই সিটি এফসি।

এই মরশুমে খেলা হবে না বিজয় হাজারেতে

রাষ্ট্রীয় সম্মানে ভূষিত বৈভব

নয়াদিল্লি, ২৬ ডিসেম্বর : বিস্ময় প্রতিভা বৈভব সূর্যবংশীর মুকুটে নতুন পালক। ৫ থেকে ১৮ বছর বয়সিদের জন্য দেশের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান 'প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় বাল পুরস্কার' পেল বিহারের তরুণ ক্রিকেটার।

গত আইপিএল থেকে শুরু। এরপর অনূর্ধ্ব-১৯ জাতীয় দল থেকে রাজ্য দল বিহার সর্বত্রই তার প্রতিভার বিচ্ছুরণ দেখেছে দেশ। ব্যাট হাতে বাইশ গজে নামলেই ইতিহাস তৈরি হয় বৈভবের হাত ধরে। খেলার মাঠে একগুচ্ছ নজির গড়ে এবার রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেল ১৪ বছর বয়সি এই ক্রিকেটার। শুক্রবার রাষ্ট্রপতি ভবনে গিয়ে দ্রৌপদী মুর্মুর হাত থেকে এই সম্মান গ্রহণ করেছে বৈভব। এরপর তার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে।

পুরস্কার গ্রহণের জন্য শুক্রবার রাজ্য দলের হয়ে বিজয় হাজারে ট্রফির ম্যাচে নামতে পারেনি বৈভব। এদিন মণিপুরের বিরুদ্ধে ম্যাচ ছিল বিহারের। বৈভবকে ছাড়াই অবশ্য ১৫ রানে ম্যাচ জিতেছে বিহার। এই মরশুমে বিজয় হাজারের বাকি ম্যাচেও বৈভবকে পাওয়া যাবে না। ১৫ জানুয়ারি থেকে জিম্বাবোয়েতে শুরু হবে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ। বৈভবের ছোটবেলার কোচ মনোজ ওঝা জানিয়েছেন, যুব বিশ্বকাপের জন্য জাতীয় শিবিরে যোগ দেবে সে। তাই ঘরোয়া এই টুর্নামেন্টে তার আর খেলা হবে না।

এদিকে, বৈভবকে দ্রুত জাতীয় সিনিয়ার দলে সুযোগ দেওয়ার জন্য জোর সওয়াল করেছেন প্রাক্তন ক্রিকেটার কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্ত। শচীন তেন্ডুলকারের উদাহরণ টেনে তিনি বলেছেন, 'শচীন খুব অল্প বয়স থেকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলেছে। প্রতিভা থাকলে বয়স কখনও বাধা হতে পারে না।' শ্রীকান্ত আরও বলেছেন, 'বৈভব যতটুকু সুযোগ পেয়েছে নিজেকে প্রমাণ করেছে। আমি আগেও বলেছিলাম, ওকে টি২০ বিশ্বকাপের জন্য দ্রুত জাতীয় দলে জায়গা দেওয়া উচিত। এখন সেই সময় পেরিয়ে গিয়েছে। তবুও ওকে দ্রুত সিনিয়ার দলে আনা দরকার। ছেলেটার মধ্যে অসাধারণ সম্ভাবনা রয়েছে।'

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর থেকে 'প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় বাল পুরস্কার' নিচ্ছেন বৈভব সূর্যবংশী।

রবির গোলে রয়্যাল সিটির জয়

কলকাতা, ২৬ ডিসেম্বর : বেঙ্গল সুপার লিগের ম্যাচে বর্ধমান রাস্টার্সের বিপক্ষে ১-০ গোলে নাটকীয় জয় রয়্যাল সিটি এফসির। মালদা-মুর্শিদাবাদের দলটির পক্ষে একমাত্র গোলস্কোরার রবি হাঁসদা।

এদিন ম্যাচের শুরু থেকে প্রতিপক্ষকে চাপে রাখে রয়্যাল সিটি। একাধিকবার গোলের কাছাকাছি পৌঁছালেও লক্ষ্যভেদে ব্যর্থ হচ্ছিলেন রবি। পাল্টা বর্ধমানও বেশ কিছু সুযোগ তৈরি করে। তবে নির্ধারিত ৯০ মিনিটে গোলমুখ খুলতে পারেনি কোনও দলই। ম্যাচের যোগ করা সময়ে পেনাল্টি পায় রয়্যাল সিটি। স্পটকিক থেকে জয়সূচক গোলটি করেন রবি।

উত্তরাখণ্ড ম্যাচে ডাইভ দিয়ে ক্যাচ ধরার সময় কাঁধে লাগে মুম্বইয়ের অঙ্গকৃষ রঘুবংশীর। মাঠেই যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকেন তিনি। স্ট্রেচারে করে তাঁকে জয়পুরের একটি হাসপাতালে স্ক্যানের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়।

ছন্দ ধরে রাখতে চায় ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ ডিসেম্বর : প্রথম ম্যাচে সেতু এফসি-কে ১-০ গোলে হারিয়ে আইডিব্লিউএলে অভিযান শুরু করেছিল গতবারের চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল। শনিবার দ্বিতীয় ম্যাচে তারা খেলবে গারওয়াল এফসি-র বিরুদ্ধে। এই ম্যাচের আগে কোচ অ্যান্থনি অ্যাড্রুজ বলেছেন, 'গারওয়াল এফসি-র খুব ভালো দল। তবে আমাদের লক্ষ্য এই ম্যাচে নিজেদের সেরাটা দেওয়া।'

ফের প্লেয়ার্স স্ট্যাটাস কমিটিতে আনোয়ার ইস্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ ডিসেম্বর : আনোয়ার আলির বিষয়টি ফের প্লেয়ার্স স্ট্যাটাস কমিটিতে পাঠাল অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের অ্যাপিল কমিটি।

গত দেড় বছর ধরে এই ইস্যুতে লড়ছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ও আনোয়ার আলি এবং তাঁর সঙ্গে দিল্লি এফসি। মোহনবাগানের সঙ্গে হওয়া লোন চুক্তি ভেঙে আনোয়ার চলে যান ইস্টবেঙ্গলে। বর্তমানে লাল-হলুদ স্টপারের দাবি ছিল, তাঁর সঙ্গে পূর্ণমেয়াদের চুক্তি করতে হবে। যা নিয়ে আলোচনায় দেরি করায় তিনি চলে যান ইস্টবেঙ্গলে। এরপরই মোহনবাগানের তরফে প্লেয়ার্স স্ট্যাটাস কমিটির কাছে আবেদন করা হলে প্রথমে তাদের পক্ষে রায় দিলেও পরে তা স্থগিত করে দেওয়া হয়। প্লেয়ার্স স্ট্যাটাস কমিটি আনোয়ারকে চার মাসের সাসপেনশন ও ১২.৯ কোটি টাকার জরিমানা করলে আনোয়ারের ক্লাব দিল্লি এফসি ও ইস্টবেঙ্গল দিল্লি হাইকোর্টে মামলা করে। দিল্লি কোর্ট অ্যাপিল কমিটির রায় না আসা পর্যন্ত মামলা স্থগিত করে দেয়। এরপর অন্তত ১১ বার অ্যাপিল কমিটির শুনানি স্থগিত হওয়ায় মোহনবাগান ক্যাম্পের দ্বারস্থ হয় ও আনোয়ারের আইনজীবীও ফেডারেশনকে দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য চিঠি দেয়। গত ২০ ডিসেম্বর বার্ষিক সভার আগে নতুন অ্যাপিল কমিটি শুনানি শেষ করে এদিন রায় দেয়। যেখানে আগের যাবতীয় রায় বাতিল করে নতুন করে বিষয়টি প্লেয়ার্স স্ট্যাটাস কমিটির কাছে পাঠানো হল। এরপর আর কোনও আবেদন করা যাবে না।

এদিন মোহনবাগানের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এই বিষয়ে তারা আপাতত অপেক্ষা করবে প্লেয়ার্স স্ট্যাটাস কমিটির রায়ের জন্য। তাদের কথা দেওয়া হয়েছে, বিষয়টি দ্রুত নিষ্পত্তি করা হবে। একান্তই না হলে ফের তারা ক্যাসের দ্বারস্থ হবে।

টি২০ বিশ্বকাপের আগে ছন্দে রিঙ্কু

রাজকোট, ২৬ ডিসেম্বর : রিঙ্কু সিংয়ের ব্যাটে রান। টি২০ বিশ্বকাপের আগে স্বস্তি।

বিজয় হাজারে ট্রফির প্রথম ম্যাচে ৬৭ রানের ঝোড়ো ইনিংস। রাজকোটে দ্বিতীয় ম্যাচে চণ্ডীগড়ের বিরুদ্ধে অপরাজিত শতরান। কলকাতা নাইট রাইডার্স তারকা ১০৬ রান করলেন মাত্র ৬০ বল খেলে। অন্যদিকে, কেরলের বিরুদ্ধে অপরাজিত ১৩০ রানের ইনিংস খেললেন কণটিকের করুণ নায়ার। শতরান করলেন তাঁর সতীর্থ দেবদত্ত পাডিক্কালও।

এদিন শুরুতে ব্যাট করে ৫০ ওভারে ৪ উইকেটের বিনিময়ে

শতরান করুণের

৩৬৭ রান করে রিঙ্কুর উত্তরপ্রদেশ। অধিনায়ক রিঙ্কু ছাড়াও শতরান করেন আরিয়ান জুয়াল (১৩৪)। এছাড়া ৬৭ রান করেন ধ্রুব জুরেল। জবাবে ২৯.৩ ওভারে ১৪০ রানে গুটিয়ে যায় চণ্ডীগড়। ২২৭ রানে জয়ের ম্যাচে উত্তরপ্রদেশের মতোই ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টকে স্বস্তি দেবে রিঙ্কুর পারফরমেন্স। সামনে টি২০ বিশ্বকাপ। ক্ষুদ্রতম ফরম্যাটের বিশ্বকাপে খেলবেন তিনি। তার আগে রিঙ্কুর এই ধারাবাহিকতা নিঃসন্দেহে ইতিবাচক দিক।

এদিন কেরলের বিরুদ্ধে ৮ উইকেটে ম্যাচ জিতল কণটিক। শুরুতে ব্যাট করে ৭ উইকেটে ২৮৪ রান করে কেরল। রান তাড়া করতে নেমে করুণ ও দেবদত্তের শতরানে ভর করে মাত্র ২ উইকেট হারিয়ে ১০ বল বাকি থাকতেই ম্যাচ পকেটে পুরে নেয় কণটিক। ১২৪ রান করেন পাডিক্কাল। অন্য ম্যাচে উত্তরাখণ্ডকে ৫১ রানে হারাল মুম্বই। মুম্বইয়ের হয়ে অর্ধশতরান করেন দুই ভাই সরফরাজ খান (৫৫) ও মুশির খান (৫৫)। শুরুতে ব্যাট করে ৭ উইকেটে ৩৩১ রান করে তারা। সেরা ব্যাটিং হার্দিক তামোরের। ৯৩ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেন। জবাবে ৫০ ওভার ব্যাট করে ৯ উইকেটে ২৮০ রানে শেষ হয় উত্তরাখণ্ডের লড়াই।

শতরানের পথে রিঙ্কু সিং। তাঁর ব্যাটিং টি২০ বিশ্বকাপের আগে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টকে স্বস্তি দেবে।

ক্লাব-ফেডারেশন বৈঠকে ২০ বছরের পরিকল্পনা

লভ্যাংশের অংশীদারিত্বে রাখা হল বিপণন সঙ্গীকেও

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ ডিসেম্বর : সারা বিশ্বের মানুষ বিশ্বাস করেন, বড়দিনের আগের রাতে প্রভু যিশুর দূত হয়ে এসে মানুষের ইচ্ছাপূরণ করেন সান্তাক্লজ। এবার সম্ভবত ভারতের ফুটবল মহলের প্রার্থনায় খুশি হয়ে জট খোলার দায়িত্ব নিলেন তিনি।

স্বল্পমেয়াদীর সঙ্গে এদিন ক্লাবগুলির দাবি মেনে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাও তুলে দেওয়া হল প্রতিনিধিদের হাতে। এদিনের বৈঠকের পর আশাবাদী সব পক্ষই। গত বুধবার অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের গড়া তিন সদস্যের কমিটির সঙ্গে আলোচনায় বসেন পাঁচ ক্লাবের প্রতিনিধিরা। সেখানে তাঁদের সামনে এই কমিটি পরিকল্পনার দুটি মডেল তুলে ধরেন। যা নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে দুইদিনের মধ্যে ফের বৈঠকের কথা বলে যান ক্লাব প্রতিনিধিরা। এদিনের বৈঠকে একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প তুলে ধরা হয় ক্লাবগুলির সামনে। যেখানে লিগের মালিকানা ফেডারেশনের হাতে থাকলেও লভ্যাংশের একটি বড় অংশ ক্লাব ও বিপণন সঙ্গীকে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। যা খুশি করবে ক্লাবগুলিকে। কারণ ক্লাবগুলির প্রাথমিক দাবিই ছিল, দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা দিতে হবে তাদের। ২০ বছরের এই প্রকল্পে প্রতি বছর প্রতিটি ক্লাব আইএসএলে অংশগ্রহণের ফি বাবদ ১ কোটি টাকা করে দেবে ফেডারেশনকে। যা 'সেন্ট্রাল অপারেটিং এক্সপেনডিচার' হিসাবে বিবেচিত হবে। লভ্যাংশের ৫০ শতাংশ ক্লাব, ১০ শতাংশ ফেডারেশন ও বাকি ৪০ শতাংশ বিপণন সঙ্গী পাবে। ক্লাবগুলির দেওয়া এই টাকা লিগ চালানোর কাজে লাগানো হবে। যদি পরবর্তীতে লিগের বাজেট বাড়ে তাহলে এই টাকার পরিমাণও ১০ শতাংশ হারে বাড়বে। সংবিধান অনুযায়ী লিগের স্বত্ব থাকবে এআইএফএফের হাতেই। এই লিগ বিষয়ে দেখভালের জন্য একটা কমিটি গড়া হতে পারে। যেখানে ফেডারেশন ও ক্লাব প্রতিনিধিদের সমান সমান প্রতিনিধি থাকবে। লিগ চালানোর জন্য দ্রুত বিপণন সঙ্গী খোঁজা হবে বলে খবর। এছাড়াও থাকবে সম্প্রচারস্বত্ব বিক্রির বিষয়। যা নিয়ে এখনও সিদ্ধান্ত কিছু না হলেও মৌখিকভাবে ঠিক হয়েছে লম্বা সময়ের জন্য কাউকে নাও দেওয়া হতে পারে। আগামী ২৮ ডিসেম্বর আবারও বৈঠক। যেখানে মূলত লিগ করার খরচ, স্যালারি ক্যাপ সহ কয়েকটি বিষয়ে আলোচনা হওয়ার কথা।

> ক্লাব প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনায় আমরা খুশি। ওঁদের মনোভাব এবং আগ্রহ দেখে মনে হয়েছে ওঁরাও চাইছেন, দ্রুত লিগ শুরু করতে। আশা করছি, এই জট খুলে ফেব্রুয়ারির শুরুতেই লিগ আরম্ভ করা যাবে।
>
> অনির্বাণ দত্ত

এদিনের বৈঠকের পর খুশি ক্লাব প্রতিনিধিরা। তাঁরা ক্লাব কর্ণধারদের সঙ্গে কথা বলে নিজেদের সিদ্ধান্ত জানানোর কথা বলে যান। তবে ক্লাব প্রতিনিধিদের কেউ কেউ বলছেন, তাঁরা যা চেয়েছিলেন ফেডারেশন সেটাই মেনে নিয়েছে। ফলে দুই-একটি বিষয় ছাড়া তাঁদের দিক থেকে আর বিশেষ সমস্যা নেই। এমনকি এই মরশুমেই এফএসডিএলকেই বিপণন সঙ্গী হিসাবে পাওয়া যাবে, এমন আশাও নাকি তাঁরা করছেন। একইভাবে খুশি তিন সদস্যের কমিটিও। এদিন এই কমিটির সদস্য আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত বললেন, 'ক্লাব প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনায় আমরা খুশি। ওঁদের মনোভাব এবং আগ্রহ দেখে মনে হয়েছে ওঁরাও চাইছেন, দ্রুত লিগ শুরু করতে। আশা করছি, এই জট খুলে ফেব্রুয়ারির শুরুতেই লিগ আরম্ভ করা যাবে।' কাইতানো ফার্নান্ডেজ সংবাদ সংস্থাকে জানান, ৫ ফেব্রুয়ারি থেকে লিগ শুরু করার বিষয়ে তাঁরা আশাবাদী। তবে আগে দেশের শীর্ষ আদালতের ডিভিশন বেঞ্চ থেকে পাশ করিয়ে আনার পরেই সিদ্ধান্ত জানাতে পারবে ফেডারেশন।

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্সের একাদশে ভেঙ্কটেশকে দেখছেন না কুম্বলে

বেঙ্গালুরু, ২৬ ডিসেম্বর : নিলামের আসরে প্রবল লড়াই। শেষ পর্যন্ত সাত কোটি টাকার বিনিময়ে কলকাতা নাইট রাইডার্সের ভেঙ্কটেশ আইয়ারকে তুলে নেয় রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর।

শেষ আইপিএল চ্যাম্পিয়ানদের সংসারে ঢুকে পড়লেও বাস্তবে ভেঙ্কটেশ কতটা প্রথম একাদশে সুযোগ পাবেন, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে অনিল কুম্বলের। পাণ্ডন ভারত অধিনায়ক কুম্বলের মনে হচ্ছে, ভেঙ্কটেশের কাজটা সহজ হবে না আরসিবিতে।

দীর্ঘসময় কেকেআরে ছিলেন ভেঙ্কটেশ। শেষ আইপিএলে অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানের ডেপুটির দায়িত্বেও ছিলেন আইয়ার। কিন্তু একেবারেই পারফর্ম করতে পারেননি তিনি। মর্যাদা দিতে পারেননি তাঁর ২৩.৭৫ কোটি টাকা দামেরও। স্বাভাবিকভাবেই নাইটরা ব্যর্থ ভেঙ্কটেশকে রিটেইন করেনি। তুলে দিয়েছিল নিলামে। পরিকল্পনা ছিল, নিলামের আসর থেকে কম টাকায় আইয়ারকে ফের কেকেআরে নেওয়া। বাস্তবে আরসিবির সঙ্গে প্রবল লড়াইয়ে পড়তে হয় নাইটদের। নিলামের টেবিলে নাইটদের সেই লড়াই ব্যর্থ হয়। ভেঙ্কটেশকে তুলে নেয় আরসিবি। সেই প্রসঙ্গ টেনে আজ এক চ্যানেলে কুম্বলে বলেছেন, 'ভেঙ্কটেশ আইয়ারের আরসিবির প্রথম একাদশে সুযোগ পাওয়া কঠিন হবে। আমার মনে হয়, প্রতিযোগিতার শুরুতে ভেঙ্কটেশ আরসিবির প্রথম একাদশে থাকবে না। পরে ওর জন্য সুযোগ আসতেই পারে।' নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই কুম্বলে এমন পূর্বাভাস করেছেন বলে জানিয়েছেন।

কেকেআর থেকে এবার আরসিবি-তে ভেঙ্কটেশ আইয়ার।

৫ উইকেট নিয়ে উচ্ছ্বাসে ভাসছিলেন ইংল্যান্ডের জোশ টাঙ্গ। দিনের শেষে দলের ব্যাটারদের ব্যর্থতায় তাঁর সেই উচ্ছ্বাস হারিয়ে যায়। মেলবোর্নে শুক্রবার।

বক্সিং ডে টেস্টে অ্যাডভান্টেজ অস্ট্রেলিয়ার

১২৩ বছরে প্রথমবার

অস্ট্রেলিয়া - ১৫২ ও ৪/০
ইংল্যান্ড- ১১০
(প্রথমদিনের পর)

মেলবোর্ন, ২৬ ডিসেম্বর : ৯৪ হাজারের ভরা গ্যালারির সমর্থন। পেস সহায়ক সবুজ উইকেট। নিট ফল, প্রথমদিনেই জমে গেল মেলবোর্নের বক্সিং ডে টেস্ট।

প্রথমদিনেই ২০টি উইকেটের পতন। ১৯০২ সালের পর এই প্রথমবার অ্যাসেজে মেলবোর্ন টেস্টের প্রথমদিনে ২০টি উইকেটের পতন ঘটল। বক্সিং ডে টেস্টের প্রথমদিনেই দাপট পেসারদের। সবুজ উইকেটে মেলবোর্নের পিচ ব্যাটারদের কাছে 'বধ্যভূমি' হয়ে ওঠে। মাঠে উপস্থিত রেকর্ড ৯৪ হাজার দর্শক দুই দেশের পেসারদের 'অ্যাকশন' তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করলেন।

প্রথম তিন টেস্ট হেরে বিধ্বস্ত ইংল্যান্ড। ব্রেন্ডন ম্যাককুলামের সাধের 'বাজবল' প্রশ্নের মুখে। অস্ট্রেলিয়ার পালটা 'রণবল' নীতির কাছে আত্মসমর্পণ বেন স্টোকসদের। ঘুরে দাঁড়াতে মেলবোর্ন টেস্টকে পাখির চোখ করেছিল ইংল্যান্ড শিবির। বাস্তবে চলতি সিরিজের 'আতঙ্ক' ফের তাড়া করল ইংল্যান্ডকে। টসে জিতে প্রথম ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেয় ইংল্যান্ড।

জ্যাকব বেথেলকে ফিরিয়ে মাইকেল নেসের। তাঁর ঝুলিতে গেল ৪ উইকেট।

শুক্রবার সকালে মেলবোর্নের মেঘলা আবহাওয়ায় স্যাঁতসেঁতে পিচে প্রথম ওভার থেকেই দাপট জোশ টাঙ্গদের (৪৫/৫)। পেসার টাঙ্গের আগুনে বোলিংয়ের কোনও জবাব ছিল না অজিদের কাছে। তবে শুরুর ধাক্কাটা দিয়েছিলেন গাস অ্যাটকিনসন (২৮/২)। তিনি ফেরান ওপেনার ট্রাভিস হেডকে (১২)। এরপর জেক ওয়েদারাল্ড (১০), মানার্স লাবুশেন (৬) ও অধিনায়ক স্টিভেন স্মিথকে (৯) প্যাভিলিয়নের রাস্তা দেখান টাঙ্গ।

৫১ রানে ৪ উইকেট হারানোর পর পালটা লড়াই উসমান খোয়াজা (২৯) ও অ্যালেক্স ক্যারির (২০)। দলীয় ৯১ রানের মধ্যে দুই ব্যাটারই প্যাভিলিয়নে ফিরে যান। এরপর মাইকেল নেসের (৩৫) ও ক্যামেরন গ্রিন (১৭) সপ্তম উইকেটে ৪৫ রান যোগ করেন। শেষ পর্যন্ত ইংরেজ পেসারদের দাপটে ১৫২ রানে শেষ হয় অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস। জবাবে ব্যাট করতে নেমে মিচেল স্টার্ক-নেসের জুটির দাপটে শুরুতেই ধস ইংল্যান্ডের। প্রথম চার ব্যাটার জ্যাক ক্রলি (৫), বেন ডাকেট (২), জ্যাকব বেথেল (১) ও জো রুট (০) চূড়ান্ত ব্যর্থ। ১৬ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে ধুঁকতে থাকা ইংল্যান্ডের পরিত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন হ্যারি ব্রুক। ৩৪ বলে ৪১ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলে দলের রান পঞ্চাশ পার করেন তিনি। এরপর অ্যাটকিনসন (২৮) ও অধিনায়ক বেন স্টোকস (১৬) ছাড়া আর কোনও ইংল্যান্ড ব্যাটার দুই অঙ্কের স্কোর করতে পারেননি। যার ফলে ১১০ রানেই শেষ ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংস। অজিদের পক্ষে নেসের ৪৫ রানে ৪টি, স্কট বোল্যান্ড ৩০ রানে ৩টি ও স্টার্ক ২৩ রানে ২টি উইকেট পান।

জবাবে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে দিনের শেষে অজিদের সংগ্রহ বিনা উইকেটে ৪ রান। হাতে ৪৬ রানের লিড নিয়ে সুবিধাজনক অবস্থায় স্মিথরা। যদিও মেলবোর্নের পিচ নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক। সাধারণত এমসিজি-র পিচে ক্যারি ও বাউন্স বরাবরই থাকে। কিন্তু আজ সেই ক্যারি-বাউন্সের সামনে দুই দলের ব্যাটাররা যেভাবে সমস্যায় পড়েছেন, তারপর পিচের চরিত্র তুলেছেন প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়ক অ্যালাস্টেয়ার কুক। বলেছেন, 'টেস্ট ক্রিকেটের জন্য একেবারেই ভালো উইকেট নয়। দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থদিনে পিচ কেমন আচরণ করবে পরের কথা। কিন্তু আজ উইকেট পাওয়ার জন্য কোনও দলের বোলারদেরই বিশেষ পরিশ্রম করতে হয়নি।'

এই সবের মধ্যেই, স্টোকস-ম্যাককুলামের 'বাজবল' স্ট্র্যাটেজি ফের প্রশ্ন ও সমালোচনার মুখে। অজি সমর্থকরা তো বটেই, সমাজমাধ্যমেও বাজবলকে কটাক্ষ করে 'বুজবল' অ্যাখা দেওয়া হচ্ছে। সঙ্গে মেলবোর্নের পিচ ও বিলেতের ক্রিকেট নিয়ে বইছে তুমুল সমালোচনার ঝড়ও। এদিন যেভাবে উইকেট পড়েছে তাতে দ্বিতীয় দিনেই ম্যাচের পরিসমাপ্তি ঘটে যেতে পারে, এমনটাই ধারণা ক্রিকেটপ্রেমীদের।

নজিরে মেলবোর্ন টেস্ট

- প্রথম দিনে উপস্থিত ৯৪,১৯৯ জন দর্শক, যা ২০১৫ বিশ্বকাপের পর মেলবোর্নের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।
- প্রথম দিনেই পতন ২০টি উইকেটের। ১৯৫১ সালের পর প্রথমবার অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে কোনও টেস্টের প্রথমদিনে এতগুলি উইকেট পড়ল।
- ১৯০২ সালের পর অ্যাসেজে মেলবোর্ন টেস্টে ২০টি উইকেটের পতন।

বিশ্বকাপের লক্ষ্যে বিশ্রামে কামিন্স!

মেলবোর্ন, ২৬ ডিসেম্বর : চলছে অ্যাসেজ। অস্ট্রেলিয়ার সিরিজ জেতা হয়ে গেলেও বক্সিং ডে টেস্ট নিয়ে আপাতত উত্তাল দুনিয়া।

এমন অবস্থায় আজ স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশের এক চ্যানেলে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে কুড়ির বিশ্বকাপ নিয়ে 'বোমা' ফাটিয়েছেন প্যাট কামিন্স। চোটের কারণে অ্যাসেজের প্রথম দুই টেস্টে খেলেননি কামিন্স। অ্যাডিলেডে তিন নম্বর টেস্ট খেলে দলকে জিতিয়ে ফের বিশ্রামে তিনি। বক্সিং ডে টেস্ট খেলছেন না কামিন্স। কিন্তু কেন? তাঁর নতুন কোনও চোট রয়েছে কি?

ক্রিকেট দুনিয়া যখন এমন প্রশ্নের জবাব খুঁজছে, তখন কামিন্সের ভাবনা বইছে ভিন্ন খাতে। ফেব্রুয়ারি-মার্চে ভারতে নির্ধারিত থাকা টি২০ বিশ্বকাপ নিয়ে এখন থেকেই ভাবতে শুরু করেছেন তিনি। আর সেই ভাবনার ফল, চলতি অ্যাসেজের শেষ দুই টেস্টে বিশ্রামে তিনি। কামিন্স আজ বলেছেন, 'শারীরিকভাবে এখন ভালো আছি আমি। অ্যাডিলেডে নতুন কোনও চোট পাইনি। কয়েক সপ্তাহ আগেও পিঠের চোট সারাতে ব্যস্ত ছিলাম। ওই পিঠের চোটের কারণেই টানা টেস্ট খেলাটা ঝুঁকির হয়ে যেতে পারত। তাই আপাতত নিজেকে বিশ্রাম দিয়ে নতুন বছরের শুরুতে ভারতের মাটিতে টি২০ বিশ্বকাপে তাজা অবস্থায় নামতে চাই।' টি২০ বিশ্বকাপের আসরে কামিন্স অবশ্য অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক নন। কুড়ির বিশ্বকাপের আসরে অজিদের নেতৃত্ব দেবেন মিচেল মার্শ। এদিকে, আজ অস্ট্রেলিয়ার ঘরোয়া টি২০ লিগ বিগ ব্যাশের আসরে দলের অন্যতম তারকা ব্যাটার টিম ডেভিড হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়েছেন। জানা গিয়েছে, তাঁর চোট গুরুতর। আগামী ফেব্রুয়ারি-মার্চে কুড়ির বিশ্বকাপে টিমের খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।

দাপটে সিরিজ জয় শেফালিদের

শ্রীলঙ্কা-১১২/৭
ভারত-১১৫/২ (১৩.২ ওভারে)

তিরুবনন্তপুরম, ২৬ ডিসেম্বর : ওডিআই বিশ্বকাপের ছন্দেই হরমনপ্রীত কাউর ব্রিগেড। ২ ম্যাচ হাতে রেখে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজ জিতে নিল ভারতীয় দল। প্রথম ২ ম্যাচের মতো শুক্রবারও একপেশে ম্যাচে ৮ উইকেটে তারা জয় পেয়েছে। টসে জিতে হরমনপ্রীত কাউর বোলিং নেওয়ার পর চার ধাক্কায় শুরুতেই ম্যাচের ভাগ্য ঠিক করে দেন রেণুকা সিং ঠাকুর (২১/৪)। শ্রীলঙ্কা শিবিরকে অবশ্য প্রথম ধাক্কা দিয়েছিলেন দীপ্তি শর্মা (১৮/৩)। জ্বর সারিয়ে ফেরার পর এদিন তিনি নিজের দ্বিতীয় ওভারেই বিপক্ষের অধিনায়ক চামারি আত্তাপাত্তুকে (৩) তুলে নেন। হাসিনি পেরেরা (২৫), হর্ষিতা সমরাবিক্রমা (২), নীলাক্ষিকা সিলভাদের (৪) চাপ কাটানোর বিন্দুমাত্র সুযোগ দেননি রেণুকা। অনেকদিন পর তাঁর দুটো সুইংই কাজ করছিল। রেণুকার সঙ্গে দীপ্তিও মানানসই হয়ে ওঠায় শ্রীলঙ্কা ১১২/৭ স্কোরে থেমে যায়।

রানতাড়ায় নেমে বাকি কাজটা মাখনের মধ্যে ছুরি চালানোর ঢংয়ে সেরে ফেলেন শেফালি ভার্মা (৪২ বলে অপরাজিত ৭৯)। ১১টি বাউন্ডারির সঙ্গে তিনটি ছক্কাও ছিল তাঁর ইনিংসে। শেফালির দাপটেই ১৩.২ ওভারে ভারত ২ উইকেটে ১১৫ রান তুলে নেয়। স্মৃতি মান্ধানা অবশ্য ১ রানেই আউট হয়ে যান। বড় রান আসেনি জেমিমা রডরিগেজের (৯) ব্যাটেও।

৪ উইকেট নিয়ে ভারতের জয়ের রাস্তা তৈরি করে দেন রেণুকা সিং ঠাকুর।

হাঁটুতে অস্ত্রোপচারের পর ফুরফুরে মেজাজে নেইমার। মেতে রয়েছেন কন্যা মাভির সঙ্গে খেলায়।

জিতল জেএমএস

জলপাইগুড়ি, ২৬ ডিসেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে শুক্রবার জেএমএস ৭ উইকেটে হারিয়েছে ইভিনিং ক্লাবকে। প্রথমে ইভিনিং ২৮ ওভারে ১২৩ রানে অল আউট হয়। রাজু পাসোয়ানের অবদান ৪০ রান। সঞ্জয় সিং ৮ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে জেএমএস ২০ ওভারে ৩ উইকেটে লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। মোহন মণ্ডল ৩৫ রান করেন।

বলের অভাবে বন্ধ অনুশীলন

সিলেট, ২৬ ডিসেম্বর : অনুশীলনে পর্যাপ্ত বল নেই। বন্ধ অনুশীলন।

বাংলাদেশের ঘটনা। বৃহস্পতিবারের সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম সংলগ্ন মাঠে অনুশীলন করছিল বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের দল নোয়াখালি এক্সপ্রেস। হঠাৎ করেই রেগে গিয়ে স্টেডিয়াম ছাড়েন হেড কোচ খালেদ মাহমুদ ও তাঁর সহকারী।

ম্যাচের আগেই মিটল সমস্যা

জানা যায়, অনুশীলনে নতুন-পুরোনো মিলিয়ে যেখানে প্রায় দুই ডজন বল লাগে সেখানে হাতেগোনা মাত্র ৩টে বল ছিল। তাতেই চটে যান খালেদ।

ওই মুহূর্তে ম্যানেজমেন্টের লোকজন তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করলেও তাতে কোনও কাজ হয়নি। নিজের উদ্যোগে অটোয় চেপে মাঠ ছাড়েন খালেদ। সেই সময় জানান, ওই দলের দায়িত্বে আর থাকতে চান না তিনি। সমস্যা অবশ্য দ্রুত মিটে গিয়েছে। শুক্রবার চট্টগ্রাম রয়্যালসের বিপক্ষে মাঠে নামার আগেই নোয়াখালি দলের হেড কোচের সুর নরম। সাংবাদিক সম্মেলনে খালেদ জানান, ভুল বোঝাবুঝি থেকেই ওই ঘটনার সূত্রপাত। ম্যানেজমেন্টের ইতিবাচক মানসিকতায় তাঁর ক্ষোভ ও অভিমান ভেঙে গিয়েছে।

রাগ করে অটোতে চড়েই মাঠ ছাড়ছেন নোয়াখালি এক্সপ্রেসের কোচ খালেদ মাহমুদ।

ম্যাচের সেরা সৌরভ ঘোষ (বাঁয়ে) ও আদিত্য মণ্ডল। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

অঙ্কুরের শতরান, আয়ুষের ৫

আলিপুরদুয়ার, ২৬ ডিসেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে অরবিন্দনগর মাঠে আলিপুরদুয়ার ডিসিএ ১৭৫ রানে হারিয়েছে বিজয় স্পোর্টস ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে। ডিসিএ টসে জিতে ৩৫ ওভারে ৫ উইকেটে ২৩৯ রান তোলে। অঙ্কুর সাহা ১০২ রান করেন। তুহিন সাহার অবদান ৫৭ রান। সায়ন সাহা ৪১ রানে পেয়েছেন ২ উইকেট। জবাবে বিজয় ১২.৫ ওভারে ৬৪ রানে গুটিয়ে যায়। সায়ন সাহার অবদান ১৭ রান। ম্যাচের সেরা সৌরভ ঘোষের শিকার ২৬ রানে ৫ উইকেট। ভালো বোলিং করেন আয়ুষ সরকারও (১০/৫)। টাউন ক্লাব মাঠে আরএফএল একাদশ ৬ উইকেটে জিতেছে অনুভব ফাউন্ডেশনের বিরুদ্ধে। অনুভব টসে হেরে ৩১.২ ওভারে ১৭৯ রানে অল আউট হয়। বিক্রমাদিত্য বর্মা ৪২ রান করেন। ম্যাচের সেরা আদিত্য মণ্ডল ৩১ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে আরএফএল ২৭ ওভারে ৪ উইকেটে ১৮০ রান তুলে নেয়। দীপক কার্জির অবদান ৬৬ রান। রনি মিত্র ৬১ রানে ৩ উইকেট পেয়েছেন।

সেমিফাইনালে নবজীবন সংঘ

শীতলকুচি, ২৬ ডিসেম্বর : গোঁসাইরহাট রামকৃষ্ণ সংঘের ৮ দলীয় ক্রিকেটের সেমিফাইনালে উঠল মাথাভাঙ্গা নবজীবন সংঘ। শুক্রবার দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে তারা ১০৭ রানে হারিয়েছে আদাবাড়ি স্পোর্টস অ্যাকাডেমিকে। টসে হেরে নবজীবন ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ২৪৭ রান তোলে। ম্যাচের সেরা রামপ্রসাদ সরকার ৪১ বলে ১০৭ রান করেন। আকিব আলমের শিকার ২৭ রানে ৩ উইকেট। জবাবে আদাবাড়ি ১২.৫ ওভারে ১৪০ রানে সব উইকেট হারায়। শুভ রায় সর্বোচ্চ ৪৭ রান করেন। প্রীতম ছেত্রী ১৯ রানে নিয়েছেন ৪ উইকেট। শনিবার তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে মুখোমুখি হবে আদাবাড়ি বেঙ্গল পটেটো বড়মরিচা ও মা কালী বস্ত্রালয় বাউদিয়া বাজার।

রাজ্য ভলিবলে নাট্য সংঘ

কোচবিহার, ২৬ ডিসেম্বর : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ভলিবল সংস্থার অনূর্ধ্ব-১৪ রাজ্য ভলিবলে অংশ নিতে রওনা দিল কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থা অনুমোদিত নাট্য সংঘের দল। নাট্য সংঘের সচিব জহর রায় ঘোষিত দলে রয়েছে – নুর আমিন হোসেন, আয়ুশ সরকার, রাহানুর ইসলাম, রণিত ইশোর, সঞ্জিত সরকার, জামিনুর শেখ, মিরাজ রহমান মণ্ডল, মমিনুর হোসেন ও আলামিন হোসেন। কোচ সুজন সরকার। শনিবার কলকাতায় রাজ্য ভলিবল সংস্থার মাঠে প্রথমে কলকাতার প্রভাত সেন ভলিবল অ্যাকাডেমি ও পরে বাঘসারা অনুশীলনী চক্রের বিরুদ্ধে খেলবে নাট্য। *ছবি : শিবশংকর সূত্রধর*

রাজ্য ভলিবলে অংশ নিতে রওনা হওয়ার আগে নাট্য সংঘ দল।

সেরা পানিশালা স্পেশাল ক্যাডার

চ্যাংরাবান্ধা, ২৬ ডিসেম্বর : চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতভিত্তিক প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলির বার্ষিক ক্রীড়া শুক্রবার অনুষ্ঠিত হল বোকনাবান্ধা নেতাজি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে। ১৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ৮টি শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের মধ্যে অনুষ্ঠিত হওয়া বিভিন্ন খেলায় সেরা হয়েছে পানিশালা স্পেশাল ক্যাডার প্রাথমিক বিদ্যালয়। তারা ১৩টি প্রথম পুরস্কার, ৫টি দ্বিতীয় পুরস্কার ও ১টি তৃতীয় পুরস্কার জেতে। বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতভিত্তিক ক্রীড়ায় প্রথম পুরস্কার বিজেতা পড়ুয়াদের নিয়ে মেখলিগঞ্জ সার্কেলের খেলা ২৯ ডিসেম্বর চ্যাংরাবান্ধা উচ্চ বিদ্যালয় ময়দানে অনুষ্ঠিত হবে। *ছবি : শতাব্দী সাহা*

পানিশালা স্পেশাল ক্যাডার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সফল প্রতিযোগীরা।

ম্যাচের সেরা অশ্বিনী অধিকারী। ছবি : প্রতাপকুমার ঝাঁ

রাজার ৭৬

জামালদহ, ২৬ ডিসেম্বর : জামালদহ তুলসীদেবী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের রিইউনিয়ন ক্রিকেটে শুক্রবার ২০১১-'১৩ ব্যাচ ৮ রানে ২০১৭-'১৯ ব্যাচের বিরুদ্ধে জয় পায়। ২০১১-'১৩ প্রথমে ১০ ওভারে ৫ উইকেটে ১১৪ রান করে। আকাশ বিশ্বাস রেখে আসেন ৩২ রান। সুজয় সাহা ৩ উইকেট পেয়েছেন। ২০১৭-'১৯ জবাবে ১০ ওভারে ৫ উইকেটে ১০৬ রানে আটকে যায়। রাহুল সাহা ২৪ রান করেন। ম্যাচের সেরা অশ্বিনী অধিকারী ২ উইকেট নেন।

পরে ২০১৪-'১৬ ব্যাচ ১২ রানে ২০০৬-'১০ ব্যাচকে হারিয়েছে। ২০১৪-'১৬ প্রথমে ১০ ওভারে ৫ উইকেটে ১২৭ রান তোলে। ম্যাচের সেরা রাজা সরকার ৭৬ রান করেন। রাহুল দত্ত পেয়েছেন ৩ উইকেট। ২০০৬-'১০ জবাবে ১০ ওভারে ৬ উইকেট ১১৫ রানে আটকে যায়। গোবিন্দ সরকারের অবদান ৩৫ রান। বিট্টু সিংহ ও পুটন ২ উইকেট নিয়েছেন।

তৃতীয় ম্যাচে ২০২০-'২১ ব্যাচ ৬ উইকেটে ২০০০-'০৫ ব্যাচের বিরুদ্ধে জয় পায়। ২০০০-'০৫ প্রথমে ৯.৫ ওভারে ৬৬ রানে গুটিয়ে যায়। অসীম কর্মকার ২৫ রান করেন। নীতীশ রায় ৩ উইকেট পেয়েছেন। ২০২০-'২১ জবাবে ৬.২ ওভারে ৪ উইকেটে ৭১ রান তুলে নেয়। সমীর রায় ডাকুয়া ২০ ও ম্যাচের সেরা নীতীশ ১২ রান করেন। শনিবার মুখোমুখি হবে ২০০৬-'১০ ও ২০০০-'০৫ ব্যাচ, ২০২২-'২৫ ও ১৯৮০-'৯৯ ব্যাচ, ২০১৪-'১৬ ও ২০১১-'১৩ ব্যাচ।

জিতল বিবেকানন্দ

কোচবিহার, ২৬ ডিসেম্বর : বিষ্ণুব্রত বর্মন ফাউন্ডেশনের ১৬ দলীয় ক্রিকেটে শুক্রবার শিলিগুড়ি বিবেকানন্দ ক্লাব ৩ উইকেটে

ম্যাচের সেরা হয়ে কুমার নন্দন। ছবি : শিবশংকর সূত্রধর

কাটিহার নিউ ইন্ডিয়া ক্রিকেট ক্লাবকে হারিয়েছে। এমজেএন স্টেডিয়ামে টসে হেরে নিউ ইন্ডিয়া ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ২৫৪ রান তোলে। রাহুল ভৌমিক ৫৫ রান করেন। ম্যাচের সেরা কুমার নন্দনের শিকার ২৯ রানে ৩ উইকেট। জবাবে বিবেকানন্দ ক্লাব ২০ ওভারে ৭ উইকেটে প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। কুমার নন্দন ৬৭ রান করেন। শচীন যাদবের শিকার ৩৪ রানে ২ উইকেট। সোমবার খেলবে সিকিম জয়সওয়াল ব্রাদার্স ও বিহার শেখপুরা ক্রিকেট ক্লাব।

অনুপের ৯০

নিশিগঞ্জ, ২৬ ডিসেম্বর : খেজুরতলা নিশিময়ী হাইস্কুলের রিইউনিয়ন ক্রিকেট শুক্রবার শুরু

ম্যাচের সেরার ট্রফি হাতে অনুপ বর্মন। ছবি : তাপস মালাকার

হল। উদ্বোধনী ম্যাচে ব্লাস্টার ব্যাটালিয়ন ২০২৪ ব্যাচ ৯৩ রানে হারিয়েছে ফিয়ারলেস ফ্যালকনস ২০২৩ ব্যাচকে। ২০২৪ প্রথমে ২ উইকেটে ১৮৬ রান তোলে। ম্যাচের সেরা অনুপ বর্মন ৯০ রান করেন। ২০২৩ জবাবে ৯ উইকেটে ৯৩ রানে গুটিয়ে যায়।

জয়ী কিং, অল স্টার

নিশিগঞ্জ, ২৬ ডিসেম্বর :

ম্যাচের সেরা পরিতোষ বর্মন। ছবি : তাপস মালাকার

সেমিফাইনালে ২০০৩ ব্যাচ

ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিচ্ছেন মৈনাক পাল। ছবি : দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ২৬ ডিসেম্বর : জেনকিন্স প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটের সেমিফাইনালে উঠল ২০০৩ ব্যাচ। শুক্রবার শেষ কোয়ার্টার ফাইনালে তারা ৫ উইকেটে হারিয়েছে ২০১১ ব্যাচকে। ২০১১ প্রথমে ১০ ওভারে ৫ উইকেটে ১১৮ রান করে। স্নেহাঙ্কর রায়ের অবদান ৮৩ রান। মৈনাক পাল ৬ রানে পেয়েছেন ২ উইকেট। ২০০৩ জবাবে ৯.২ ওভারে ৫ উইকেটে প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা মৈনাক ২৯ বলে ৬৭ রান করেন।

কোচবিহার-১ ব্লকের পেটভাতা উচ্চ বিদ্যালয়ের রিইউনিয়ন ক্রিকেটে শুক্রবার অল স্টার ইলেভেন ২০১০ ব্যাচ হারিয়েছে টুয়েলভ টাইটান ২০১২-'১৩ ব্যাচকে। প্রথমে টুয়েলভ টাইটান ২ উইকেটে ৯৭ রান করে। জবাবে অল স্টার ৭.২ ওভারে ৯৮ রান তুলে নেয়। ৬৬ রান করে ম্যাচের সেরা পরিতোষ বর্মন। দ্বিতীয় ম্যাচে ক্যাম্পাস কিং ২০১৫-'১৬ ব্যাচ জয় পেয়েছে ডায়নামিক ইলেভেন ২০০৮-'০৯ ব্যাচের বিরুদ্ধে। প্রথমে ডায়নামিক ৯ ওভারে ৩৮ রান করে। জবাবে ক্যাম্পাস কিং ৭ ওভারে ৩৯ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা হন প্রেমানন্দ সরকার।